প্রাচীন পদাবলী

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

কালপ্রতিমা
কলকাতা - ৪৮

PRACHIN PADABALI

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রকাশকাল
২৫শে বৈশাখ, ১৪১৭

কপিরাইট
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
বাসুদেব দেব
কালপ্রতিমা
আশাবরী
এফ ৩ বি ৬৬ এস.কে.দেব রোড
কলকাতা - ৭০০০৪৮

প্রচ্ছদ
অমিত ব্যানার্জী

মুদ্রক
অমিত
কলকাতা - ৪০

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯

মূল্য
একশো কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

ষোলোটি শৃঙ্গার সাজে সজ্জিত, স্রষ্টার অন্তরের, হ্লাদিনি শক্তিকে
(উজ্জ্বলনীলমণিঃ রূপ গোস্বামী)

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

ভালবাসায় অভিমানে	১৯৭৬ প্রথম প্রকাশ
ভালবাসায় অভিমানে	২০১০ দ্বিতীয় মুদ্রণ
কবিতার কাছাকাছি একা	১৯৮১
বৃষ্টির মেঘ	১৯৮২
কোজাগর	১৯৮৪
আরশি টাওয়ার	১৯৮৯
মা	২০০৩
পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে	২০০৮
উৎফুল্ল গোধূলি	২০০৮
কয়েক টুকরো	২০১০

সূচীপত্র

❑ রাজরাজেশ্বরী মঠ

১,২,৩—পৃ. ৭ • ৪,৫,৬—৮ • ৭,৮—পৃ. ৯ • ৯,১০,১১—পৃ. ১০ • ১২—পৃ. ১১

❑ প্রাচীন পদাবলী - ১

১,২,৩,৪—পৃ. ১৩ • ৫,৬,৭—পৃ. ১৪ • ৮,৯,১০,১১—পৃ. ১৫ • ১২,১৩,১৪—পৃ. ১৬
• ১৫,১৬,১৭,১৮—পৃ. ১৭ • ১৯,২০,২১—পৃ. ১৮ • ২২,২৩,২৪,২৫—পৃ. ১৯
• ২৬,২৭,২৮—পৃ. ২০ • ২৯,৩০,৩১,৩২—পৃ. ২১ • ৩৩,৩৪,৩৫—পৃ. ২২
• ৩৬,৩৭,৩৮,৩৯—পৃ. ২৩ • ৪০,৪১,৪২—পৃ. ২৪ • ৪৩,৪৪,৪৫,৪৬—পৃ. ২৫
• ৪৭,৪৮,৪৯—পৃ. ২৬ • ৫০,৫১,৫২,৫৩—পৃ. ২৭ • ৫৪,৫৫,৫৬—পৃ. ২৮
• ৫৭,৫৮,৫৯,৬০—পৃ. ২৯ • ৬১,৬২,৬৩—পৃ. ৩০ • ৬৪,৬৫,৬৬,৬৭—পৃ. ৩১
• ৬৮,৬৯,৭০—পৃ. ৩২ • ৭১,৭২,৭৩,৭৪—পৃ. ৩৩ • ৭৫,৭৬,৭৭—পৃ. ৩৪
• ৭৮,৭৯,৮০,৮১—পৃ. ৩৫ • ৮২,৮৩,৮৪—পৃ. ৩৬ • ৮৫,৮৬,৮৭,৮৮—পৃ. ৩৭
• ৮৯,৯০,৯১—পৃ. ৩৮ • ৯২,৯৩,৯৪,৯৫—পৃ. ৩৯ • ৯৬,৯৭,৯৮—পৃ. ৪০
• ৯৯,১০০,১০১,১০২—পৃ. ৪১ • ২০৩,১০৪,১০৫—পৃ. ৪২
•১০৬,১০৭,১০৮,১০৯—পৃ. ৪৩ • ১১০,১১১,১১২—পৃ. ৪৪
• ১১৩,১১৪,১১৫,১১৬—পৃ. ৪৫ • ১১৭,১১৮,১১৯—পৃ. ৪৬
• ১২০,১২১,১২২,১২৩—পৃ. ৪৭ • ১২৪,১২৫,১২৬—পৃ. ৪৮
• ১২৭,১২৮,১২৯,১৩০—পৃ. ৪৯ • ১৩১,১৩২,১৩৩—পৃ. ৫০
• ১৩৪,১৩৫,১৩৬,১৩৭—পৃ. ৫২ • ১৩৮,১৩৯,১৪০—পৃ. ৫২
• ১৪১,১৪২,১৪৩,১৪৪—পৃ. ৫৩ • ১৪৫,১৪৬,১৪৭—পৃ. ৫৪
• ১৪৮,১৪৯,১৫০,১৫১—পৃ. ৫৫ • ১৫২,১৫৩,১৫৪—পৃ. ৫৬
• ১৫৫,১৫৬,১৫৭,১৫৮—পৃ. ৫৭ • ১৫৯,১৬০,১৬১—পৃ. ৫৮
• ১৬২,১৬৩,১৬৪,১৬৫—পৃ. ৫৯ • ১৬৬,১৬৭,১৬৮—পৃ. ৬০
• ১৬৯,১৭০,১৭১,১৭২—পৃ. ৬১ • ১৭৩,১৭৪,১৭৫—পৃ. ৬২
• ১৭৬,১৭৭,১৭৮,১৭৯—পৃ. ৬৩ • ১৮০,১৮১,১৮২—পৃ. ৬৪
• ১৮৩,১৮৪,১৮৫,১৮৬—পৃ. ৬৫ • ১৮৭,১৮৮,১৮৯—পৃ. ৬৬
• ১৯০,১৯১,১৯২,১৯৩—পৃ. ৬৭ • ১৯৪,১৯৫,১৯৬—পৃ. ৬৮
• ১৯৭,১৯৮,১৯৯,২০০—পৃ. ৬৯ • ২০১,২০২,২০৩—পৃ. ৭০
• ২০৪,২০৫,২০৬,২০৭—পৃ. ৭১ • ২০৮,২০৯,২১০,২১১—পৃ. ৭২
• ২১২,২১৩,২১৪—পৃ. ৭৭ • ২১৫,২১৬,২১৭—পৃ. ৭৪ • ২১৮,২১৯,২২০—পৃ. ৭৫

❑ প্রাচীন পদাবলী - ২

১-১৪—পৃ. ৭৭ • ১৫-২৮—পৃ. ৭৮ • ২৯-৪২—পৃ. ৭৯ • ৪৩-৫৬—পৃ. ৮০
• ৫৭-৭০—পৃ. ৮১ • ৭১-৮৫—পৃ. ৮২ • ৮৬-৯৯—পৃ. ৮৩ • ১০০-১১৩—পৃ. ৮৪
১১৪-১২৭—পৃ. ৮৫ • ১২৮-১৪১—পৃ. ৮৬ • ১৪২-১৫৫—পৃ. ৮৭
• ১৫৬-১৬৯—পৃ. ৮৮ • ১৭০-১৮৩—পৃ. ৮৯ • ১৮৪-১৯৭—পৃ. ৯০
• ১৯৮-২১১—পৃ. ৯১ • ২১২-২২৫—পৃ. ৯২ • ২২৬-২৩৯—পৃ. ৯৩
• ২৪০-২৫৩—পৃ. ৯৪ • ২৫৪-২৬৭—পৃ. ৯৫ • ২৬৮-২৮১—পৃ. ৯৬
• ২৮২-২৯৫—পৃ. ৯৭ • ২৯৬-৩০১—পৃ. ৯৮

রচনাকাল ঃ ■ সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ঃ ১৯৯৩ ■ নভেম্বর - ডিসেম্বর ঃ ২০০০

প্রাচীন পদাবলী

দশম কাব্যগ্রন্থ প্রাচীন পদাবলী। দু হাজার দশে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত। পঁচিশে বৈশাখ ১৪১৭। প্রকাশক ঃ বাসুদেব দেব, কালপ্রতিমা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রচ্ছদ - অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিতার সংখ্যা - চারশ তিরানব্বই। তিনটি পর্যায় ঃ 'রাজরাজেশ্বরী মঠ'-এ বারোটি। প্রাচীন পদাবলী প্রথম পর্যায়ে দুশ কুড়িটি। প্রাচীন পদাবলী দ্বিতীয় পর্যায়ে দুশ একাশিটি।

নাম প্রাচীন পদাবলী হলেও কবিতাগুলি আধুনিক। এবং প্রেমের কবিতা। নারী প্রেম। এবং সে প্রেমের অন্তর্গত ঈশ্বরী। রাজরাজেশ্বরী মঠ-এর কবিতাগুলি একটু দুরূহ অনুষঙ্গের। হলেও তা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। অনুভবকে পুনর্নির্মাণ ক'রে কবি যেমন তাঁর সামর্থের পরিচয় দেন, পাঠককেও সেই সৃষ্টিস্পন্দকে স্পর্শ ক'রে সাযুজ্যের ও সামীপ্যের অধিকারী হতে হয়।

প্রাচীন পদকর্তাদের মতো এই আধুনিক কবিতাগুলিতেও পদাবলীর রক্তিমতা আছে। মহৎ কবিতার মতো গভীর ও বিস্তৃত আত্মখননের শিল্পরূপ আছে। বৈষ্ণবের আকুলতা ও আর্তির সঙ্গে কৌলের শক্তির সমন্বয় আছে। নারী এ কাব্যের নায়িকা হলেও অপহৃতা হয়েছে—স্ত্রীয়ঃ সমস্তাঃ সকলাঃ জগৎসুর অনুভবে স্থির হয়েছে। ইন্দ্রিয়ময়তা অবলুপ্ত হয়ে অতীন্দ্রিয়তা এসেছে। সাহসী ও অসীম পরিক্রমায় কাব্যভুবন এক অনাস্বাদিত রস এনে দিয়েছে। সাকার চরাচরে দেহাশ্রিতসাধনায় প্রেমের উপলব্ধি দুর্লভ।

☐ তুমি তো শব্দের জন্যে ব'সে আছো গঙ্গার কিনারে
সমস্ত শরীরে ছাই ধ্বজ দণ্ড ঈষ ও উষ্ণীষ
নদীর স্রোতের মধ্যে উঠে আসে আনন্দ আগুন
এবং আঙ্গিকগুলি ঃ কথা বলো বৈখরী ভূমিতে

রাজ রাজেশ্বরী মঠে যে আসে সে আসে চ'লে যায়।

এবং আঙ্গিকগুলি! ভাষা ছন্দ প্রকরণের দক্ষতা। বাকরীতি। আঙ্গিক শুধু কবিতার শরীর নয় আত্মাও। বৈখরীভূমি থেকে কথাই বলা যায়। শরীরকে ভালবেসে আত্মাকেই ভালবাসা যায়। প্রাচীন পদাবলীর প্রেমের কবিতাগুলির ছন্দোবদ্ধ উচ্চারণে সেই প্রেম অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে সিদ্ধ হয়েছে।

☐ অবাঙমানসগোচর
তবু প্রকাশের ব্যাকুলতা!
তবু নির্বিকার এ বিকার
আধার শক্তির অন্ধকার।

☐ অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ থেকে
সামরস্য সরসবাহীর
নিয়ে আসে সামান্য আভাস
স্ববিমর্শময় ঃ মাত্র এই।

☐ জন্ম যায় মৃত্যু যায় ন জায়তে ম্রিয়তে তোমার
সহস্র সহস্র পীঠে কুণ্ড জ্বেলে ব'সে থাকে কবি।।

রাজরাজেশ্বরী মঠ

১. এই যে বাহান্ন পীঠে রক্তদাগ মাংসদাগ এমন জাগ্রত
এমন পুরাণস্তম্ভ—হা পুরুষ ধূলিধূসরিত
আনন্দঅঘোরী জানে আনন্দভৈরবী জানে শুধু
নাস্তে সুখমস্তি ঃ তাই এত নাদ নৈঃশব্দ এমন
এত রুদ্র প্রহরণ কুণ্ড হোম আহার আহুতি
ওঁ কামায় কামরূপায় কামকেলি কলাত্মনে
নমস্তেস্তু নমস্তেস্তু গুরুমণ্ডলের জ্ঞানক্রিয়া।
মূর্খ মূঢ় কবি কাঁপে মধ্যমায় বৈখরীভূমিতে
দু-একটি প্রাকৃত শব্দে ছন্দে চিত্রকল্পে হাহাকারে
লিঙ্গশরীরের দাবী মেটাতে মেটাতে এত পীঠ
জন্ম যায় মৃত্যু যায় ন জায়তে ম্রিয়তে তোমার
সহস্র সহস্র পীঠে কুণ্ড জ্বেলে ব'সে থাকে কবি।।

২. শব্দ শুনে এত সুখ শব্দে লেগে প্রতিটি নিঃশ্বাস
শব্দ শুনে এত সুখ! চুমুকে চুমুকে পান করো
আর স্থূল সূক্ষ্মদেহ জাগতে থাকে দেবভোগ্য তনু
দ্রাক্ষাসুরা বিন্দু বিন্দু সুবর্ণভাণ্ডের নীল ফেনা
অম্লান পঙ্কজমালা দুলে ওঠে যাবৎ পিবাম্যহম মধু
শব্দে এত হৃৎকমলে ধূম লাগে যে অচৈতন্য প্রায়
শৌর্যময় হিংস্রতা কী কোমল দিব্যতা
হিরণ্ময় পাত্রে ঢাকা দক্ষিণের সমুদ্রের তীরে
শব্দের ওষ্ঠ ও জিহ্বা নীল ঘাই হরিণীর ডাক
শব্দের গরগর তীব্র দাহ্যতা কী রেশমী তরল
কবিকে কোমল হাতে ধীরে ধীরে প্রথম ভূমিতে
নামিয়ে শুইয়ে দেয়—ঠাকুর একেও তবে
রমণ বলেন!

৩. কর্ম অনুগ্রহ সংস্কার মিলে রচনা করেছে
প্রারব্ধ—তুমি কি তাকে এড়াবে অক্লেশে?
সেই এনে দেয় ওই মুখ ওই মুখমণ্ডলের
সজলতা আকর্ষণ টেনে আনে উচ্চভূমি থেকে
মাতাল তরঙ্গে শিল্পে, হাসিতে পাতাল ন'ড়ে ওঠে
শব্দে কেঁপে ওঠে স্বর্গ, স্পর্শাতীত অনুভবে কাঁপে
মৃত্যুমুখী মূঢ় মর্ত্য লুব্ধপ্রেতচক্ষু রূঢ় রব

কবির শরীরে কাম নিষিদ্ধ যন্ত্রণা হা সুন্দর
হা সুন্দর জানুভাঙা ধ্বজ দণ্ড ঈষ ও উষ্ণীষ
বঙ্গ উপসাগরের তীরে তপ্ত তাতল সৈকতে
শুধু শব্দ শুধু শব্দ চোখ তুলে তাকাতে পারোনা!
চোখের পিপাসা দিয়ে শুষে নিতে পারোনা মধুর!

৪. বঙ্গ উপসাগরের তীরে সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রেরা
তরঙ্গেরা জলচক্রে স্রোতাপন্ন মুক্তোর বিন্দুরা
সুধাভাণ্ড! সুবর্ণ কলস! পদ্মফুল!
তুমি কবি বহুদূর প্রান্তরের দেশে মাঝে মাঝে
শব্দ শোনো কৃচ্ছকায় সন্ন্যাসকায়ায় শব্দ শোনো
আর ভেসে যাও কোন ভূমি থেকে ভূমিতলে জলে?
প্রারব্ধ জটিল তত্ত্ব ঃ বল্মীক ভেঙেছে, তবু দেহ
অনুশাসিতারম অনোরণীয়াম, তবু দেহ
কবি কাম থেকে প্রেমে দেবীকে কি জাগ্রত করেন
স্ত্রিয়ঃ সমস্ত স্ত্রিয়ঃ সমস্ত সকলা জগৎসু
কোথায় দাঁড়াবে কবি নেমে এসো মায়াজাল ছিঁড়ে
তুমিই চণ্ডাল তুমি গঙ্গাতীরে নর্মদার তীরে।

৫. এই যে ক্ষুধার্ত দেহ হাড় মাংস মজ্জা মেদ ধাতু
এই যে গহন তীর্থ পীঠ পুঁথি রুদ্রাক্ষ ত্রিশূল
চোরা জলচক্রে স্থির চতুরতা আদিম দু'হাত
অকস্মাৎ জ্ব'লে ওঠে নিভে যেতে এই শৌর্য জয়
বলো যাজ্ঞবল্ক্য আরও মৈত্রেয়ীকে কাত্যায়নীকেও
কাকে ভালবাস? লেখো অমরুশতক
বৈদান্তিক হে সন্ন্যাসী ঃ কবিপুরুষের করপুটে
কায়কল্প কামেশ্বর শুধু প্রেম আনন্দশরীর
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে উঠে আসে ছুটে আসে হাওয়া
ভবিতব্য ক্ষুৎপিপাসা সর্প মূলাধার আর ভয়
উজ্জ্বলনীলমণি পুঁথি ষোলোটি শৃঙ্গারপূর্ণ পাতা
কবি, তুমি তুলে নাও রাশি রাশি রাত্রির পরাগ।

৬. সুন্দর বিম্বোষ্ঠ থেকে ঝ'রে যায় নীল মন্ত্রগুলি
অধরোষ্ঠ থেকে আহা ঝ'রে যায় আলোকিত স্তব

বাহু থেকে পীনোন্নত পয়োধর উরু জঙ্ঘা থেকে
অন্তর্গত দেহ থেকে বাহ্যান্ন পীঠের শক্তিলীলা
ঝ'রে যায় ক্রম কৌম বর্ণ বিভাজন বৈখরীতে
কবি লিখে রাখতে গিয়ে চৈতন্য হারায়
আরব সাগর থেকে বঙ্গোপসাগর জলাকার
এইসব গুপ্তকথা এই সব লুপ্তকথা অনুক্ত সংলাপ
আনন্দশক্তির স্থির যৌবন তরঙ্গনীল জল
চিৎ আনন্দ ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়ায় উজ্জ্বল
কবি দেখে গোমতীতে গোদাবরী নর্মদা নদীতে
সুন্দর বিম্বোষ্ঠ হাসে দুটি চোখে বিদ্যুৎ চমকায়।

৭. প্রেমের লিঙ্গ ও যোনি দিব্য দেহে মিলনের কথা
ঠাকুর বলেন ঃ তবে প্রাকৃতজনেরা ম'জে ওঠে
মৃণ্ময় পাত্রের মধ্যে পু'ড়ে যেতে জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে যেতে।
আর লোকোত্তর কবি? অনির্বচনীয় অন্ধকারে
অনুপ্রবেশের জন্যে স্বর্ণকমলের কর্ণিকাতে
রাখে অধিকারবীজ প্রতিচ্ছায়া প্রার্থনা পিপাসা
শরীর শরীর থেকে অক্লেশে বেরিয়ে এসে বলে ঃ
একটু দেরী হয়ে গেছে তা হোক নিকটে এসো তুমি
ভেঙেছি বল্মীক এসো হাত ধরো আমি দিব্যকবি
তোমাকে সাজাবো ব'লে এনেছি আগুন, পুড়বো ব'লে
এই নাও নিষিদ্ধ ছন্দ ওষ্ঠপুটে সুন্দরের স্বাদ
হিরণ্ময় পাত্র খোলো একবার অপাবৃত হও।

৮. ওই চারু মুখ শুধু দুঃখ দেয় বৃষ্টির ওপারে
অনঙ্গ সুখের মত কষ্ট দেয় কোমল প্রহার
স্পর্শাতীত চুম্বনের ঝলকে ঝলকে কাঁপে তারা
আর গর্ভগৃহে কাঁপে যন্ত্রণার জাগর প্রদীপ
এ কোন পীঠের মধে ব'সে কবি পশ্যন্তি ও পরা
লিখে নিতে চায় ঃ হায় রজকিনী তুমি
কামগন্ধহীন প্রেম ঢেলে দাও ঐশ্বর্য সকল
আশ্চর্য সমস্ত সিদ্ধি মধুপর্ক দেবভোগ্য সুরা
মায়াকুণ্ড পদ্মফুল আদিজল মুঠো মুঠো জল
ওই চারু মুখ থেকে স'রে যাক মোহিনী আড়াল

অনুগৃহীত করো আচৈতন্য, কবির সম্বল
শুধু শব্দ শুধু শব্দ শুধু শব্দ কোমল প্রহার।

৯. তাহলে উদ্ধার করো মন্ত্রোদ্ধার কিশোরী নায়িকা
প্রলয়পয়োধী জলে ধৃতবানসী শব্দগুলি
নিহিত সমস্ত জ্ঞান উদ্ভাসিত উন্মোচিত হোক
না হলে লিখবে না কবি ক্রান্তদর্শী কবি
শুধু চেয়ে থাকবে ওই চারুমুখে তাতল সৈকতে
অঘটনঘটনপটিয়সী দুটি জলে ভেজা চোখে
না হলে আঁকবেনা আর শ্লোকোত্তরা তোমাকে কখনো
কবির আর্তিতে আর কাঁপবে না ব্যথার যমুনা
কবির সন্তাপে আর ছড়াবে না সসাগরা জল
বিদগ্ধ মাধব আর বলবে না পদপল্লবের হাহাকার
তাহলে উদ্ধার করো হিরণ্ময় সেই পদ্মগুলি
ভাসমান আজও—আর দুটি ছোট হাত পেতে নাও।

১০. জন্ম যায় মৃত্যু যায় জন্মের মৃত্যুর তীরে আসো
কিশোরী নায়িকা তুমি স্মরগরলের অন্ধকারে
এবং দাঁড়াও মেঘপ্রভা নিয়ে কটাক্ষে উন্মাদ
প্রতি পদপাতে ঝরে গ্রহ তারা ভূলুণ্ঠিত নেভে
সমস্ত অক্ষরগুলি দুহাতে সাজাও স্মেরাননা।
শরীরে বল্মীক, দুটি ছোট হাতে ভাঙো, ধুয়ে দাও
স্থূল সূক্ষ্ম কারণেরও পরপারে এ শরীর নাও
ওই দুটি শাদা হাতে ওই দুটি রক্তপদ্ম হাতে
ওই স্নিগ্ধ পদপাতে বক্ষ ছাড়া পেতে দিতে নেই
কিছুই কবির আর ঃ তবু শব্দ শুধু শব্দ শুধু!
কালের অতীত পরিস্থিতি ছাড়া দেখাশোনা নেই।
হেসে হেসে ফুটে ওঠো নাভিমণ্ডলের ব্রহ্মনালে!

১১. তুমি সব ভুলে গেছো তার সব মনে আছে কবি
পর্দায় পর্দায় ঢাকা, তাই বলো, কেউ না তোমার
বহু স্মৃতি সংস্কার বহু চিহ্ন রক্তলিপ্ত জয়
লেগে আছে, তুমি পড়তে জানোনা বলেই মনে হয়
কেউ নয়, সে তোমার কেউ নয়, কেউ—

ছুঁয়ে দেখা হলোনা এবার এই ভবিতব্যটুকু
টলোমলো করপুটে ঝ'রে পড়বে ঠিক তারই হাতে
ছোট একটি জন্ম যাক আন্তর সন্ন্যাসে বনবাসে
সোনার পদ্মটি দেখবে কি অম্লান অপাপসুন্দর
সমস্ত বিন্দুতে জ্বলবে পরাগসম্ভব বিভাবরী
সর্বস্ব স্পর্শের মধ্যে সর্বস্ব ঃ বিস্মৃত মহাকাল
কা তে স্তুতি স্তব্যা পরা পরোক্তি—তুমি জানো।

১২. তুমি তো শব্দের জন্যে ব'সে আছ গঙ্গার কিনারে
সমস্ত শরীরে ছাই ধ্বজ দণ্ড ঈষ ও উষ্ণীষ
নদীরে স্রোতের মধ্যে উঠে আসে আনন্দ আগুন
এবং আঙ্গিকগুলি ঃ কথা বলো বৈখরীভূমিতে
কথা বলো অর্থহীন অর্থবান নাচিকেত কথা
প্রাকৃতজনের মর্ম পাথরের, তুমি কথা বলো
বহুদূর লোক থেকে শুষে নিতে সমস্ত সন্তাপ
জলমগ্ন ব্যাকুলতা দিয়ে ঢাকো আলিঙ্গশরীর
তোমার তো মুক্তি নেই বন্ধনও, তবুও ব'সে থাকো
আহীরপল্লীর সেই নদীতীরে যেন কতোকাল
দুটি জলসিক্ত চোখে বেঁচে উঠতে ম'রে যেতে আজও
রাজরাজেশ্বরী মঠে যে আসে সে আসে চলে যায়।

প্রাচীন পদাবলী—১

১. তুমি কেন চিঠি দিলে? আমি সেই কতোকাল আগে
প্রতিটি রোরুদ্যমান অক্ষরের ভেসে যাওয়া মুখ
ব্যাকুল দুহাতে ধ'রে সারারাত গন্ধেশ্বরী তীরে
তোমারই প্রতীক্ষা করে বেদনায় দাঁড়িয়ে থাকতাম

কেন চিঠি দিলে আজ? আর কি আমার সেই নদী
তেমনি রহস্যময়ী, সেই রাকা রজনীর স্নান
জ্যোৎস্না কি ভাসায় দেহ কৌমার্যে আতুর
আকাশ কি আজও নামে প্রান্তরের দীঘল বাসরে!

২. অধিকারহীন এই এঁকে রাখা শব্দমালা ঘিরে
আমাদের এ হৃদয় ঃ চ'লে যেতে যেতে বার বার
তাকাতে কেন যে ইচ্ছে কেন চোখ নিষেধ শোনেনা
কেন যে বিষণ্ণ মেঘ বিকেলের নদীকে কাঁদায়!

কোনো দাবী নেই? তবে কেন যেতে বলো? তবে কেন
এ নদীর তীরে এসে পুন্নাগ তরুর তলে অরুণ চরণে
ফাল্গুন নিশীথে এসে দাঁড়াবে বলেছ ব্যথাতুর
কেন অধিকারহীন আমাকে জাগিয়ে রাখে নীরব আকাশ।

৩. একদিন এই নদী এ পাহাড় অরণ্য প্রান্তর
চরণ-সম্পাতে, সখি, রোমাঞ্চিত ক'রে দাও এসে
বড় সাধ, একবার এসে বসো কর্ণিকার মূলে
ভ্রূ-বিলাসে আসে যেন বৃষ্টিধারা সমস্ত শিরায়

একদিন এ পৃথিবী অমরাবতীতে পরিণত
করো সখি, অনন্তের মন্দারের মালা
কতোদিন দুটি হাতে, যদি কণ্ঠে না নেবে, তোমার
শুচিস্মিতা পায়ে রেখে বসে থাকব পারিজাত বনে!

৪. আমাকে কি দেবে তুমি সুগন্ধ অস্তিত্বটুকু ছাড়া?
তুমি আছো এর চেয়ে বড়ো বেশি আনন্দ কোথায়?
যে কোনো ব্যথিত দিনে দাঁড়াবো তোমার কাছে—এই।
যে কোনো বিষণ্ণ রাতে দাঁড়াবো তোমার কাছে—এই।

আমি কাছে গেলে তুমি সেই স্নিগ্ধ বালিকার মতো
ছুটে এসে নিয়ে যাবে হাতে ধ'রে জীবনের পারে
যেখানে সমস্ত কান্না আমাদের পুষ্পিত প্রহারে
আনন্দ ও বেদনার সীমা ছেড়ে আশ্লেষে নিবিড়।

৫. একটি কবিতা লেখো একান্ত আমার জন্যে তুমি
যেমন এ নদী আর পাহাড় প্রান্তর লিখে রাখে
লিখে রাখে একা একা সন্ধ্যার বাসায় ফেরা পাখি
শুক্লা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না গন্ধেশ্বরী নদীর শরীরে।

একটি কবিতা লেখো যা আমাকে তোমার আত্মার
সুদূর নীলাভ স্রোতে ধীরে ধীরে ভাসাবে আকাশে
ব্যথা বেদনার পারে আনন্দের ওপারে, আমি আর
কোনোদিন বলবো না ঃ চিঠি কই চিঠি দিলেনা যে!

৬. এই যে তোমার জন্যে সারাদিন ঘরেই ফিরিনি
এই যে তোমার জন্যে সারারাত প্রান্তরে ছিলাম
ব্যাকুল বালক যেন, হে বালিকা, তুমি
দিনের রাতের শেষে একি বেশে এলে নতমুখী

তোমার কিশোরী মুখে আমার অশ্রুর ফোঁটা কাঁপে
তোমার কিশোরী হাতে আমার পবিত্র পারিজাত
তোমার পায়ের পাতা আমার এ রক্তাশোকে রাখো
মন্দারের মূলে রাখো চোখে দেখি পরম সুন্দর

৭. আমি যেই চলে যাই তোমার নিকটে দূর লোকে
এ শরীর ঢেকে দেয় জঙ্গলের রাশি রাশি পাতা
দাউ দাউ আগুন জ্বলে দাবানল আকাশে আকাশে
তুমি কেন ভয় পাও? ওতো নক্ষত্রের বন, মিতা।

আমরা সুদূরলোকে ভেসে যাই আলোর মতন
সারাদিন সারারাত বারোমাস সময়ের সীমা
মুছে যায়; তুমি বলো আমি শুনি আমি বলি তুমি
অন্যমনস্কের ছলে দেবলোকে দুঃখ ডেকে আনো।

৮. তোমার সজাগ চোখে ভেসে যায় আমার পিপাসা
সুন্দরের এই রূপ আমাকে বিহ্বল করে দিশেহারা করে
সংজ্ঞাহীন এই দেহ; তবু দেখি কপোলে তোমার
গড়িয়ে গড়িয়ে যায় সে পিপাসা পৃথিবী ভাসাতে

আমার কবিত্ব থাকলে ওচোখের ব্যাকুল ব্যঞ্জনা
স্বর্গকে নামিয়ে আনতো একটি মাটির পৃথিবীতে
দেবতার অমরত্ব তুচ্ছ করে সে সজল চোখে
আমার মৃত্যুতে ভেসে যেত এই মাটির পিপাসা।

৯. আমি কোনোদিনও গেছি তোমার শরীর ছুঁতে আলো?
সারারাত হিম এসে শুষে নেয় অস্থি মাংস রোজ
হাওয়া আসে নক্ষত্রের অরণ্যের দাহ্য পাতা নিয়ে
প্রতিরাত্রে চেয়ে তাকে শেয়ালের রক্তলাল চোখ

কোনোদিনও গেছি? তবু স্পর্শাতীত তুমি ছাড়া আর
কোনো কিছু পেতে? আমি সমস্ত আকাশময় দেখি
তোমার চোখের স্পর্শ তোমার চোখের স্পর্শ তোমার চোখের
বিদ্যুতে বিদ্যুতে বজ্রে বিকিরণে ব্যাকুল বৃষ্টিতে

১০. তুমি প্রত্যেকের দিকে ছুঁড়ে যাও সোনার মোহর
রাশি রাশি চিঠি লেখো দেখা করো বেশি করে হাসো
নিমন্ত্রণ করো রোজ পত্রে পুষ্পে পল্লবে পল্লবে
মায়াবী জ্যোৎস্নায় তুমি ভাসাও যে কোনো দেশ গ্রাম

তবু আমি দুঃসাহসে ওই হাত কেন যে ধরলাম
কেন যে ঘরে না ফিরে সারারাত পাহাড়তলীতে
তোমাকে ঝর্ণায় স্নান করালাম চিনিয়ে দিলাম গুপ্ত গুহা
আদিম এ পাহাড়ের আমারই যে কঙ্কাল ডিঙিয়ে

১১. যখন বালির নদী তীরে পোড়ো মন্দিরের চূড়ো
পাহাড়ের ছায়া এসে ঢেকে দেয় চাঁদ ডুবে যায়
লতাগুল্মে ভরে ওঠে এ হৃদয় স্বচ্ছ করতল
তোমার না দেখা মুখ তুলে ধরে ওষ্ঠের কিনারে

তুমি কেঁপে ওঠো; ভয়ে? জয়ে? রাত্রি প্রশ্নের মতন
পেঁচার চিৎকারে স্তব্ধ আরো নীচে নেমে যায় চাঁদ
ঝর্ণা আরো খরস্রোতা; তোমার মাটির সে-কলস
উপচে পড়ে উপচে পড়ে উত্তেজিত আকাশ ফাটিয়ে

১২. যাকে খুশি ভালবাসো শুধু নাও বিষণ্ণ কবির
একটি তামস রাত্রি বিষাক্ত পাতার এই বন
আদিম পাহাড়ী ঝর্ণা গুহাপথ মাটির কুটির
অজস্র অভ্রের কুচি বাদামী গ্রীবার এই ঘোড়া

যদি ঘর ভালবাস, সাজাও ঃ না হলে কোনোদিন
জয়দেব কেঁদুলি কিংবা সোনামুখী এলে
দেখা হবে ঃ যে বাউল মৃত্যুর নূপুর
দেখবে বেঁধেছে পায়ে—তুমি তারই মনের মানুষ

১৩. এখন কি লেখে কেউ, ভালবাসি? লেখে?
সখি তো প্রাচীন শব্দ, মন্দারের গাছ
পারিজাত কোথা পাবে? তবু কেউ যদি
এখনো সাজিয়ে রাখে তোমার উদ্দেশে!

এখন কি বলে কেউ ঃ আমি ভালবাসি
তুমি ভালবাস সখি। এই দুটি কথা
সবচেয়ে পুরনো যে! তবু দীন কবি
সযত্নে রেখেছে দেখ পাঁজরের তলে।

১৪. আজ সারাদিন মেঘ বৃষ্টি হাওয়া সারাদিন ঝড়
আর আমার দুটি হাতে তোমার পদ্মের মতো মুখ।
রাতে আরো বেশি বেগে নিম্নচাপ উদ্দামতা এনে
তোমার পদ্মের মুখ ছিঁড়ে নিতে যদি আসে, তবে?

কোথায় লুকিয়ে রাখি টলোমলো আনত আনন?
শরীরে? না, আমি তার অক্ষমতা জানি। রাত্রিবেলা
তুমি যা মানোনা সেই আত্মার গভীর অন্তরালে
করতলধৃত মুখপদ্ম রাখি নৈবেদ্যের মতো।

১৫. আমার কি বলা সাজে, এসো, আমি প্রতীক্ষায় আছি?
তোমার হৃদয় চেয়ে বসা সেকি শুচিস্মিত প্রার্থনা আমার?
স্মরগরলের জলে সংস্কার ভাসিয়ে দুজনে
কখনো কি বলা যায় গভীর গোপন কথা আর কানে কানে!

আমার অজ্ঞাত তবু ঝাপসা কালো যমুনার জলে
কেন যে এমন নিচু ঝুঁকে আসে তমালের ডাল
কেন পৌত্তলিক মন অমরাবতীর শ্লোকে শ্লোকে
তোমাকে শ্রীরাধা করে প্রিয়তমা স্বপ্ন মায়াজাল।

১৬. আমার নিজের মুখ দেখব ব'লে একদিন জলে
পদ্মের আননখানি নিজে হাতে ভাসিয়েছিলাম
সে ভুলের ফুলে ফুলে পুষ্পিত প্রহারে করতল
প্রসারিত করে আজ বসে আছি কাঁসাইয়ের তীরে

হাতে ধরা বিষপাত্র চোখে স্থির প্রবাহ তরল
দেবী বলয়ের মধ্যে ভেসে আসে অস্ফুট সুন্দর
দুটি ওষ্ঠ ভ্রূপল্লব সীমন্তে সিঁদুর রক্তটিপ
তোমার মুখশ্রী আসে ভেসে ভেসে এখন উজানে

১৭. এখানে তোমাকে নিয়ে প্রাচীন আদুল সরোবরে
স্নান করলে চোখ গোল তাকাবে গম্ভীর সব প্যাঁচা
প্রান্তরের পথ ধরে হেঁটে গেলে কথা বলবে বুনো মাথা ঝাউ
কয়েকটি চঞ্চল সিসু করতালি দিতে পারে চুম্বন সময়ে

ঘরে না ফেরার রাতে আদিম মাদলে দ্রিমি দ্রিমি
পাহাড়ের ডাকবাংলো জুরো জুরো সোজা সিঁথি পথ
বিষাক্ত পাতার বন ঝর্ণার ঝাঁপিয়ে পড়া ফেনা আর ফেনা
জলকণাগুলি মুক্তো বিন্দু হয়ে অলঙ্কৃত করবে দেবীমুখ

১৮. একবার এসো আমি জ্যোৎস্নাকে এখনো কোনোমতে
আকাশ উপুড় করা বৃষ্টিকে এখনো কোনোমতে
ব্যাকুল বিষণ্ণ দিন রাত্রিকে এখনো কোনোমতে
বুকে আগলে আছি এসো একবার অরুণ চরণে

স্পর্শে রোমাঞ্চিত করো এই নদী দৃষ্টির সম্পাতে
পুষ্পিত পুন্নাগ তরু কেঁপে যাক, কয়েকটি সংলাপ
মেঘমল্লারের রাগে উন্মাদ করুক রক্তাশোক
শুধু মাত্র একবার, তারপর ফিরে যেও নিজের বাড়িতে

১৯. সরু আলপথে যেতে হাত ধরতে ছুটে আসবে হাওয়া
তোমার সমস্ত মুখ চুলে ঢাকবে দিগন্ত সবুজ
অফুরন্ত আঁচলের স্পর্শ পাব অনিচ্ছা সত্ত্বেও
আমি যত দূরে থাকি তোমাকে পৌঁছোব ঠিক দেখো

কোথায়? সে ইচ্ছে। তুমি আমাকে বলোনি কোনোদিন
তোমার সংক্ষিপ্ত দ্রুত হস্তাক্ষর উদ্ধার কঠিন
সাংকেতিক মুক্তোমালা কঠিনতর যে কণ্ঠে নিতে
শরীর ছাড়িয়ে আছি ঃ সীমাহীন এই আমার জয়

২০. মৃত্যুকে প্রণাম করি ভালবাসতে পারিনা যে সখি
রবীন্দ্রনাথের মতো, আমি যে সহস্রবার ভীতু
তবু সেই ভক্তিলোভী কেন যে আমাকে স্তব্ধ করে!
তুমি সাবিত্রীর মতো আমাকে জীবনে ফেরাবে না?

বড় ভয় করে তাকে যত করে তত যে তোমার
দু'হাতে নির্ভার হতে ভালবাসি ছোট দুটি হাতে
দীঘল চোখের মধ্যে মিশে যেতে যে চোখে দেখেছ
মৃত্যুর সুন্দর রূপ, শুচিস্মিতা সাবিত্রী আমার।

২১. জানো সে কি অনায়াসে নিয়ে গেছে আমার পিতাকে?
আমার বন্ধুকে? আসে মাঝে মাঝে আমাকেও নিতে
আজ আবার নিয়ে যাবে বরাটদাকে! আমি কতো একা—
তোমাকে যে সোনামুখী বাউলমেলায় আনতে ইচ্ছে ছিল, মিতা

আমার যে ইচ্ছে ছিল ... আমার যে ... তোমাকে ... এখন
কাঁসাই নদীর তীরে হাওয়া আর হাওয়া আর হাওয়া
বিমূঢ় বিহ্বল কেন ব'সে থাকি, গন্ধেশ্বরী, জানো?
তুমিও জানো না, সখি? কেন এত একা বসে আছি?

২২. এই মৃতু-মুখরতা স্তব্ধবাক করে যে তোমার
বাচাল কবিকে তুমি এসময়ে একবার এসো
নীরবে আমাকে ছুঁয়ো, ও দুটি চোখের সুধা দিয়ে
অমৃতত্ব দান করো আমি পান করি পিপাসায়

আজকে জপের মন্ত্র জন্মান্তর জলে ভেসে যায়
সমস্ত বিশ্বাস ভাসে উদাসীন বাতাসে কেমন
তবু কার নিঃশ্বাসের স্পর্শে, যেন বিদ্যুৎ চমকায়
কার? সখি, মৃত্যুমুখী তোমার? প্রেমের?

২৩. আমি কি মৃত্যুর মুখে রেখে আসব আমার বিদায়?
এরকম রীতি নাকি? তুমি কি আমার হাত ধরে
তোমার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যাবে—? তাকি হয় বলো?
আমাদের পথরেখা আলাদা আলাদা ভাবে কোথায় হারায়!

কেউ তা জানিনা। তবু মাঝখানে আমাদের এই
ভাল লাগাটুকু থাকে পৃথিবীতে সুগন্ধের মতো
আমরা জন্মের শেষে আমরা মৃত্যুর শেষে একা
এরকমই রীতি, তাই বিদায় জানাতে যাই সীমানা ছাড়িয়ে।

২৪. কোনোদিন বলোনি যা আজ বলো আজ এই আকাশ
নিচু হয়ে নেমে এসে আমাদের বিহ্বল করেছে
সমস্ত চাঁপার কলি বুক থেকে বেদনার ধারা ঢেলে ঢেলে
মন্থর করেছে হাওয়া বিষণ্ণ ব্যাকুল উন্মুখর

দেখ থরো থরো কাঁপছে অন্ধকার বেদনার সমস্ত অতীত
তুমি বলবে ব'লে রাত্রি প্রান্তরের তুষারে হৃদয়
কেমন উপুড় করে ঢেলে দিচ্ছে আবহমানের অভিমান
আজ এমন কথা বলো যা কখনো উচ্চারণ করোনি কোথাও

২৫. এগুলি তো ব্যক্তিগত অতি ব্যক্তিগত কথা সখি
তবু কেন আজ রাতে পথে পথে ছড়িয়ে দিলাম!
ভাসিয়ে দিলাম জলে জীবনের শুকনো ছেঁড়া মালা!
জানি মৌন ছাড়া কিছু নেই তবু শুধালাম তোমাকে একবার।

এখনো তোমার কষ্ট
হেঁটে হেঁটে আসতে রাত বাইরে কোলাহল
ঘরে তীর্ণ অন্ধকার শীত শব্দগুলি জলে ভেজা
ব্যস্ত ও বিরক্ত দিন রাত্রি স্মরগরলের পদ
টাল সামলে ওঠে ত্রাণ বাজে মৌন বেদনা আকাশ
অনির্বচনীয় দুঃখে
এখনো তোমার কষ্ট হলো।

ভুলের ওপারে

ভুল হলো, জানি ভুলে ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
সমস্ত ভুলের বাইরে সমস্ত ভ্রান্তির পরপারে
নিহিত তাৎপর্য রয়ে যায়
নিগূঢ় ব্যঞ্জনা যেন ফুটে ওঠে গভীর গোপনে
নিবিড় শূন্যতা স্থির অচঞ্চল নীল হয় আকাশে আকাশে।

ভুল হলো, ভুলে মস্ত ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
এই কষ্ট অভিমান অপ্রেমের এমন অসুখ
এমন অশান্ত নীল অত্যাচার জীবনের অবিমৃশ্য দ্রোহ
বিদ্ধ হাহাকার ত্রাস সমস্ত ছাপিয়ে
জেগে উঠবে কিছু
আলোকিত উচ্চকিত নিরূপম গভীর সঙ্কেতে।

ভুল হলো, জানি ভুলে ক্ষতি হলো, তবু স্থির জানি
একটি গল্পের শেষে অন্য একটি গল্পের আভাস
একটি বিরহ মুচড়ে দুলে ওঠে
মিলনের মৃত্যুমুখী মালা
দুর্বোধ্য ললাটলিপি পাঠোদ্ধার হতে না হতেই
দ্বিতীয় জন্মের সম্ভাবনা
যেন একটি রূপকথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে
বৃদ্ধ বটের ব্যাঙ্গমা বলে যায়
তোমাকে আমাকে।

একদা মন্দিরে

রেবা, তুমি কি এমনি করে আস্তে আস্তে ছবি হয়ে যাচ্ছো
অজস্র দুঃখের রঙ আর রেখায়
ব্যথা আর বেদনার কারুকার্যে
আস্তে আস্তে স্পষ্ট আয়তন পাচ্ছে তোমার
গভীর চোখ ব্যথিত কপোল চিবুকের কাটা দাগ
বাঁ চোখের ব্যথা সহ রূপ পাচ্ছে তোমার বিগ্রহ
তুমি ধীরে ধীরে বন্দী হয়ে যাচ্ছো আমার কালিতে অক্ষরে
সেই কৈশোরের চোরকাঁটার মতো
জড়িয়ে যাচ্ছে তোমার আঁচলে শিশুরা
একটা সেলাই মেশিনের শব্দ অবিরল রক্তে রক্তে বেজে যায়
দুঃখের ফোঁড়ে ফোঁড়ে ব্যক্তিগত রিফু শিল্প
এমব্রয়ডারি
গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায় তোমার গোপন অশ্রু
মাটি থেকে নক্ষত্রের বনের দিকে
ইট সিমেন্টের কংক্রীট তোমার চতুর্দিকে
গোল হয়ে ঘুরতে ঘুরতে মাথা তুলেছে উর্ধ্বে
বাদলদা বলেছিলেন, তোমার মন্দির হবে একদা
আমার আকৈশোর ধ্যানের প্রতিমা, তুমি
একদা মন্দিরের জন্যে
শাদা পাথর হয়ে যাচ্ছো।

নির্বন্ধ

যতো ভাবছি চলে যাবো যত ভাবছি ফিরে যাবো ঘরে
ততো একটা তৃষ্ণা এসে সমুদ্রের মতো ভেঙে পড়ে
একটা মরুভূমি এসে গ্রাস করে শস্য জলকণা
যতো ভাবছি চলে যাব যতো ভাবছি এখানে আসব না
মন্দিরের ছায়া কাঁপে ধ্যানমূর্তি বুদ্ধ কাঁপে নাকি
শিল্পধ্যানে একা একা, আর কতোদিন আছে বাকি
কে জানে, দিবস যায়, রজনীও, নক্ষত্র বলয়
মাথার অসুখ হয়ে আমাকে উন্মাদ করে বলে ওঠে জয়

বিশ্বাসপ্রবণ হাওয়া চিরকাল এলোমেলো ক'রে
চলে গেছে এই মন দুঃখে বড়ো স্পর্শকাতরতা
আঘাতে ও অপমানে পুষ্পিত গোধূলি চরাচরে
তুমি কি এপথ ভুলে এলোচুলে সন্ধ্যা এনে দেবে?

৩৩. যেদিকে তাকাই নীল মুগ্ধতা সজল হয়ে আছে
আদিগন্ত জরো জরো গল্পে গাঁথা দিন আর রাত
কাহিনীবিহীন গল্প প্রাচীন পুঁথির মতো মান্ধাতা শহর
তোমার না দেখা মুখ দুলে ওঠে পূর্ণিমায় ঝাউয়ের বাগানে

তোমার না গাওয়া গান ভেসে যায় মন্থর বাতাসে
অনুক্ত সংলাপ ঝরে পথে পথে সেগুনের ফুলে
স্পর্শাতীত ভালবাসা কেঁপে ওঠে প্রার্থনার মতো
প্রেরণায় পরিত্রাণে পর্যাকুল পাষাণ সোপানে

৩৪. যে কোনো কবির দুঃখ তুমি তার সুন্দরের ক্ষমা
তাই রূপকথায় গল্পে আঁকা আছো কুঙ্কুমে চন্দনে
স্পর্শাতীত ছুঁয়ে থাকো তাকে যে উন্মাদ অভিমানে
ধর্মাধিক নষ্ট করো ভ্রষ্ট করো, ধ'রে থাকো হাত

আমাকে আমার মতো ব্যর্থকে দেখাও অপরূপ
স্মরগরলের রাত্রি জড়ানো চুলের অন্ধকার
অলৌকিক পদ্মপাতা কয়েক ফোঁটা লোকায়ত সুখ
স্বপ্নে বুকে শুয়ে থাকো আগুনের আসক্ত শয্যায়

৩৫. এই যে সমস্ত দিন দীর্ণ হল জীর্ণ হল রাত
তারই মধ্যে ফুল ফুটল রোদ্দুর জ্যোৎস্নায় ভালবেসে
পথে যেতে যেতে একলা দেখা হল তোমাকে সুন্দর
জন্মের মৃত্যুর ওষ্ঠ হেসে উঠল বৃষ্টির অন্বয়ে

এই যে সমস্ত মৌন দিনের রাতের কালো জলে
তাতেই গয়নার নৌকো তাতেই উন্মাদ দাঁড় পাল
টানা পোড়েনের তীর আবর্তের সমূহ সংসার
ছাপিয়ে তোমার মুখ জীবনের শুভ্র পিপাসার।

৩৬. আমার বন্ধুকে আমি বলেছি আমার সর্বনাশ
কৌতুকে হেসেছে আর ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকিরা এসে
আমার গার্হস্থ্য নিয়ে কোলাহলে হয়েছে উন্মাদ
আমি আশ্রমের পথ ছেড়ে যাই কলকাতার দিকে?

তনুসংহিতার তীব্র অনুশাসনের কাছে এই পরাজয়
টি টি শব্দে রটে যায়—আমার বন্ধুকে সুন্দরের
এ রূপ দেখাবো যেই অম্লান পদ্মের
পাথরের ফুলগুলি ভেসে যায় কাঁসাই নদীতে।

৩৭. তোমাকে দেখিনি ব'লে আশ্বিনও অশ্রুর ভারে নত
শিউলি ঝরে শাদা কাশ গোলকচাঁপার চোখে জল
ধূপের ধোঁয়ার মতো ভেঙে পড়ে ছড়ায় আমার দিন রাত
অভিমান বেজে ওঠে শব্দে শব্দে সমস্ত লেখায়

তোমাকে দেখিনি ব'লে নির্দ্বিধায় নির্বাক দৃষ্টিতে
পরাগসম্ভব জ্যোৎস্না চেয়ে থাকে সারারাত একা
আমার সমস্ত ঢেউয়ে আমার সমস্ত ব্যর্থতায়
হাওয়া আসে অন্ধকার সমুদ্রের সুদূরতা থেকে

৩৮. তোমাকে দূরত্বে রেখে ভেসে যায় স্তাবকতা, সখি
কিছুই করেনা স্পর্শ, তুমি প্রেম অপ্রেমের তীরে
সুদূর আকাশলোকে চেয়ে থাকো, আমি ঠিক জানি
তোমার যে নাম ধ'রে ডাকি তুমি তার বহুদূরে

তোমার দৃষ্টির স্পর্শে আলোকিত হতে ইচ্ছে ছিল
আমার ইচ্ছের মূল্য আমি জানি তবু তো প্রার্থনা
পদ্মের মতন ফোটে ঝরে যায় প্রাচীন দীঘিতে
কাঁপে জল পদ্মপাতা দিনের রাতের হু হু হাওয়া

৩৯. আমি তো সত্যের কাছে চিরকাল নতজানু, সখি
কখনো তোমাকে মায়া মিথ্যে ব'লে মরু বাউলের
কাছে দীক্ষা নিতে গেছি? ঐশ্বর্যে মাধুর্যে ভ'রে দিয়ে
এই যে রয়েছ দূরে অননুভবের পরপারে—

বলিনি সে কথা? কেন অভিমান দুঃখ কেন কাঁপে
আমার সমস্ত ঘাসে শিশিরে পদ্মের পাতা জুড়ে
কেন এ ধুলোর পথে বেদনার সোনা, কেন জল
মণিহীন দু'কোটরে জমে ওঠে, ভয় করে সখি?

৪০. অন্ধকারে কথা বলো আকাশে তারারা কেঁপে ওঠে
মাটিতে প্রান্তরে ঘাস রোমাঞ্চিত উজানের নদী
বৃষ্টি পড়ে সারারাত বৃষ্টি পড়ে এলোমেলো হাওয়া
অন্ধকারে কথা বলো আমার অত্যন্ত কাছে, দূরে!

তোমার কথার টুকরো ভেসে যায় কাঁসাইয়ের জলে
আমার কবিতা বাজে নৈঃশব্দের গান হয়ে দেখ
সমস্ত বেদনা ফোটে ফুল হয়ে রাত্রির বাগানে
অন্ধকারে কথা বলো তাই মুখ দেখিনি কখনো

৪১. তোমাকে বেসেছি ভালো এ সরল সত্য দেখ স্থির
দিনের রাতের মতো এ সহজ উচ্চারণে ঝরে
মর্ত্যের অজস্র শিউলি, জন্মের মৃত্যুর কালো জল
ভ্রূকুটি কুটিল নয়, আমি তীরে আনন্দে অধীর

তোমাকে বেসেছি ভালো এ সত্যে সম্পন্ন হয়ে উঠি
এর চেয়ে বেশি আর আমার বলার নেই তবু
একটি কথাই বলি ফিরে ফিরে এজন্মের তীরে
তোমাতে আমার মুক্তি আমার মোক্ষের স্বর্গ সব।

৪২. আমার সর্বস্ব যায়, তুমি কেন দেখেও দেখনা
এত বৃষ্টি কে চেয়েছে এত মেঘ এরকম হাওয়া
আমার সর্বস্ব ভাসে, এসময় কী কৌতুকে তুমি
সামান্য ঘাসের ফুলে তুলি দিয়ে কারুকার্য করো

আমার বেদনাহত অভিমান নির্বান্ধব একা
বিষণ্ণ বালক যেন, তোমার কি কষ্ট হয় না কোনো?
ঘরে না ফেরার রাতে তোমার বুকের ব্যাকুলতা
ঝরেনা বৃষ্টির মতো? নাকি ঝরে! আমি অন্ধ ঘুরি!

৪৩. আমি তো দেবতা নই আমি লোভে পাপে ও মৃত্যুতে
চিত্তের বৃত্তিতে ভাঙি সংস্কার প্রারব্ধ প্রাক্তন
আমি জন্মান্তর মানি কর্মফল ভালবাসা ঈশ্বর আমার
আমার দুচোখে ভেজে পৃথিবীর রক্তের বেদনা

তুমিও মানুষী ধর্মে দীক্ষা দাও যে তোমার কাছে
কেবল তোমাকে চায় শরীর ছাড়িয়ে বহু দূর
যদি আর্ত হাহাকার তোমাকে ভেজায় কোনোদিন
তাকে শুধু ভালবাসো ঃ তার মুক্তি ত্বরান্বিত করো

৪৪. কিছুই রাখিনি লিখে তাই আশ্বিনের শাদা কাশ
শরতের মতো শিউলি দুঃখের বিস্তীর্ণ শ্যামা ঘাস
সমস্ত ব্যাকুল মাঠে চাঁপার রোদ্দুর এত তারা
তাই এ প্রমত্ত গান অন্ধকারে দিগ্বিদিকে হারা

কিছুই রাখিনা লিখে তাই দেখা না হওয়া কাঁসাই
জলের প্রবাহে রাতে নিয়ে যায় আমি হেঁটে যাই
বহুদূরে অসম্ভব নদীর কিনারে এই যাওয়া
তোমাকে পেতেই শুধু, জানে পাখি জানে শুধু হাওয়া

৪৫. ক্লাসের জানালা গ'লে গুগুনিয়া কেন ঢুকে যায়
হাজার হাজার শুকনো লাল পাতা আনে ঘূর্ণি হাওয়া
মাদলের দ্রিমি দ্রিমি উৎসবের দুরন্ত দুপুর
লাইবিনিজের সব সহজাত ধারণা ওড়ায়

পাহাড়ে আগুন জ্বলে সারারাত বহুদূর থেকে
জবার মালার মতো চোখে পড়ে নীচে এক নদী
বালির চিতায় জ্বলে নেভে জ্বলে সারাটি জীবন
এসব জানো না তুমি, দেখাতে ভীষণ ইচ্ছে হয়

৪৬. এই পদাবলী ভাসে কাঁসাইয়ের জলে ভেসে যায়
তোমার উদ্দেশে, সখি, কতদূর যেতে পারে নদী?
সমুদ্র সঙ্গম তার সম্ভব হয়েছে কিনা কেউ
বলেনি আমাকে ঃ রাত্রি চিরকাল আমাকে শুধায়

আমি তাকে যেতে বলি যেখানে তোমার বিছানাতে
দলিত গোলোকচাঁপা অলক্তক এলোমেলো সুখ
নক্ষত্রখচিত ঃ সে কি কোনোদিন ছুঁয়েছে তোমাকে?
তুমিও কি সকৌতুকে লেখাও প্রমত্ত কবিদের!

৪৭. আমাকে যাবেনা নিয়ে বহু দূরে কোথায় কে জানে?
কথা দিয়েছিলে তুমি, আমার পাশপোর্ট হয়ে আছে
দেখাবে না তরঙ্গিত শূন্যতার সীমাহীন নীল
আদিম পিপাসা নিয়ে কতদূর যেতে পারে ভেঙেচুরে সীমা

তোমার ঐশ্বর্য থাকবে তোমারই অগাধ অফুরান
আমি কি সমস্ত নেবো? সমুদ্রের একটি অঞ্জলি—
যদিও অগস্ত্য তৃষ্ণা, কথা দিয়েছিলে, মনে করো
আমার শরীর জুলে অন্ধকার তাতল সৈকতে

৪৮. একে তুমি সামাজিক অনুশাসনের দণ্ড দিয়ে
ফিরিয়ে দিওনা সখি, চলো তবে তুষার গুহায়
চলো মরুতৃষ্ণা দেশে চলো আগুনের মধ্যে যাই
সবাই ফেরালে চলো রাত্রির আকাশে ভেসে ভেসে

আমি সহ্যশক্তিহীন হা সুন্দর, ওই মুখে আর
তাকাতে পারছিনা, কোন মুখে সখি, না দেখা মুখের
এত আকর্ষণ শক্তি! কে কাকে সর্বাঙ্গে শুষে নেবে
তার জন্যে চোখে চোখে বজ্রসুখে বিদ্যুৎ চমকায়

৪৯. তোমার কি ভয় করে? আমি কবি সুন্দর পিপাসু।
তোমার রূপের মধ্যে পুড়ে পুড়ে শাদা হলো হাড়
তোমার রসের মধ্যে ভেসে ভেসে এসেছি বিহ্বল
তোমার সজল গন্ধ চৈতন্যের প্রতি রোমকূপে

তোমার কি ভয় করে? আমি শুষে নিয়েছি তোমাকে।
তাই তুমি স্তব্ধবাক কথা বলতে ওষ্ঠ কেঁপে ওঠে
স্পর্শে কত বিদ্যুতের মুহুর্মুহু বজ্রসুখ মালা
আমি কবি। তাই তুমি আমার অমৃত বিষ জ্বালা।

৫০. সারাদিন সারারাত সমস্ত সংসার পিছু পিছু
তোমাকে বিহ্বল খুঁজি পরিত্রাণ নিবিড় আশ্রয়
তুমি কার সঙ্গে হেসে কথা বলো অত জোরে হাসো
ক্লান্ত মন খারাপ একা বাড়ি ফেরো একা শেষ ট্রেনে

বাঁকুড়ায় বৃষ্টি খুব বন্যা হব হব এইবার
প্রান্তরে প্রান্তরে ঘাস কী সতেজ সামাজিক বন
ক্রমশ হলুদ হয়ে আসা ধানে ফেলেছ নিঃশ্বাস
আমাকে দিয়েছ এনে অন্ধকার রুদ্রাক্ষের মালা

৫১. অনেক দেখেছ তবু সব হয়নি তাই দুঃসাহসে
এত কাছাকাছি আসি তুমি চোখ বন্ধ করো যতো
আমার ভীষণ রোখে জ্যোৎস্নার শিরা ও উপশিরা
ফিনকি দিয়ে শিস দেয় মন্দারের বনে

তোমার পড়েনা মনে? প্রান্তরের শেষে কোনো নদী
নদীর ভিতরে দেহ দেহের পিপাসা গাঢ় নীল
তোমার পড়েনা মনে? আমি কোনোদিন সেইখানে
তোমাকে করাইনি স্নান উন্মাদের চুম্বনে চুম্বনে!

৫২. আমার শরীর থেকে বিদ্যুতের চিক্কুর তোমাকে
বজ্রসংবেদনে ডাকে ঃ তুমি তবু ন হন্যতে বলো
আমার সমস্ত কাম অন্ধরাগে তোমার চাঁপায়
ফুটে ওঠে ঃ তুমি তাকে তুলে নাও পূজার বেদীতে

তোমাকে একতিল আমি নষ্ট করবোনা
আমার সমস্ত কাম তোমার দুচোখে শুষে নাও
প্রতিটি রোমের মধ্যে বেজে ওঠো নূপুরের মতো
ধর্মের অধিক ওষ্ঠে ভিজে যাক এই ভালবাসা

৫৩. এর কোনো মানে নেই, এমন নিষিদ্ধ চিঠি! লোকে
হাসবে, লোকে ব্যক্তিগত অতি ব্যক্তিগত
গল্পে বড় লোভাতুর। তোমার সাহস
দেখে ত্রাসে চেয়ে থাকে বাঁকুড়ার ঘোড়া

এর কোনো মানে নেই এরকম সহজ ভঙ্গীতে
তুমি ধান ক্ষেতে ক্ষেতে আলপথে এলে
বিষাক্ত পাতার সিক্ত সিঁথিপথে একা
তোমার সাহস দেখে আনন্দিত, এসো।

৫৪. কেবল তোমার কথা কেবল তোমার
আজ আর নদী নেই পাখি নেই ফুল
খিদে নেই ব্যথা নেই হাহাকার নেই
বন্যা খরা ভূমিকম্প ছাপিয়ে রয়েছে

কেবল তোমার ছায়া তোমার মায়ায়
ফুল ফোটে পাখি ডাকে ধান মাঠে মাঠে
হাতে হাত বসে থাকি দুচোখে তোমার
আমার ব্যর্থতা কাঁপে নিবিড় সজল

৫৫. একজন বাউল এসে নষ্ট ক'রে গিয়েছে আমাকে
তাই কত দুঃসাহসে ধর্মাধিক তোমাকে ধরেছি
ত্রাণ পেতে তাই জ্যোৎস্না লজ্জায় রক্তিম
হাওয়া হাহাকার হয়ে বারোমাস ফেটে যায় বুক

একজন বাউল এসে ছদ্মবেশে নষ্ট করে গেছে
ধর্মাধিক এ জীবন ঃ অভিশপ্ত বসুধরা নদী
প্রতিটি পাথর কাঁপে ত্রাণে কাঁপে মন্দিরের ছায়া
তোমাকে আশ্লেষে আমি চূর্ণ করি নিবিড় নিঃশ্বাসে

৫৬. মণ্ডপে মণ্ডপে ভিড় কোলাহল তুমি দূরে একা
তোমার পায়ের পাতা ভিজিয়ে জ্যোৎস্নার জল কাঁপে
তোমার চোখের পাতা ভিজিয়ে আমার ব্যথা কাঁপে
আমার সমস্ত কাশে শাদা মেঘে তোমার প্রকাশ

ভুবনে আনন্দধারা ঃ আমি কেন বিষণ্ণ বলো তো?
আজ তুমি কাছে থাকলে আরো বেশি মৌন হত নদী?
মুখর হাওয়ায় কাঁপত শেফালিকা! অত ভোরবেলা
দিগন্তের নীল ফেটে শাদা লাল গোলাপী হোত না।

৫৭. শারদীয় শস্যে ছেয়ে ফেলেছে তোমার সারা মাঠ
অজস্র মেঘের টুকরো বরফের মতো ভাসে তোমার আকাশে
আমাকে সমুদ্র তৃষ্ণা দিয়ে রেখে গেছ, ঢেউগুলি
আব্রহ্মাস্তম্ব ভাঙে চূর্ণ হয় তোমাকে না পেয়ে

তোমাকে না পেয়ে নদী চলে গেছে ভেসে গেছে মেঘ
ঝ'রে গেছে পাতা ফুল রেখে গেছে গন্ধটুকু শুধু
স্মৃতিহীন সত্তা ফেটে চৌচির নিষিদ্ধ কোজাগর
কয়েকটি অশ্রুর ফোঁটা বুকে নিতে কেঁপে ওঠে মাটি।

৫৮. তোমাকে শরীর ছাড়া পেতে পারি এত অনুভূতি
আমার কি আছে, সখি, তাই মূর্খ বিরহের গান
তাই ব্যর্থ মিলনের স্তব; তুমি ওপারে দাঁড়িয়ে
স্নিগ্ধ বেদনায় দেখছ ভালবাসছ আমাকে কেবল

তুমি স্পর্শ করো আমি স্পর্শ করি স্পর্শের পিপাসা
সিক্ত স্নায়ুশিরাময় আচৈতন্য যমুনার জলে
অন্তত একবার এসো ভালবাসো ওষ্ঠপুটে, সখি
তাতল সৈকতে ব্যগ্র পান করি প্রেমের অমৃত

৫৯. একবার দেখে আসব তোমার ঘুমন্ত মুখখানি
বকুল ফুলের মতো শুচিস্মিতা বিষণ্ণতা মাখা
একবার দেখে আসব স্বপ্নে গিয়ে তোমার মুখের
কিশোরী লাবণ্য স্নিগ্ধ পবিত্র সুদূর

একবার ছুঁয়ে আসব মনে মনে তোমাকে গোপনে
তুমি চমকে উঠে কাঁপবে, কোনোমতে চিনতে পারবে না
একবার ভালবাসবো একবার সমুদ্রসত্তায়
একবার দেখাবো কান্না তোমাকে কি দিতে পারে, সখি।

৬০. যদি কোনো অসতর্ক অমনস্ক মুহূর্তে হঠাৎ
কাছে যাই যদি ডাকি তুমি কি আমাকে
বসতে ব'লে সেরে নেবে অগোছালো কাজ?
অসম্পূর্ণ কবিতার পাতা থেকে উঠে আসবে না?

আমার যে ধৈর্য কম, অসহিষ্ণু, যদি তার ফলে
সময় না দিয়ে সব নষ্ট ক'রে বলি চলো চলো
তুমি কি, কোথায়? ব'লে চোখের আকাশে কোনো মেঘ
ভাসাবে নৌকোর মতো নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে যেতে?

৬১. চিঠি পেতে ভালো লাগে, তোমার সময় কম জানি
শুধু যদি মাঝে মাঝে দ্রুত ব্যস্ত কয়েকটি অক্ষরে
পাঠাও তোমার স্পর্শ পাঠাও তোমার শব্দ গন্ধ প্রিয়তমা
আমি মাতালের মতো টলোমলো বুঁদ হয়ে যাই

কে বলেছে ভালবাসতে? ভালবাসা অসম্ভব, শুধু
বন্ধুত্ব বন্ধুত্ব খেলা শুধু খেলি যদি ভালো লাগে
চিঠি লেখো স্পর্শ করো মুগ্ধ করো বলো এসো কবি
বলো এসো কাছে এসো একদিন কাছাকাছি হই

৬২. তুমি যদি বেশি জানো আমাকে তা শিখিয়ো দুহাতে
তোমার অজানা থাকলে আমি সব সযত্নে শেখাবো
আমাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে, মণিময় স্মৃতি
আমাদের আলো দেবে ভালবাসতে ভালবাসতে সখি।

এখনো অনেক আছে যত্ন করে রেখো অপেক্ষায়
সে মুহূর্ত এলে আর সময় পাবেনা অতর্কিত
চন্দন কাজল আর কুঙ্কুম সিন্দুর অলক্তক
চূর্ণ হয়ে ভেসে যাবে সে এলে নদীর নীল জলে

৬৩. তোমাকে দেখাতে খুব ইচ্ছে করে এদেশের বন
পাহাড় পার্বতী নদী বুনো গন্ধ মহুয়ার ফুল
বিষাক্ত পাতার লাল সিঁথি পথ আচ্ছন্ন মন্দির
দক্ষতা আকণ্ঠ তৃষ্ণা ওষ্ঠপুট প্রান্তরের দেশে

ইচ্ছে করে তুমি এলে ভালো লাগলো বালিকাব্যাকুল
ফিরে যেতে চাইলে না কষ্ট হলো ট্রেনে তুলে দিতে
কষ্ট হলো ক'টি দিন বিনিময়ে স্বর্ণমূল্যস্মৃতি
তোমাকে ভীষণ পেতে ইচ্ছে করে একবার এখানে

৬৪. একদিন তোমার সঙ্গে পেরোবো আদিম টিলা বন
ভীষণ পার্বতী নদী দুরূহ জটিল গূঢ় বাঁক
অন্ধকার ফেটে লাল পূর্বাচল একদিন দুজনে
একসঙ্গে দেখব বলে আস্তে আস্তে দমবন্ধ স্থির

একদিন দুজনে দেখব সব তৃষ্ণা সমস্ত পিপাসা
আকাশ উপুড় নীলে ছেয়ে আছে জন্ম মৃত্যু ছুঁয়ে
আমরা দুজনে যাব একদিন আমরা দুজনে
একদিন ভালবাসব এই দুঃখ দেখা না হওয়ার।

৬৫. কোনোদিন যাব নাকি! তুমিও কি কোনোদিন এসে
পরিচয় দেবে! যাক এই দুঃখ অমর্ত্য বেদনা
আমরা চিনিনা আজও পরস্পর ভালবাসা তবু
রচনা করেছে সেতু শুক্লা নবমীর জ্যোৎস্না দিয়ে

কোনোদিন দেখবো না ওই মুখে ব্যথার ভাষায়
আমার কবিতা ছিল তুমিও এ বিষণ্ণ আননে
তোমার কবিতা দেখে মুগ্ধ হয়ে উন্মাদ কবিকে
কোনোদিন ডাকবে না ঃ এসো কবি, একবার এসো

৬৬. তোমার গল্পের জন্যে সারাদিন পথে পথে গেছে
তোমার গল্পের জন্যে সারারাত প্রান্তরে কাটাই
কিছুই পারিনি পড়তে যা ভাষায় লিখেছো কাহিনী?
আমি তার নাম জানি শুধু নাম কিছুই বুঝিনা

আমার তো গল্প নেই শুধু পথ শুধু ঝরা পাতা
আমার কাহিনীহীন দুপুরে হাওয়ার ধুলো বালি
তুমি সব ভাষা জানো তাই লেখা হলোনা আমার
তুমি আকাশের নীলে চোখ রাখো তাতে লেখা আছে

৬৭. কোথায় এ জলস্রোত চাপা ছিল তুমি খুলে দিলে
ফোয়ারায় ভরে যায় আমার শরীর মন আজ
বহুদিন স্নান হয়নি বহুদিন খাওয়া হয়নি জানো
তাই ছেলেমানুষের মতো লাগছে চঞ্চল ব্যাকুল

তুমি আশা করি বুঝবে আমার চাপল্য ক্ষমা করো
বহুদিন দেখা হয়নি, চোখের তারায় লতা ঘাস
সরিয়ে সরিয়ে এসো একবার মুগ্ধ করো শুধু
তারপর ফিরে যেও ঃ কোনোদিন কিছুই লিখব না

৬৮. আজ শুক্লা নবমীর রজনী বিষণ্ণ জ্যোৎস্না কাঁপে
চোখের জলের মতো, যেন কার, তার কোনো স্মৃতি
আমার তো মনে নেই, আছে নাকি! কখন যে তাকে
কোথায় দেখেছি! জানো? তুমি জানো? দেখেছি তোমাকে?

শুক্লানবমীর জ্যোৎস্না, তুমি তার চোখ থেকে ভেসে
এতদূর এসে কাঁপছো! এসো এসো আমার তারায়
চোখের তারায় আমি তার স্পর্শে রোমাঞ্চিত হই
একবার ছুঁয়ে দেখি ভালবাসা নষ্ট পৃথিবীতে

৬৯. তোমার মতন এত স্পষ্ট ক'রে বলেনি আকাশ
এমন সহজ ক'রে কোনোদিন বলেনি মৃত্তিকা
এমন রোদন মৌন ব্যাকুলতা দেখিনি কখনো
বিপন্ন সুন্দর এত অনায়াসে আসেনি জীবনে

এত বেশি দিয়ে আমি কি করবো আমার ছোট বাড়ি
উপচে পড়ে ছোট নদী দুকূল প্লাবিত ছোট হাতে
করতল ভেসে যায় প্রার্থনা ও পূজা ভেসে যায়
এভাবে নিজেকে নিঃস্ব করে দিতে কাউকে দেখিনি

৭০. এই ভালবাসা পথে ধুলোতে মাড়িয়ে গেছে জানো
তাই দাগ প্রশ্নচিহ্ন পৃথিবীর কলঙ্করেখায়
তুমি মমতায় ছুঁলে তুমি শুশ্রূষায় ছুঁলে ব'লে
আনন্দে অশ্রুর ফোঁটা গাছের পাতার থেকে পড়ে

আমাকে নতুন করে লিখতে হয় ঃ প্রেম
আছে আজও প্রেম আছে এই পৃথিবীতে
তাই সত্তা এ অস্তিত্ব এত ঘাস অগণিত তারা
সমস্ত আঘাত ফোটে ফুল হয়ে তুমি ছুঁলে, এ হৃদয় ছুঁলে

৭১. সত্যকে চিনেছি বলে সামাজিক নির্বাণ নিলাম
তোমাকে স্বীকৃতি দিয়ে ঃ আজ শান্তি আনন্দ আমার।
স্পর্শাতীত তুমি এসো এই বার্তা টি টি শব্দে বাজে
শুক্লানবমীর রাত্রি সাক্ষী রইল দেখা হলে শোনো

জানাতে সঙ্কোচ নেই আমি মুগ্ধ মূঢ় কবি বলে
দীর্ঘ ভুলে ভুলে পথ আকীর্ণ করেছি তুমি নিজে
সমস্ত বিষাক্ত পাতা লতাগুল্ম সরিয়ে এসেছ
এনেছো আমার জন্যে একরাশ গন্ধরাজপাতা

৭২. আমার বিজয়া নাও ভোরের আকাশে পাঠালাম
তুমি ঘুম ভেঙে দেখো ডায়মণ্ড পার্কের নিচু নীলে
অথবা টাইগার হিলে সমুদ্রেও শুধু মনে কোরো
এই নীল শূন্য নয় বেদনার্ত, আমার বিজয়া

কাল শুক্লানবমীর রজনীতে সমস্ত প্রান্তর
কেন যে কেঁদেছে আমি কোনোমতে ভোলাতে পারিনি
আমার দুর্বল ভাষা স্পর্শকাতরতাময় ভীতু
ভোরের রোদনসিক্ত বিজয়া—তোমাকে জানালাম

৭৩. বিশ্বাস করিনা তুমি জলের দেওয়াল ভেঙে এলে
তবু সর্বসিক্ত শুধু অস্তিত্ব অমোঘ ভেসে যাই
স্পর্শাতীত আলিঙ্গনে চুম্বনে চুম্বনে অনাহত
সৃষ্টির সমস্ত শিল্প কারুকাজ করায়ত্ত হলো?

আনন্দে উন্মাদ ভাঙি দুঃখের পাথর অগ্নিশিলা
তোমার কৌতুকনীল হাসিটুকু ফোটে ওষ্ঠপুটে
সমর্পিত ফোয়ারায় স্নান করি বিদ্যুৎবাহিত
মৃত্যুকে সন্ত্রায় দলি কণ্ঠলগ্ন মল্লিকার মতো

৭৪. আমিও চেয়েছি এই শরীরের পরিত্রাণ, চেয়ে
তীর্থপরিক্রমা জপ দীক্ষাভার বহন করেছি
ঈশ্বরকে স্পর্শ করে ভেঙে ফেলতে চেয়েছি, সে তবু
কি কাতর অনুনয়ে আমার আত্মায় ঘিরে আছে

দেখ তুমি পারো কিনা এ আগুন যাতে না পোড়াতে
পারে আর এই ফুল না ভেজাতে পারে এই ধাতু
না পারে হাজার টুকরো ক'রে দিতে—আমি চেয়ে আছি
ন হন্যতে চিরকাল জন্মের মৃত্যুর ঢেউ ছুঁয়ে

৭৫. আগুনে করেছি স্নান তুমি করস্পর্শ দেবে বলে
এমন কাতর কেউ দেখেছো কি এমন দুর্বল?
এমন উন্মাদ মুক্ত-সংস্কার প্রাকৃত সন্ন্যাস!
তবে কেন এই শীত, আগামী বসন্ত চলে যায়!

কেন ঝ'রে যায় পাতা সব পাতা শাখাপ্রশাখায়
এমন আশ্চর্য রিক্ত যেন ফেটে যাবে বল্কলেরা
চঞ্চল শিকড়গুলি শুষে নেবে সমূহ সংসার
তুমি করস্পর্শ দেবে ঃ এ রহস্য জেনেছি আগুনে

৭৬. অথবা দেবেনা কিছু শুধু শুনবে গম্ভীর গর্জন
আকাশে প্লাবিত হাসবে আমি হবো মাটিতে উন্মাদ
ভেঙে লুটোপুটি হবো ফেনায় ফেনায় চূর্ণ হবো
তুষার কিরীটে তুমি হাসতে হাসতে ভাসাবে হিংস্রতা

দেখাও দেবে না? আমি তাকিয়ে তাকিয়ে অন্ধ হবো?
চোখের তারায় লতাগুল্ম ঝোপ ঝুরি ও শেকড়
চোখের তারায় সূর্য ছায়াপথ অজস্র পৃথিবী
চোখের তারায় তুমি সীমাহীন ব্যথিত আকাশ!

৭৭. এই লেখাগুলি শুধু তোমাকে আবর্ত ক'রে ব'লে
আবৃত্তিতে ক্লিষ্ট নয় তিলে তিলে নতুনত্ব তার
কৃতিত্ব তোমার, তুমি অনন্তের বয়সী বালিকা
কিশোরী কৌমার্যে স্নিগ্ধ পা রেখেছ আমার ভুবনে

আমি রূপমুগ্ধ কবি শক্তিহীন শারীরিক তাই
দেখার ব্যাকুল ইচ্ছে যেভাবে মানুষ দেখে আজও
যেভাবে মানুষ ছুঁয়ে জ্ব'লে যায় কখনো নেভেনা
জন্মের মৃত্যুর জলে অনির্বাণ ভেসে ভেসে আসে

৭৮. শুনেছি তোমাকে ছুঁলে ফুটে ওঠে রক্তাশোকগুলি
রহস্যের পর্দাগুলি দুলে উঠে উন্মোচিত হয়
সমস্ত দুঃখের উৎস সমস্ত সুখের অবসান
আনন্দ-বেদনা কাঁপে করজোড়ে মন্দিরের দ্বারে

শুনেছি তোমাকে পেলে যে আগুন জ্ব'লে উঠে তার
গভীর ভিতরে তাকে ছায়াচ্ছন্ন অমল প্রাসাদে
ডেকে নাও ঃ তারপর ধুলো বালি জগৎ সংসার
আমার ইচ্ছের ঘূর্ণি পথে পথে দুপুরের লু-তে

৭৯. পুজো শেষ। থেমে গেছে ঢাকের আওয়াজ। ফাঁকা বেদী
ছেঁড়া পাতা টুকরো ভাঁড় কাগজকুচির চিহ্ন ছাই
দুপুরের হাওয়া ওড়ে ক্লান্তির মধুর শীত-হাওয়া
তোমার কোলের উল গড়িয়ে গড়িয়ে আসে বিকেলের মাঠে

জানালা সম্বল আমি লিখে রাখি কাগজে কালিতে
তোমার নামের স্পর্শ তোমার নামের গন্ধ তোমার নামের
রূপরসশব্দ, তুমি যদি পড়ো কখনো কোথাও
চিঠি লেখো ঃ বহুদিন এরকম কবিতা পড়িনি . . .

৮০. আমার দুর্গতি দেখ সমস্ত আশ্রয় ছেড়ে আজ
বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছি পথে, যেন কেউ আসবে বলে
চিঠি লিখে জানিয়েছে, যেন তার ভেজা চুল থেকে
আমার সমস্ত তৃষ্ণা শুষে নেবে, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়া জল

অন্ধকার তরুতল দিগ্বিদিকহীন হিম হাওয়া—
বুকের তলায় নাম ভেসে যায় ঠিকানা সংসার
ফেরার সমস্ত পথ—বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছি পথে
তুমি তো লেখোনি কিছু? ঘুম ভাঙিয়ে শিউলি বলেছিল?

৮১. আমি তো প্রেমিক নই, কবিমাত্র, শিল্পভুক, তাই
রূপমুগ্ধ তৃষ্ণাতুর, সৈকতে সৈকতে জল ফেনা
তোমার পায়ের তলে তোমার শাড়ির প্রান্তে তোমার তোমার . . .
দেহ সংজ্ঞাহীন, আত্মা নীল বাষ্পময় ঘিরে ধরে

পাথরে পাথরে ফোটে স্তন জানু জঙ্ঘা বাহু নাভি
হাওয়ায় উড়ন্ত চুল দুটি চোখ চোখের আকাশে
বিদ্যুৎ বজ্রের স্পৃষ্ট পিপাসা, চৌচির হয়ে যাবে
এরকম ভালবাসা; শিল্পভুক ক্ষুধার্ত কবিকে কেউ ডাকে?

৮২. আমি যা দেখেছি এই শাদা চোখে, বৈষ্ণব কবিরা
তা যদি দেখতেন, তবে রবীন্দ্রনাথের
'সত্য করে কহ মোরে' জিজ্ঞাসা আসতনা
তবু দুটি উত্তোলিত পায়ের পাতা কি আঁকা হলো?

হলো না, যমুনা তীরে বেলা পড়ল তার কালো জলে
রক্ত ফেটে পড়া লাল মেঘে যারা লজ্জার উপমা
কবিতায় লিখে রাখল আমি কি তাদের দলে? বলো?
তাহলে নিষিদ্ধ সেতু বেয়ে আমরা এখানে আসতাম?

৮৩. শাস্ত্রজ্ঞানহীন নই, তোমাকে ব্যর্থতা দিয়ে কোনো
বৈষ্ণবপরাধ আনতে ইচ্ছে নেই, প্রসন্নতা ছাড়া
তোমাকে কি করে ভুলব এই বুকে আগুনের বুকে?
তুমি তো বিদ্ধক জানো তিল তণ্ডুলক জানো ভালো

শাস্ত্রে কি সমস্ত আছে? রাগানুগা ভক্তি ব্যভিচারী
সমস্ত সংহিতা জলে ভেসে যায় শাস্ত্র উড়ে যায়
সেও তুমি ভালো জানো তবু এই অনিঃশেষ মায়া
রেখেছ আমার পথে পর্বতপ্রমাণ ধূ ধূ বাধা

৮৪. আমার প্রেমের দাহ বুকে নিয়ে বালিতে ডুবেছে এই নদী
আমার প্রেমের দাহে পাথরের বুক ফেটে এই ঝর্ণা নামে
জঙ্গলে জ্ব'লেছে মালা আগুনের, প্রবাদের পাখি
তোমাকে কি শুনিয়েছে কোনোদিন ঘুমোনোর আগে?

এখানে অনেকদিন থাকা হলো, সংসারের ক্ষমা
জ্যোৎস্নায় দিয়েছে মুছে কলঙ্কের ক্ষতচিহ্নগুলি
কোথায় বেজেছে বাঁশি শুনেছ কি ঘুমোনোর আগে?
আমার প্রেমের দাহে পোড়ে দেখ মৃত্তিকার ঘোড়া

৮৫. আমার এ লেখা থেকে বুঝে নিও, দেখা কি কখনো
হবে! হলে কী যে বলব তারও কিছু ঠিক আছে নাকি
ইচ্ছে কি তোমারও ছিল এইভাবে শেষ হোক শুরু?
অন্ধকার সমুদ্রের হাওয়া আসে প্রশ্নের আকারে

আমার এ লেখা থেকে প'ড়ে নিও সারাদিন কতো
রোদ্দুর পুড়িয়ে গেছে সারারাত জলে ভেসে গেছে
তোমাকে ভোলার আগে যদি শুক্লানবমীর চাঁদ
আবার আবার আসে? তখনো এ লেখা তুমি পড়ো

৮৬. সমস্ত দিনের তাপ রাত্রি এসে শুষে নেয় তার
রহস্য জড়ানো ওষ্ঠে পাথরের স্নায়ুশিরা কাঁপে
ঠাণ্ডা হতে হতে বাইরে ভিতরে আগুন ধিকি ধিকি
সমস্ত দিনের তাপ দগ্ধ করে স্বপ্নে অগোচরে

তুমি তো বলবেনা, আমি সেরকম দুঃসাহসী নই
নিঃশব্দে নদীর জলে ঘুরে ঘুরে ভেসে যাবে সব
একজন বেয়ারা ঝাউ হোটেলের জানালার থেকে
লুকিয়ে দেখার বৃথা চেষ্টা ক'রে চঞ্চল হবেই

৮৭. ছুটির আলস্য জুড়ে তুমি কুয়াশার মতো ঘন
আমার টিলায় বনে গাছে পথে পাহাড়ী ঝর্ণায়
হোটেলের জানালায় অচেনা ফুলের গন্ধে রাতে
স্বপ্নে সমুদ্রের ঢেউয়ে সকল সৈকতে মুগ্ধ ফেনা

প্রতিটি শব্দের মধ্যে ছন্দে মাত্রাবোধে ব্যঞ্জনায়
তোমার কুয়াশা, আমি ভিজে উঠি ভিজে উঠি আর
ব্যথার বিমুগ্ধ নদী চেয়ে দেখি আলো অন্ধকার
তাকে কি রহস্যময়ী ক'রে তু'লে আমাকে ফেরায়

৮৮. এলেনা, এ দুঃখ থাক গন্ধরাজ পাতার আড়ালে
দেখিনি, এ দুঃখ থাক বিকেল বেলার কাশ বনে
দু-একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি মেঘ হয়ে ভাসে তো ভাসুক
কাটুক প্রত্যহ তাপে দিন মাস; আবার ছুটিতে

নদীতে পাহাড়ে বনে সমুদ্রে আলস্য দেখে নেবো
সবুজ সোনালী ধানে ধানে স্বপ্নে শস্যে দেখে নেবো
দৃষ্টিতে হাওয়ায় ভিজে হেঁটে যেতে যেতে দেখা অলৌকিক স্নান
তুমি কোনোমতে আর ফাঁকি দিতে আমাকে পারবেনা

৮৯. কাশের জঙ্গল থেকে শাদা মেঘ উড়ে এসে বসে
তোমাকে আড়াল করতে, আমি দুঃখ পেলে ভেঙে যায়
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভাসে স্বপ্নের শস্য ও শেফালিকা—
এসবই বানানো, তবু যদি পড়ো তুমি যদি পড়ো

নিষিদ্ধ সেতুতে শাদা বরফ জমেছে সারারাত
প্রাচীন পাইন পাতা বেয়ে গলে সকালের আলো
তোমাকে ঘুমোতে দিতে তারাদের সমস্ত জানালা
বন্ধ ক'রে হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়েছে পদাবলী

৯০. তোমাকে যে বলতে চাই অন্ধকারে লণ্ঠন নিভিয়ে
জ্যোৎস্নার মায়াবী স্পর্শ যখন শরীর থেকে ছেনে
বিছানায় রেখে যাবে যখন শরীর থেকে হাওয়া
সিক্ত পিপাসার গন্ধে ভ'রে দেবে আগুনের ফুল

তোমাকে যে বলতে চাই অন্ধকারে লণ্ঠন নিভিয়ে
ভুল নয়, ভুল নয় ভুল নয় ঃ তুমি এলোচুল
খুলে দেবে চরাচরে দমবন্ধ আমি ফেটে যাই
ভোরের আকাশময় গাঢ় লাল ধীরে ধীরে শাদা

৯১. কোনো শব্দে বাজেনা যে যেভাবে বাজাতে চাই তুমি
সহস্র শ্লোকে ও স্তোকে বলা হয়না সে কথা তোমাকে
পারেনি তরুণ কবি পারেনি পুরুষবন্ধু তোমার প্রেমিক
আমি পারব? ঝর্ণাজল, আমি পারব এত শুষে নিতে?

তাহলে চুম্বন দাও সন্দংশ আঙ্গর চুম্বিতক
পরিঘৃষ্টকের ভাষা পার্শ্বতো দষ্টের সুর দাও
নিমিতকে স্ফুরিতকে রাগান্ধ উন্মাদ করো আমি
ফেটে অগ্নিলাভা হই তোমার ধমনীতন্তু ছিঁড়ে

৯২. আশ্চর্য! বোঝোনা তুমি, নাকি বোঝো? কি জানি কেন যে
রহস্যে আবৃত করো আমার সহজ পথরেখা
প্রতিটি বেদনামুগ্ধ শব্দ দাও হাতে তুলে নিজে
তবু বলো, কে লেখায়, কাকে আরো ভালবাসলে কবি?

কাকে আমি ভালবাসব যে আমাকে বহু দূরে ডাকে?
যে আমাকে হাতে ধরে নিয়ে যায় তুষার কিরীটে?
যে আমাকে স্বপ্ন থেকে স্বপ্নে যেতে যেতে বলে, এসো
জন্ম মৃত্যু পার হয়ে আনন্দবেদনা সুখ দুঃখ ভেঙে এসো?

৯৩. তোমাকে উদ্দেশ্য করে ভাসাই পাতার ভেলা জলে
আমি জানি পৌঁছে দেবে একদিন গন্ধেশ্বরী নদী
তুমি তো আমার ভাষা বোঝো, জানি ভালবাসো, শুধু
মুগ্ধতার ছলে লেখো ঃ কাকে তুমি ভালবাসলে কবি?

তোমার উদ্দেশে ঝরে শীত ঝরে বসন্ত আমার
কোনোদিন এলে পায়ে পথে বাজবে নূপুরের মতো
আমি তো চিনিনা হয়তো আমাকেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা
ক'রে ডাকবে ঃ রবি গঙ্গোপাধ্যায় কোথায়?

৯৪. সত্যি কি লজ্জায় যাইনি? তাছাড়া কি। তুমি ঠিক বোঝো
আমার সমস্ত পাশ ছিঁড়ে ফেলো মুক্তসংস্কার করো সখি,
আমি যাব, আমি যাব, যাব বলে নিয়েছি সন্ন্যাস
ফেলেছি গার্হস্থ্য লতাতন্তুজাল কবে দূর সুদূর অতীতে

সম্মুখে দাঁড়াতে লজ্জা কেন বলো দেখি? যদি তুমি
লোভী বলো; রক্তে স্নায়ুশিরায় মুখের মধ্যে লোভ
তোমাকে লুকোনো যায়? তাই ভয় তাই শঙ্কা দ্বিধা
ওই দুটি হাতে নিজে খুলে দাও আমার সমস্ত গূঢ় পাশ

৯৫. 'তুমি প্রত্যেকের দিকে ছুঁড়ে দাও সোনার মোহর'
শুনে এত রাগ! আছে তোমার কলস ভর্তি, জানি
আমি পাব সব, তবু ওদের লিখোনা তুমি আর
ওদের বোলোনা তুমি যেয়ো নাকো ওইসব যুবকের সাথে

তোমার হৃদয়ে যদি ঘাস হয়ে আসে আমি আর
কী ক'রে কবিতা লিখব কী ক'রে কবিতা
কী ক'রে ও দুটি হাতে তুলে দিতে দিতে, ভেসে যাবো,
আমার জাগরদীপখানি আমার বরণমালাখানি

৯৬. একদা পুকুর ছিল চিতল পাবদা রুই ছিল
সবুজ সোনালী ধানে ধানে উপচে পড়া জমিজমা
আম জাম কাঁঠাল ছাড়া জামরুল চালতা কামরাঙা
সরু শীর্ণ আলপথ জোনাকির ঝাঁক লক্ষ্মী পেঁচা

তোমাকে কোথায় আজ নিয়ে যাব? শুধু এক নদী
বালির চিতায় শুয়ে শুধু এক ব্যথার পাহাড়
ছায়াতলে ভাঙা গ্রাম মাদল বাজেনা দ্রিমি দ্রিমি
সাঁওতাল পরবে এলে ঘন রাতে নাচ দেখতে যাব

৯৭. আজ খুব মন খরাপ আজ কিছু ভালো লাগছে না
শুধু ভালবাসা নেবো পৃথিবীর? অপমান ঘৃণা
কেন যে বেদনা দেয় দুঃখে কেঁপে ওঠে করতল
তুমি বলো একি ঠিক? নেবো না আগ্নেয় হলাহল?

নেবো সব দুঃখ ব্যথা ভুল তীব্র অপমান ঘৃণা
এ নষ্ট পৃথিবী দেবে আরো যা যা রক্তাক্ত কঠিন
শুধু যদি তুমি থাকো শুশ্রুষার মতো এ জীবনে
শুধু যদি তুমি দাও প্রসারিত হাতে ভালবাসা

৯৮. তুমি কোনোদিন ভুল বোঝোনা আমাকে কোনোদিন
আমার দুর্বল দুঃস্থ মুহূর্তগুলিকে ক্ষমা কোরো
বিক্ষিপ্ত অশান্ত চিত্ত ঝড়ের পাখির মতো যদি
ঠিকানা হারায় তুমি শুশ্রুষায় দেবে না আশ্রয়?

আজ বড়ো ক্লান্ত সখি, কী করে তোমার কাছে যাই
তুমি মনে মনে এসো ভালবাসা-বিধ্বস্ত আমার
পথে তরুতলে এসো মাথা রাখি জানুতে তোমার
ঢেকে দিক আমাদের রাশি রাশি হলুদ পাতারা

৯৯. বহুদিন জেগে আছি আজ বড় ঘুম পায় সখি,
তুমি কোজাগর করো চেয়ে থাকো দুচোখের নীলে
আমাকে প্লাবিত ক'রে আমি স্বপ্নে ভেসে ভেসে যাই
সমস্ত জীবন ধ'রে খুঁজে ফেরা প্রেমের গভীরে

তুমি জাগায়োনা আর ঘুমোবার এই ক্লান্ত বেলা
নীরব চরণপাতে শুধু এসো দুচোখের জলে
সিক্ত করো এ হৃদয় স্পর্শ করো ঈশ্বরী আমার
স্বপ্নের ভুবনে দুটি হাতে ধ'রে নিয়ে চলো চলো

১০০. আমাকে ফিরিয়ে দাও স্বপ্নের কিশোরী সেই নদী
পায়ের নূপুর তার মুগ্ধবেদনার এলোচুল
ফুলের মতন ভুল বিরোধাভাসের মতো এতদিন
তোমার চন্দনগন্ধ-নিঃশ্বাসের বিশ্বাস আমাকে

দাও সখি, সেই জল তোমার কলস থেকে ঢেলে
রক্তক্ষতব্রত থেকে নিয়ে চলো বাগানে তোমার
পারিজাত মূলে আমি শুয়ে থাকি ঘুমোই তোমাকে
আঙুলে জড়িয়ে দেখি স্বপ্ন ঃ প্রেম ছাড়া কিছু নেই

১০১. তুমি এলে এ জীবনে অশ্রুময়ী শুশ্রুষার মতো
আহীরপল্লীর জ্যোৎস্না চরাচর প্লাবিত করেছে
মাধুর্যমণ্ডিত ক্ষয়-ক্ষতচিহ্ন তাতল সৈকত
তুমি এলে পূর্ণিমার সমুজ্জ্বল সমুদ্রের মতো

ধুয়েছো এ বুক ছোট দুটি হাতে বেদনা-আহত
মুছেছো কলঙ্ক রেখা ব্যর্থতা সমস্ত অপমান
আমার পূর্ণতা তুমি পুরস্কার সম্পন্ন সম্মান
তুমি এলে তুমি এলে কী নিঃশব্দে বিনম্র আনত

১০২. হয়তো এভাবে বলা হতো না তুমি না এলে সখি
অনন্ত দুঃখের শেষে দুঃখ আছে ব্যর্থতারও পারে
সাফল্যের ব্যথা আছে, সেই দুঃখ ব্যথার ব্যঞ্জনা
হয়তো এভাবে বেজে উঠত না তুমি এসে না দাঁড়ালে আজ

অথচ কী নিয়ে এলে সীমাহীন এ আকাশ ছাড়া
আমার নিঃসঙ্গ নীল জানালার ব্যাকুল সুগন্ধটুকু ছাড়া
বিকেলের পথে পথে ছড়ানো হলুদ পাতা ছাড়া
কী যে নিয়ে এলে তুমি তার নাম তার নাম বলো

১০৩. সত্তার শিকড় থেকে শাখায় পুষ্পিত ব্যথা কাঁপে
গোপনে থাকেনা গন্ধ হৃদয়-চৌচির-চরাচর
আমি পাশমুক্ত শিব তুমি উন্মোচিত করো বলে
তোমার উদ্যত পায়ে হৃদয়ের নূপুর পরাবো

স্পর্শাতীত ওই পায়ে যদি আসো কখনো শরীরে
পদপল্লবের ছন্দে আমি লিখব নতুন কবিতা
তুমি শুনবে ভ্রূবিলাসে আমার আকাশ নীল ক'রে
সেদিন আনন্দ-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেব এই দেহ

১০৪. যে কথা বলেছি, থাকতে পারিনি, হৃদয় নিংড়ে, দেখ
র'টে গেছে ঘাসে ঘাসে পত্রে ও পল্লবে ফুলে ফুলে
লজ্জায় আনত ক্লান্ত পূর্বাচল তোমার আঁচল, আমাকে কি
ভ্রূপল্লবে ভর্ৎসনায় ভ'রে দেবে ওদের উৎসবে?

চেপে রাখতে পারিনি যে ব্যাকুলতা ছিঁড়েছে বল্কল
ভূর্জপত্র ভ'রে উঠে শ্লোকে শ্লোকে হৃদয় প্লাবিত
বৃষ্টির পৃথিবী যেন সিক্ত জরো জরো কাছে-দূরে
কোথায় রয়েছো বলো বলো বলো আর যে পারছি না

১০৫. তোমাকে নেবোনা ঘরে তোমাকে দেবোনা কোনো ঘর
সমস্ত সকাল থেকে সমস্ত দুপুর থেকে আমি পথে পথে
রচনা করেছি ছন্দ ধুলোর বালির ঝরা পাতার ব্যঞ্জনা
শুধু আমরা যাব বলে শুধু আমরা চ'লে যাব বলে

বিশ্বাসপ্রবণ বৃষ্টি নিরঞ্জন জল মৃদু পক্ষপাতী হাওয়া
পৌত্তলিক পাখি টাখি তোমাকে জানাবে অভ্যর্থনা
তোমাকে জানেনা ওরা তোমার শরীর জানে তাই দুটি হাতে
পার করব এই পথ ঃ তারপর তুমি নেবে এ সত্তার ভার

১০৬. ঈর্ষাপরায়ণ পেঁচা দিনের কোটর থেকে সন্ধ্যার বাগানে
এসে ডাকে থেকে থেকে যেন নিন্দা রটাবার ছলে
ওকি পত্রিকার পাতা উল্টে তবে কবিতা পড়েছে
তোমাকে বেসেছি ভালো এ বার্তা পৌঁছেছে তার কানে!

আমি সত্যকাম আমি জানিনা তোমার নাম দেখিনি তোমাকে
কয়েকটি অক্ষর কটি বর্ণমালা সুদূর চৈতন্যে ওতপ্রোত
গার্হস্থ্য সন্ন্যাস ভেঙে মূর্চ্ছাতুর হৃদয়ে আমার
তোমার সুগন্ধে সত্যে পূর্ণ হই মুগ্ধ সম্মানিত

১০৭. তোমার বাড়িতে যাব একদিন বিষণ্ণ সন্ধ্যায়
তুমি কবিতায় ব্যস্ত অথবা রান্নায় কিংবা গানে
দেখা হবে দরোজায় চোখে চোখ কে কথা প্রথমে
বলবো পাবো না খুঁজে কী কথা এখনো কেউ জানে

কয়েকটি মুহূর্ত মুগ্ধ আবেশে মন্থর থরো থরো
আমার পা যদি টলে জরো জরো তুমি হাতে ধরে
নিয়ে যাবে মমতায় ঃ যদি সংজ্ঞাহারা এই দেহ
তোমার শয্যায় রাখো তোমাকে কি বলবে ওরা জানো?

১০৮. তোমার সম্মুখে যদি কথা বলতে না পারি সেদিন
কেবল তাকিয়ে থাকবো তোমার সজল দুটি চোখে
তুমি নির্নিমেষ থেকো আমি ভ্রূপল্লব নামাবো না
নিষ্পলক মৌন এই আনন্দ সুগন্ধে ছেয়ে দেবে

আমাদের অনাশ্রিত অসহায় অধীর হৃদয়
পৃথিবী প্রবেশ করবে অগ্নিযুদ্ধে রাত্রির মন্দিরে
তোমার সম্মুখে গেলে অনুশাসনের শর্তগুলি
ঈশ্বর নিজের হাতে কেটে কেটে আমাদের বিগ্রহ করবেন

১০৯. এখন তোমার দিকে এই মুখ, আর কিছু নেই
সম্মুখে কেবল তুমি ব্যস্ততম, বিরক্ত করি কি?
জানিনা, বলোনা কিছু লেখোনা কিছুই, লজ্জা ভয়
অনাশ্রিত এ হৃদয় বন্ধুর দুচোখে চেয়ে আছে

তোমার চুলের মতো এলোমেলো অশান্ত এ মন
যদি দুটি হাতে বেঁধে দিতে আজ তাহলে এ ভার
মনোভার লঘু হতো, যদি দেখা হতো একবার
সমস্ত দ্বিধার ডানা স্বপ্নে শিহরিত হতো ব'লে

১১০. তোমার কি ভয় করে? ভালবাসা ভীষণ কষ্টের
হয়তো অনেক ক্ষয়ক্ষতি সে করেছে, তবু দেখ
তুমি ফিরিয়ো না, মুখ, সে এসে দাঁড়িয়ে অবনত
একবার পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে একবার তাকে ডাকো আরো

অনেক গিয়েছে তবু যা আছে তা সামান্য পৃথিবী
উপচে প'ড়ে খুশী হাতে বিলোবে শস্য ও শ্রমে তাই
প্রত্যহ সকাল কাঁপে করজোড়ে, সন্ধ্যা ঝরো ঝরো
তোমার দুয়ারে, আমি তোমাকে দিয়েছি চিত্ত মন

১১১. আজ ছুটি, আজ হয়তো দুপুরে পৌঁছবে চিঠিখানি
ব্যস্ততম হাতে, প'ড়ে হাসবে কিনা জানিনা, কেন যে
আবার কিশোর বেলা ফিরে এসে এভাবে কাঁদায়
কেন ন হন্যতে প্রেম আঘাতে আঘাতে ঝলসে ওঠে

ফিরিয়ে নিয়ো না মুখ কোনোদিন যাবনা সাক্ষাতে
আকাশে তাকিয়ে দেখব তুমি চেয়ে আছ সারা নীলে
ফুলের সুগন্ধে আমি স্পর্শাতীত আলিঙ্গনে দেখো
পৃথিবীর দুঃখ ভুলে তোমারই আশ্রয়ে চলে যাই

১১২. দেখ এসে কী করেছ ভেঙেছো বানানো সব সেতু
তোমার চাঁদের জন্যে সম্পর্কের কি অশান্ত ঢেউ
কী উন্মাদ দিশেহারা ঝাউয়ের জঙ্গল বালিয়াড়ি
সকল সৈকতময় আদিমতা চাপা রাগ মেঘে

তোমার হাসির মতো ভেঙে যায় শব্দ সব কবিতার থেকে
ছন্দ ভাঙে ধ্বনি ভাঙে ব্যঞ্জনাবিহীন যেন তুমি
কৌতুকে তাকিয়ে দেখছ পৃথিবীর প্রমত্ত কবিকে
তার স্পর্ধা তার ক্রোধ তার অধিকারহীন সীমা

১১৩. ছাড়িয়ে গিয়েছি ভেবে উদাসীন তোমাকে লিখিনি
অথচ তা কতোখানি জড়িয়ে দিয়েছে দেখে আজ
অবাক, পারিনা নিজে হাতে ভেঙে দিতে এই সেতু
যেহেতু এসেছ তুমি মাঝখানে আমার নিকটে

তাহলে এ টলোমলো অশ্রুকে লালন করো এসো
চোখের আকাশ হাসে তোমার আমার একাকার
শুধু নীলে গাঢ় নীলে যখন রাতের অন্ধকার
পৃথিবীকে ঢেকে দেবে আমরা জ্বালাব সব তারা

১১৪. দুজনের দেখা হয় এরকমই কাছে না গিয়েও
দুজনের কথা হয় এরকমই না বলা বাণীতে
অঙ্গবিহীন হয় আলিঙ্গন হৃদয়ে হৃদয়ে
অনেক গভীর রাতে নেমে আসে মাটিতে আকাশ

সকালে সকলে দেখে শিশিরের তারা ঘাসে ঘাসে
ফুলে ফুলে মিলনের সুগন্ধ-সকাল ভেজা হাওয়া
চূর্ণ ফাগ পূর্বাচলে লজ্জারুণ কিশোরী কাঁসাই
তোমাকে এসব আমি দেখাবো না? তুমিও আমাকে?

১১৫. বাউল কি ঘরে ফেরে সে কখনো তাকায় পেছনে?
তোমার পথের ধুলো তীর্থ তার স্বর্গ তার সর্বস্ব যে তার
মনের মানুষ তুমি বড়ো বেশি কাছে থাকো বড়ো বেশি দূরে
কখনো হলো না দেখা ঃ রাতের আকাশ মুচড়ে বাজে

তুমি তাকে কবি বলো। হাসি পায়। সে তোমারই কবি
একান্ত তোমারই, অতি ব্যক্তিগত, তাই দুটি করতল পেতে
নিয়েছে সম্মান তাই স্খলিতচরিত্র এ কবিকে
নিজগুণে ক্ষমা কোরো ঃ সেই তার অমরত্ব জয়।

১১৬. আজ বুঝি ছুটি ছিল আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা
জ্যোৎস্নায় জ্যোৎস্নায় সব ভেসে যায়, তোমার ওখানে
জ্যোৎস্না কি উজ্জ্বল একটু, তুমি আলপনা দিচ্ছ ব'সে
কখন আমার সেই দুপুরের চিঠি পড়বে, সবাই ঘুমোলে?

আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, তুমি ভাবছো তোমার কবিকে
উদাসীন দুটি চোখে সজলতা ছায়া আর মায়া
হাওয়ায় সুগন্ধ দিয়ে মনে মনে ভাসাচ্ছো গোপনে
আমি যে তোমার স্পর্শ পাচ্ছি সখি, উন্মুখ হৃদয়ে

১১৭. পাগলের মতো বকছি কতো যে রয়েছে কথা বুকে
আর কি দু'হাতে চেপে রাখা যায় ফেটে গেছে শাখা
ফুলে ফুলে যেন গন্ধব্যাকুল কুঁড়িতে হাহাকারে
সবাই অবাক ঃ আমি প্রমত্ত, মার্জনা করো তুমি

কাউকে বোলোনা, শুধু একান্ত তোমার কথা সব
সমস্ত তোমার কথা প্রতিটি চন্দনবর্ণমালা
প্রসন্ন ব্যাকুল শুভ্র পারিজাত সাক্ষী এই কোজাগরী রাত
আমার অশ্রুর ফোঁটা ভালবাসা তোমার কবির

১১৮. এই লেখাগুলি আর ছাপাবো না, শোনাবো তোমাকে
কখনও, না হলে পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাঁসাইয়ের জলে
দু'হাতে ভাসিয়ে দেব ওড়াব ঝড়ের মুখে কোনো
তুমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না নির্বোধ অসাড় কোলাহলে

এগুলি আমার ধ্যান জপমন্ত্র অন্বেষণ তুমি
ব্যর্থতা ও সফলতা মাড়ানো ঔদাস্য ছলোছলো
অধিকারহীন হাতে তুলে আর দেবোনা কখনো
কখনো এমন ক'রে এই ভালবাসা আর পথে ছড়াবো না

১১৯. ঘুম ভেঙে যেতে দেখি কেউ নেই কিছু নেই শুধু
স্বপ্নের সুগন্ধ আছে সারা ঘরে ভোরের আকাশে
অনুক্ত সংলাপগুলি ঘাসে ঘাসে মুক্তোর মতন
তুমি কেন চলে গেলে রেখে এই ব্যথিত সকাল

আমি আজ উঠবোনা আবার ঘুমোব যদি তুমি
ছুটি নিয়ে চলে আসো স্বপ্নে এসে বলো সেই কথা
কবি আমি ভালবাসি এনেছি কলসভর্তি সুধা
দেখ দেখ ঃ স্বপ্নে আজ সারাদিন তোমাকে ছাড়বো না

১২০. চঞ্চল কিশোরী তুমি জানোনা এ পৃথিবীর কিছু
পদ্মের পাতায় আঁকছ যত্নে তাই স্বপ্ন আলপনা
অথবা জেনেছো সত্য তাই এই উদাসীন খেলা
দরিদ্র কবিকে ডেকে অভিষিক্ত করো নিজে হাতে

আমার সে শক্তি কই আমি চর্ম শিরস্ত্রাণহীন
সসাগরা সাম্রাজ্যের যত ভার কি করে যে নেবো
রাজস্ব আদায় যুদ্ধ সাম্রাজ্য-বিস্তার শান্তি কূটনীতি জয়
তুমি হাত ধ'রে থাকলে নির্ভয়ে নাচাবো সব ছায়া

১২১. আজ সারাদিন খুব ভিড় খুব কোলাহলময়
তবুও এসেছো আমি কথা বলতে পাইনি সময়
জানিনা করেছো কিনা রাগ মিতা, তুমি কতখানি
অভিমানী জানিনা তো, ভালবাসো এইটুকু জানি

এখন ঘড়িতে দশটা মফস্বল শীতের শহর
পাশ ফিরে শুলো হয়তো, পেঁচা ডাকলে পর
নির্জন জ্যোৎস্নায় ভাসো রূপকথার শুক্লামেঘ তুমি
আমার আকাশে ঃ ভাসে কোজাগর এ অরণ্য ভূমি

১২২. তোমাকে যে ভালবাসি কি ক'রে একথা পেল টের
সকালবেলায় শিউলি বিকেলবেলার গন্ধরাজ?
শুক্লাপ্রতিপদ এই কার্তিকের ব্যথিত পাতারা?
তুমি কি সমস্ত কথা বলে দাও তোমার আমার!

তুমি ভালবাসো কাকে সে কথা তো কোনোমতে নদী
বলেনি আকাশও নত নীরবতা ছাড়া আর কিছু
জানালোনা কোনোদিন তোমার চিঠির বর্ণমালা
তুমি কি নিজের কথা ছাড়া সব তারায় ছড়াও!

১২৩. তোমার ছবির জন্যে রাত্রি আজ মাতাল জানো তো
তোমার ছবির জন্যে কী উন্মাদ হয়েছে যে হাওয়া
তোমার ছবির জন্যে আমার শব্দেরা পর্যাকুল
শুধু আমি স্তব্ধচোখ দুপুরের ডাকের আশায়

লুকিয়ে লুকিয়ে যার চিঠি পড়ি ছবি তার তবে
কতো যে গোপনে দেখতে হবে তুমি জানোনা, আমার
সমস্ত গোপন বার্তা ছাপা হয়ে যাবে এই ভয়
তুমি কাগজের মেয়ে, অনুরোধ, কাউকে বলো না

১২৪. বলেনা আমার কথা, স্খলিত চরিত্র এই কবি
দুর্বলতা ক্ষমা করো, ভালবাসা দুর্বলতা বড়ো,
ভালবাসা দুর্বলতা এ জীবনে সে আমার ভয়
অথচ সে ছাড়া আমি অস্তিত্বে সংশয়ী, বাঁচবোনা

বলোনা আমার কথা, সখি, তুমি গভীর গোপনে
এসেছো যখন এসে ছুঁয়েছো এ চৈতন্য আমার,
আমাকে কান্নার কূলে চিরকাল রেখে যে যমুনা
অন্ধকারে হাসে, তুমি জলে তার ভাসাও আমাকে

১২৫. কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার চাঁদ যখন ভাসাবে জলে আজ
পৃথিবীর সব প্রেম, তুমি কি দাঁড়াবে জানালায়
তুমি কি দু'হাতে খুলে দেবে বন্ধ দরজা তখন
যখন গভীর রাতে ঘুম ভেঙে দেবে বুনো হাওয়া

তুমি কি সে হাওয়া থেকে চিনে নেবে অনেক দূরের
মাটির ঘোড়ার ঘন নিঃশ্বাসের চকিত বিদ্যুৎ
শুধু কবিতায় তাকে ছন্দে বেঁধে পাঠাবে আমাকে
আজকে জোয়ারে ভেসে যেতে তুমি আমাকে ডাকবেনা?

১২৬. ছুটির দুপুরে আজ দীর্ঘ এলোমেলো কোনো চিঠি
আমার উদ্দেশে তুমি লিখছিলে, মনে হয় তাই
হেমন্তে এমন বৃষ্টি হলো আমি ভিজে গেছি দেখ
সন্ধ্যা হল, সারাদিন মেঘে মেঘে কেটে গেল বেলা

কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার জ্যোৎস্না আজ তবে ব্যথাতুর ম্লান
মেঘের আড়াল থেকে দেখে যাবে আমার বেদনা
সারাদিন মেঘে নিল সারারাত জেগে যাবে আজ
বিষণ্ণ কবির দুঃখে অন্ধকার ব্যাকুল হাওয়ায়

১২৭. যদি আজ রাত্রি এসে তোমার কবিকে বলে, চলো
দেখবে সে কতো একা ঘুম নেই দু'চোখে সজল
তোমার ছবির রেখা, দেখবে সে কেঁদেছে আবার
আবার সে স্বরচিত দাহ নিয়ে জলের আগুনে

স্নান ক'রে বসে আছে তুমি কবি সেই যন্ত্রণার
আনন্দ-সুন্দর মূর্তি দেখবে চলো চলো—
আমি কি লোভীর মতো ছুটে যাব রাত্রির কথায়?
আমি কি কবির মতো ছুটে যাব করতল পেতে?

১২৮. একদা প্রেমিকা ছিলে বধূ ছিলে জননীও, তুমি
একটি নারীর সব সাধ নিয়ে পরিপূর্ণ ছিলে
তবু কোন দুঃখ ছিল গভীর গোপনে যাকে ছুঁয়ে
তোমার এ কবি আজ স্বপ্ন পারাবার! বলো সখি?

অনেক দেখেছ সুখ দুঃখ দুটি ছোট করতলে
দিয়েছ কলস ভরে প্রত্যেকের পিপাসার জল
তবুও কোথায় ছিল প্রতীক্ষার সজল সৈকতে
দরিদ্র কবির জন্যে পূর্ণিমার দীঘল বাসর!

১২৯. প্রতিটি পথের রেখা কালের কুটিল কালো জলে
ভেঙে যায় ভেসে যায় ব্যর্থ হয় অপেক্ষার ছবি
সব সফলতা শুষে চোরাবালি ডাকে ফিরে ফিরে
তবুও প্রেমের নীল অনিঃশেষ আকাশ তোমার

তারার আগুন নিয়ে সারারাত চেয়ে চেয়ে থাকে
সারাদিন মুছে দেয় ক্ষয়, ক্ষতি, মেঘে ও বৃষ্টিতে
ধুয়ে দেয় এ জীবন কাদা রক্ত, আবার কাঁদাতে
চোখের তারায় কারো ঘন হয় বিদ্যুৎ চমকায়

১৩০. তুমি সে নায়িকা নও যাকে দেখে মুগ্ধ এক কবি
উন্মাদ ঝর্ণার জলে টেনে নেবে দুঃসাহসে এসে
পথে দেখা হলো আর গল্পের বইয়ের মতো এলে
তুমি সে নায়িকা নও ঃ তুমি দুঃখ যে কোনো কবির

তুমি চিরকাল একা সুদূর সুগন্ধ, কোনো কোনো
দেবদূত কিংবদন্তী রটায়, দু-একটি সন্ধ্যা তারা
তোমার আনন্দ অশ্রু নিয়ে আসে তাপিত কবিকে
পৃথিবীতে পুনর্বার প্রেমের কবিতা লিখতে দিতে

১৩১. তোমাকে ছোঁবার আগে অগ্নিস্নান করেছে যে কবি
তুমি তাকে শুধু তাকে দেখা দাও রূপকের মতো
এ-তো জন্ম জন্মান্তর জেনে জেনে এসেছি এখানে
দু'হাতে ব্যাকুল ছিঁড়ে অসমসাহসী রাত্রিমায়া

তাহলে? তাহলে? বলো বলো আজ থেকোনা নীরব
কৌতুকে ছেয়োনা দুটি চোখের আকাশ মেঘে মেঘে
আবার কি ফিরে যাবো একটি অশ্রুর মতো ঝ'রে
তোমারই কপোল বেয়ে অন্ধ আর অনুভূতিহীন!

১৩২. তুমি তো প্রেমিকা নও যে তোমাকে অনায়াসে হাতে
তুলে দেবো পারিজাত তুলে দেবো গন্ধরাজ পাতা
তুমি যে অত্যন্ত কাছে বহু দূরে একই সঙ্গে থাকো
তুমি যে গোপন সব দেখে নাও স্তব্ধ অগোচরে

তাই ওষ্ঠে এ কৌতুক তাই চোখে বিষণ্ণ আকাশ
তাই যন্ত্রণার সোনা গলানো মোহর ছুঁড়ে দাও
লোভী পিপাসুর দিকে ভেসে যায় তোমার কলস
তোমার এ রূপ দেখি প্রদীপ নিভিয়ে আমি কবি

১৩৩. যেন স্বপ্নে, মনে পড়ে, আসব বলেছিলে একদিন
ছায়ার মতন ঘোরে অঙ্গীকারবদ্ধ সেই মায়া
মনে করাবোনা মনে করাবোনা মনে করাবোনা
তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি

শুধু কি খেয়ালে যেন বলেছিলে বলো কী কী নেবে
মনে পড়ে? মনে পড়ে? আজ এ গলিত হস্ত দেখে
সোনার কলস থেকে ঢেলে দিলে মমতায় হেসে
সমস্ত জাহ্নবী জলে গলে গেল ভেসে গেল সখি

১৩৪. তাহলে নিজের হাতে নির্বাচিত শব্দ তুলে দাও
দরিদ্র কবির করতলে দাও যে ধ্বনি এখনো
মৃত্তিকার এ পৃথিবী শোনেনি যা আজও স্পর্শাতীত
জন্মের মৃত্যুর ওষ্ঠে, তোমারই স্তোত্রের জন্যে, সখি

তোমাকে রচনা করি পৌরাণিকা হে আমার প্রেম
সেই অলৌকিক শ্রম স্বেদ শক্তি ধ্যান কই, এসো
অহৈতুকী ভালবেসে—যেভাবে ছেয়েছো চরাচর
অন্ধকার বেদনার পরম স্বপ্নের মায়াজালে

১৩৫. একদিন এই পথ আশ্রমের দিকে যেতে যেতে
গঙ্গার ওপারে গেছে যেখানে রয়েছো তুমি আজ
অথচ আমার যাওয়া অভিমানে পথের পাথর
তোমার পায়ের স্পর্শে ফিনকি দিয়ে আকাশ ভেজায়

পথের চরিত্র জানি, জটিল করো যে কেন, শুধু
এ তত্ত্ব জানি না, পথে অভিমানী সমস্ত পাথর
বাধার পাহাড় হয়ে পড়ে থাকে নীচেই সন্ন্যাস
গেরুয়া জলের পাকে পাকে বাঁধে তোমার কবিকে

১৩৬. অন্ততঃ কোথাও চলো অর্থহীনতার পরপারে
মিছে সব কলরব মিছে কাজ মায়ারাত ভার
কোথাও আলোর দেশে যেখানে আঁধার এসে মেশে
তোমার চুলের মতো আনন্দ-তরল মুখরতা

যেখানে আকাশে নীল ভালবাসা মাটিতে সবুজ
ভালবাসা জলে শাদা ভালবাসা তারার আগুনে
শুধু ভালবাসা সখি, পাথরে পাথরে বাজে নাম
যেখানে দুজনে দেখব রহস্য খুলেছে এক নদী

১৩৭. নিয়েছি তোমার নাম লিখেছি নদীর কালো জলে
সবই কি তোমার নামে খুলে যায়? তাই ফিরে আসা
পাথরের নীচে ফের শুতে চাপা দিতে এ হৃদয়
নিয়েছি তোমার নাম এই আমার ঢের ঢের বেশি

সবাই ঘুমোলো যদি মনে পড়ে যদি মনে পড়ে
এইসব অপমান কাদারক্ত ধুয়ে যাবে সব
পাথর ফাটিয়ে দেবে হৃদয়ের ফোয়ারারা আর
তোমার নামের চিঠি এনে দেবে রাশি রাশি ধান

১৩৮. তারপর একদিন এমন সময় তুমি আমি
নীরবে তাকিয়ে থাকব, গভীর আকাশ
আমাদের ঢেকে দেবে, মাটি থেকে তাপ
শুষে নেবে সুবাতাস বৃষ্টি দেবে মেঘ

আমরা তাকিয়ে থাকব একদিন এমন সময়
আলো এসে হাত রেখে ছায়ার শরীরে
লোভাতুর হাহাকারে ভেঙে যাবে জলে
পাহাড়তলীর গ্রাম জেগে যাবে গেরুয়া মাদলে

১৩৯. চিঠির বাক্সের কোনো দোষ নেই আমি সারাদিন
ছুটির দুপুরগুলি তার কাছে ভ'রে নিতে চাই
সে দেয় উজাড় করে তবু হাহাকারে বিকেলের
বাতাস সন্ধ্যার কাছে করজোড়ে খোঁজে ঝাউপাতা

আমাকে দেবার জন্যে; আমি কাকে রাতে
হাতে তুলে দেব তা তো বিকেলের হাওয়া
জানে না! বাঁকুড়া থেকে কোনো কবি গেলে
তুমি কি উতলা হয়ে আমার খবর নিয়েছিলে

১৪০. না দেখে কি ভালবাসে! বাসে কেউ তোমার মতন!
কবি কি প্রেমিক হয়? এত দুঃখ! আমি কি ওমুখে
ব্যথার কাহিনী কাব্য প'ড়ে হাতে তুলে নেব তবে
পদ্মের আনন? তুমি এতদিন কোথায় যে ছিলে।

তাহলে চোখের জলে ভাসাও আবার সারাদিন
কবির ভুবন, যাক সারারাত বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
এ বুকে ও পদ্মমুখ এ হাতে ও মৃণাল শরীর
অগোচর অন্ধকার আনন্দ-বিহ্বল হোক জলে

১৪১. কেন যে সুগন্ধ আসে ভেসে ভেসে সহসা সহসা
মেঘে মেঘে বাজে গান সুর ওঠ রক্তে ধমনীতে
সুদূর বেদনা জাগে অন্ধকার বিনিদ্র শয্যায়
যেন কার আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা আমাকে ফেরায়

কার ব্যাকুলতা? কার উৎকণ্ঠিত চরণ-সম্পাতে
আমার মাটির স্বপ্ন দুলে ওঠে শস্য শিহরিত হয় মাঠ
জ্যোৎস্নার আনন্দ-মুগ্ধ প্রণতি মুদ্রার ভালবাসা?
আমার গার্হস্থ্য নেয় সন্ন্যাসের গেরুয়া কার্পাস

১৪২. আমাকে কোরোনা আর এমন দুর্বল ভালবেসে
ভালবাসা সর্বনাশ ভালবাসা আমার মৃত্যুর
জপমন্ত্র ভালবাসা ইষ্টের অধিক, ভালবেসে
আমি সর্বস্বান্ত সখি, এসোনা এসোনা

ভালবাসা নিয়ে, আমি নির্বাসিত যক্ষের মতন
কবিতার মেঘে মেঘে বিদ্যুতে ও বজ্রে হাহাকারে
ঝ'রে পড়ি কতোকাল বৃষ্টির ধারায়
তোমাকে জানাতে ব্যথা অনিঃশেষ আমার প্রেমের

১৪৩. আমার এ ভালবাসা আমার এ সর্বনাশ নাও
যদি সর্বস্বান্ত হতে রাজি থাকো; আমি কোনোদিন
তোমাকে দেবো না ঘরে ফিরে যেতে; বিশ্বাসপ্রবণ
এই পথ ভালবাসা বুকে চেপে দেখ আলোকিত

পৃথিবীর অন্ধকার চূর্ণ ক'রে চলেছে নীরবে
কোথায় জানিনা কেউ জানেনা জানবে না তবু যায়
ব্যথিত যমুনা একা দুটি তীরবদ্ধ চিরকাল
তোমার আমার সব প্রবাহতরল জল নিয়ে

১৪৪. তুমি তো কবিকে দেবে সমুদ্র আকাশ ফুল পাখি
কবি গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো দেবে সব ছুঁয়ে ছেনে
কুন্দপারিজাত মালা কবিতার ও কণ্ঠে তোমার
দু'হাতে পরিয়ে দেবে পূর্ণিমার প্লাবিত রাত্রিতে

যখন দাঁড়াবে এসে থরো থরো লজ্জাশীলা সখি
মন্দারের বনে তার অন্ধকার মুছায়ে সেদিন
তোমাকে দরিদ্র কবি সমাহত চরণসম্পাতে
হাতে ধ'রে নিয়ে যাবে ভালবেসে। কোথায়? জানিনা।

১৪৫. তুমি শুনেছিলে বাঁশি? এতোদিন কী করে যে ঘরে
ছিলে সখি! আমি বাইরে সম্বল করেছি এই পথ
কতোকাল, পায়ে বেঁধে মৃত্যুর নূপুর পৃথিবীর
তুমি কি আমার সঙ্গে অবেলায় দেখা করতে এলে?

আজ মেঘ ঝড়ো হাওয়া বিদ্যুৎ বৃষ্টিতে পথরেখা
লুপ্তপ্রায়, তুমি সর্বসিক্ত, আমি কোথায় তোমাকে
বসাবো যে! কতো রাকারজনী তোমার জন্যে গেছে
আমার বেদনা নিয়ে বিসর্পিতা রেবার কিনারে

১৪৬. শোনেনা আমার কথা পূর্বমেঘ আমি কাকে দেবো
এই ভার? বন্ধুহীন আকাশসম্বল চেয়ে আছি
বেদনাবিধুর চোখে যদি তুমি স্পর্শের বিদ্যুৎ
ভ্রূবিলাসে একবার এখানে পাঠাও কোনোদিন!

আমার প্রতিটি দিন ভেসে যায় কাঁসাইয়ের জলে
অশ্রুভারাতুর পদ্মে স্বপ্ন টলোমলো যায় রাত
একে কি বিরহ বলে? বলো সখি, কী নামে আমাকে
ডাক দিলে বলো বলো বার বার শোনাও আমাকে

১৪৭. কেমন ভবন তুমি রচনা করেছে সখি, নদীর কিনারে?
তোরণে কি ইন্দ্রধনু প্রান্তে তার মায়াবী মন্দার
ফুল্ল কুরবক শাখা বাতায়নে মাধবী বিতান
শুক্লা বকুলের গন্ধে রাত্রি টলোমলো জেগে থাকে?

কবি সামাজিক নয়, ভূতগ্রস্ত, জানো তো? তাহলে
তাকে নিমন্ত্রণ করা! সে হয়তো অরণ্য হাতে নিয়ে
আকাশ উপুড় করা দুচোখে স্ফুরিত জ্যোৎস্না নিয়ে
ভীষণ সুন্দর তীব্র ঝর্ণা বুকে যাবে একদিন

১৪৮. ছায়াচ্ছন্ন সানুদেশ শীর্ষে আগুনের মেঘমালা
নিম্ননাভি গুহাপথ ঝর্ণাকেশরের জলে ভাসে
ছুটির দুপুর আমি দুঃখ ধুতে এখানে নামলাম
তোমার বিস্রস্ত কেশ লতাগুল্মে জড়াবো এখানে!

আমার হলোনা স্নান অনভ্যস্ত করতল থেকে
গড়িয়ে গড়িয়ে গেল জলধারা তোমার ও পদ্মপুটে সখি
কেমন আচ্ছন্ন যেন না জেগে না ঘুমিয়ে আমার
ছুটি গেল অভিমানে অবিমৃশ্য অনঘ শৃঙ্গারে

১৪৯. কাল রাতে বৃষ্টি এসে কী উত্তাপ ঢেলেছে শরীরে!
সমস্ত দেবদারু থেকে সাশ্রু নিশ্বাসের তাপ এসে
শ্রবণপিপাসু স্নায়ুশিরাময় অচৈতন্য ঢেকে
বাষ্পাকুল স্বপ্নে যেন সিক্ত মুখ তুলে ধরেছিল

কার মুখ? যা আমাকে এত দূর এনেছে উজানে?
কার মুখ? যে আমাকে বৃষ্টির শরীরে দেয় তাপ?
কার মুখ? চোখে যার বেদনার আকাশগঙ্গার
জলে ভাসে উতরোল সমস্ত জীবন ভালবেসে!

১৫০. আমার ধ্যানের মুখমণ্ডলে স্নেহার্দ্র নীরবতা
চোখের চুম্বনে সিক্ত পুষ্পমেঘ আকাশ ভেজায়
আলোকিত করতলে জীবনের মৃত্যুর পিপাসা
গোত্রপরিচয়হীন সত্যকাম পরম সুন্দর

এই দৈবী জলভার এই দৈবী বৃষ্টিবেগ থেকে
আমার সমস্ত তৃষ্ণা মুহুর্মুহু শুষে নেয় যার
অনন্ত মৃণাল তার পদ্মের আনন ভেসে যায়
প্রেমিকের বক্ষ থেকে কবির হৃদয়ে

১৫১. চুমোয় চুমোয় নীল ভোরের আকাশ, সারারাত
মাটির পিপাসা তাকে শুষে নিয়ে নিথর এখন
জোনাকি ঝাঁকের মতো মিলিয়ে গিয়েছে সব তারা
আমরা দুজনে দেখে দিশেহারা ঘুম ভেঙে উঠি

এরকম রাতভর আরোহীবিহীন নৌকা জলে
ভাসার তাৎপর্য ফেলে ডুবে যেতে হাওয়ায় মাতাল
আমরা দুজনে দুটি তীরে, মাঝে প্রবাদের নদী
মাটি ছুলে মাটি গলে হাতে তার আকাশ-প্রতিমা

১৫২. শোনো মেঘ, শোনো বৃষ্টি, আমি লিখতে চাইনি চুম্বন
শোনো স্বপ্ন, শোনো ভুল, আমি লিখতে চাইনি চুম্বন
তবু যে লিখিয়ে নিল এরকম তাকে তোমরা নদীর ওপারে
খুঁজে দেখো পেতে পারো আমি পাইনি চুম্বনের বেশি

আমি পাইনি দেখা তার তবু ওষ্ঠে ওষ্ঠ সারারাত
আমাকে লিখিয়ে নেয় পৌত্তলিক পদাবলী আর
অলৌকিক দেবতার মানুষী শীৎকার ঠোঁটে রেখে
নৈঃশব্দের নীলে নীলে আমি তুলি রক্তলাল জবা

১৫৩. কখনো বৈষ্ণব নই তবু তৃণ ভিক্ষে দেয় ডেকে
পথধুলি করুণায় এঁকে দেয় এই রসকলি
অপমানগুলি ঢাকে ঝ'রে পড়ে অন্ধকার পাতা
তুমি তো শ্রীরাধা নও তবু তোমাকেই ডেকে বলি ঃ

এত ছোট এ জীবন? চলো তবে ওপারে এবার
তুমি হাসো এ কবির বুদ্ধির বিভ্রমে আরো হাসো
দেখিনা কোথাও তবু স্পষ্ট অনুভবে পাই টের
অফুরন্ত নীল জলে বহমান বিষণ্ণ যমুনা

১৫৪. আজও তো এলো না চিঠি, সারাটা দুপুর চেয়ে থাকি
বলেনি তোমাকে হেসে রাতের আকাশ কোনোদিনও?
কৌতুকে তোমার চোখে এই ব্যথা রাখেনি জ্যোৎস্না কি?
আবার আবার কষ্টে লিখতে হবে কিছুই হলোনা?

কিছু কি হবার কথা ছিল কারো অঙ্গীকার ছিল?
ও নদী, ছিল কি কিছু? জানানো? ও গোধূলির আলো?
তবে কেন ব্যথা আর! কে রক্তগোলাপ চাষ ক'রে
হৃদয়ের এ শিকড় তুলে তুলে বলো কে ছড়ালো!

১৫৫. সামান্য কবির জন্যে কেউ কেন এর বেশি দেবে
সন্তুষ্ট না হলে কী যে করা যায়! তাছাড়া প্রাপ্যের
অতিরিক্ত পায় কেউ? তোমার প্রাক্তন মানবে না?
আবার আবার তুমি প্রসারিত করো করতল!

তোমার ভিক্ষার ঝুলি তোমার সন্ন্যাস উড়ে যায়
হাওয়ায় হাওয়ায় কেউ কিছু দেবে ভেবে যদি ফেরো
সে ভুলের অন্ধকার পায়ে পথে বাজে তো বাজুক
লাজুক কবির মতো থাকো তার উদাসীনতায়

১৫৬. সে কি আসবে বলেছিল সে কি বলেছিল আসবে, ব'লে
আসেনি লেখেনি আজও, সুদূরতার জন্যে তুমি
পথে পথে সারাদিন প্রান্তরে প্রান্তরে সারারাত
অন্ধকার বেদনার বেহালা বাজাও সারাদিন

এখনো জানোনা তুমি, সে আসেনা? কোনোদিন কেউ
পায়নি নিকটে তাকে বৃথা অন্বেষণে গেছে বেলা?
তবু ভালবাসো তাকে হে অশেষ; তবু ভালবাসো
পৌত্তলিক অন্ধকারে জ্বেলে রাখো প্রাচীন যমুনা

১৫৭. তোমার সমস্ত কথা আজ টলোমলো শীর্ণ সাঁকো
তুমিও ওদের মতো? আমি যে নির্ভরশীল সখি।
তাই এতো বিশ্বাসপ্রবণ তাই এতো উন্মাদ ব্যাকুল
অধিকার ভুলে এসে ছুঁয়েছি সীমান্ত দুঃসাহসে।

কৌতুকবশতঃ তুমি চিঠি লিখেছিলে। কোনোদিন
কেউ ভেঙেচুরে দিতে আনতে পারে পুষ্পিত বাগান
ধারণা ছিলোনা। তুমি সৌজন্যবশতঃ যেতে ব'লে
ভীত অসহায়! আমি কোনোদিন ওপারে যাবনা

১৫৮. তোমার ঔদাস্য। আমি উৎকণ্ঠিত ব্যথিত ব্যাকুল
তোমার নির্লিপ্তি। আমি নিদ্রাহীন পথিক প্রান্তর
তোমার আনন্দ। আমি বেদনার প্রবাহতরল
খুব ভালো লাগে বলো? কবিতার থেকে কবি? ধুর!

তাহলে হৃদয় পাতো রাখি এই আগুনের ফুল
আবার ভুলের এই টলোমলো বিষপাত্র নাও
কৌতুকবশতঃ যাকে ছুঁয়েছিলে সোনার কলস ছাড়া তার
বেদনার ভার কেউ নিতে পারে? তুমি তারো চেয়ে মূল্যবান!

১৫৯. শুধু কি ডায়মণ্ড পার্কে থাকো? তবে আমাকে আকাশ
কী করে তোমার কথা বলে? তুমি কলকাতায় শুধু?
তাহলে আকুল জল ব্যাকুল বাতাস বলে কীভাবে কীভাবে
আমাকে তোমার কথা তোমার হাসির শব্দ ফুল!

তোমার ঔদাস্য আর নির্লিপ্তি মন্থর মেঘ বলে
তোমার আনন্দ রটে আমার বনের পুষ্পে দেখ
কেবল অনেক রাতে অনেক অনেক রাতে দেখি
পাতার গা বেয়ে পড়ে তোমার অশ্রুর বিন্দুগুলি

১৬০. আমি যদি যাই তুমি বই ফেলে ছুটে এসে হেসে
দাঁড়াবে কবরীভারে স্খলিত ভ্রূবিলাসে ব্যাকুল
তোমার অস্থির কবি পরিপূর্ণ চোখ মেলে সখি
দেখে নেবে সুন্দরের অতল আকুল সমারোহ

তুমি যদি আসো আমি এই প্রেম অপ্রেমের ভার
তোমার নূপুরে সখি, বেঁধে দেব, অপলক চোখে
আমার ব্যর্থতা কতো মহিমায় গভীর নিবিড়
দেখে ধীরে চ'লে যাব সুখ আর দুঃখের ওপারে

১৬১. আমি কালিদাস নই উপমায় আর অলঙ্কারে
তোমাকে সাজানো আজ সাধ্যাতীত রেখেছি কেবল
কয়েকটি মন্দার আর পারিজাত রক্তাশোক শুধু
আর আছে অন্ধকার বেদনার বিসর্পিতা রেবা

আমি জয়দেবের মতো কোমল ও কান্ত পদাবলী
রচনাসক্ষম নাকি? গীতগোবিন্দের পাতা থেকে
তোমাকে শোনাবো আমি ত্বমসি মম জীবনম
ত্বমসি মম ভূষণম ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম

১৬২. আমার দুপুরগুলি ভীষণ দুঃখের আজ বিকেলে তাদের
তোমার না আসা চিঠি ফিরিয়ে দিয়েছে এই বুকে
অবসন্ন ম্লান আমি ঘুমিয়ে পড়েছি ঘুম ভেঙে
দেখি দুপুরের দুঃখ জোনাকির ঝাঁক হয়ে আতুর সন্ধ্যায়

এ আমি জানতাম। তবু তোমাকে না ভালবেসে সখি
পারিনি। মন্থর মেঘ ভেসে যায় আকাশে যেমন
মাটিতে বকুল ঝরে; আমার প্রাচীন দুঃখ তেমনি নিয়মে
পৃথিবীতে প্রেম আছে লিখে রাখে অশ্রুর ফোঁটায়

১৬৩. কে সে যার শুধু একটি চিঠির অভাবে আজ রাতে
জেগে রইলে ঘুমোলে না বিষণ্ণ শব্দের মাঝখানে?
কিশোরের মতো ব্যর্থ অভিমানে হাহাকারে একা
অন্ধকার নদীতীরে? আঁকা বাঁকা খরস্রোতা জল।

বলো তার নাম বলো তার নাম বলো, দেখি খুঁজে
শুধোই কেন সে এত কষ্ট দিতে ভালবাসে, তার
বেদনা ফুরিয়ে গেছে? কী করে তোমাকে ভুলে থাকে!
মায়ের স্নেহের মতো রাত্রির শিশির অবিচল

১৬৪. সে আমার কেউ নয় তার জন্যে সমস্ত আকাশ
মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় বৃষ্টি এসে কাঁদায় রাত্রিকে
তার জন্যে সারাদিন সারাটা দুপুর সারারাত
দু'চোখ ছাপিয়ে আসে আশ্চর্য ব্যথার ব্যাকুলতা

সে আমার কেউ নয় আমি তাকে দেখিনি এখনো
বলেনি কখনো কেউ শুধু এক সুগন্ধী বাতাস
অস্পষ্ট আভাস তার দিয়েছিল দেখেছি আকাশে
সুদূর গভীর দুটি চোখের অতলস্পর্শী ছায়া

১৬৫. যদি আর এ কাহিনী নাই লেখে আকাশের তারা
হাওয়ায় সহসা আর সুগন্ধ যদি না ভেসে আসে
শুকনো পাতারা যদি ছেয়ে দেয় এই রূপকথা
তবু ভালবাসা সখি ফিরবে না দেখো খালি হাতে

ভালবাসা অনিঃশেষ ভালবাসা অনাহত সখি
ভালবাসা কোনোদিন এ পৃথিবী পারে না সরাতে
একটি ফুলেরও ছোট বুক থেকে। তোমাকে আবার
চোখের জলের শব্দে লিখতে হবেই, কবি, এসো।

১৬৬. "আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন কতোদিন আমিও তোমাকে—"
হৃদয়ে প্রেমের গল্প ফুরোলো মুড়োলো নটেগাছ
ধূসর পাতার ভিড়ে লেখা থাক পাথরে পাথরে
"আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন—কতোদিন আমিও তোমাকে।"

শুধু ক্ষতকলেবরে বারবার অন্ধ মনস্তাপে ফিরে আসা
ধূলোয় বালিতে শুকনো মৃত শাদা পাতা পায়ে পায়ে
দু'হাতে সরিয়ে ভুল কাঁটালতা পাথরে পাথরে
"আমাকে খোঁজোনা তুমি বহুদিন—কতোদিন আমিও তোমাকে"।

১৬৭. কাল সারাদিন তুমি পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুমিয়েছ
আদিম গন্ধের ঘূর্ণী আদিম শব্দের ঘূর্ণী স্রোতে
আমি ভেসে যেতে যেতে প্রাণপণে ধরেছি দু'হাতে
তোমাকে সুদূরতমা ঃ আজও তার মুগ্ধতা-মাতাল

তোমাকে এনেছি কাল অন্ধকার ছাতে কষ্ট ক'রে
শুশুনিয়া ডাকবাংলো, আহীরপল্লীর বাড়ি নয়
কাল যে বেসেছি ভাল তাতে কি জুড়োলো
দুজনের অতো তাপ? বলো আজ, বলো

১৬৮. তুমি আসবে শুশুনিয়া বুক তার খুলে রেখেছিল
তুমি আসবে ঝিলিমিলি হয়েছিল আদিম মাতাল
তুমি আসবে কী উন্মাদ মুকুটমণিপুর
তুমি আসবে বিষ্ণুপুর আরক্তসংরাগ

এলেনা। আমার এই সসাগরা ধরিত্রী বাঁকুড়া
পাতায় পাতায় ছায় ধুলোতে বালিতে পথে পথে
পৃথিবীর প্রতীক্ষার দীঘল বাসর—
এলে না এলে না তুমি এলে না এলে না!

১৬৯. হয়তো গলিতহস্ত তাই তুমি যা দিয়েছো সব
করতল থেকে ঝ'রে পড়ে গেছে পথের ধুলোতে
তবুও অঞ্জলিবদ্ধ অভিমান কাঁপে থরো থরো
তোমার কষ্টের জন্যে মার্জনা প্রার্থনা করি সখি

কিছুই আসেনা হাতে স্পর্শাতীত ভালবাসা শুধু
চেতনা আচ্ছন্ন করে জ্ব'লে যায় আমি পুড়ে যাই
প্রেম অপ্রেমের ভারে অবসন্ন বুজে আসে চোখ
শুধু তুমি হাসো চোখে আমি দেখি সুন্দরের মুখ

১৭০. 'কবে আসবে? কবে আসছো? কবে দেখা হবে'
মন্ত্রের আঘাতে যেন দুলে ওঠ সত্তা জরো জরো
নক্ষত্রমণ্ডলী কাঁপে মৃত্তিকামথিত ভালবাসা ঃ
'কবে আসবে? কবে আসছো? কবে দেখা হবে?'

কোথায় যে আছো তুমি! কোথা থেকে ভেসে আসে ডাক!
বড় বেশি কাছে মনে হয় বড় বেশি দূরে মনে হয় সখি
কিছুই বুঝিনা শুধু দুলে উঠি আনন্দে ব্যথায়
তোমার না দেখা মুখে আমি দেখি মুগ্ধ ভালবাসা

১৭১. ব্যাকুল বালিকা তুমি দেখা হয় কতোভাবে জানো?
মাঝরাতে তারাভরা আকাশে দেখোনি কোনোকিছু?
শত ব্যস্ততার মুগ্ধচকিত দুপুরে কিছু দেখোনি কখনো?
সজল সৈকতে এসে বলেনি পায়ের পাতা ভিজিয়ে ঢেউয়েরা?

বলেনি চোখের মণি ভাসানো ও টলোমলো জল?
হৃদয়ের শিরা ছেঁড়া অন্ধরাত কিছুই বলেনি?
ব্যাকুল বালিকা তুমি শুধু জানো ভালবাসা দিতে
ধূপের মতন পুড়ে পুড়ে ভেঙে ভেঙে নষ্ট পৃথিবীতে

১৭২. কিছুই পাইনা হাতে কোনোভাবে, দিয়েছো যা কিছু
সে সব তো স্পর্শাতীত, তাই এই ব্যথার পূর্ণিমা
প্রার্থনায় উতরোল এ সমুদ্র সজল সৈকত
অশ্রুবাষ্প অভিমান দীক্ষাভার এসো এসো জপ

পেতে আছি করতল বৃষ্টি পড়ে বৃষ্টি পড়ে ভিজি
সর্বাঙ্গে প্রান্তরে যাই গড়িয়ে গড়িয়ে তুমি দেখ
এমন দিনে তারে মনে মনে গুনগুনিয়ে শোনাও আমাকে!
তোমার কিশোরী-চোখে বৃষ্টির আকাশ তীব্র নীল

১৭৩. শরীর জেনেছে ঢের তবু তুমি জানোনা কিশোরী
তোমার সমস্ত ভুল ফুল হয়ে ফুটেছে দেখেছো?
তাই এতো হুটোপুটি তাই এতো চঞ্চলতা সখি
সকৌতুক খেলা ছেড়ে তাই এই নির্জনে এলে না

এখানে সমস্ত দিন সরোবরে পদ্মবনে বনে
শাদা সাপ খেলা করে একা একা সুগন্ধমাতাল
বিষের ব্যাকুল ভার ওষ্ঠে রেখে স্বপ্নের ভিতরে
জর্জরিত করে তোলে তীব্র নীলে আকাশ-শরীর

১৭৪. ছুটিতে এখানে এসো গুগুনিয়া যাবো কাছাকাছি
আদিম অরণ্যপথে হেঁটে যাবো পাহাড়ে ওঠাবো হাত ধরে
সমুদ্রগুপ্তের সান্ধ্য শিলালিপি দেখাবো তোমাকে
নির্জন শিখরে তুমি অনুনয়ে ওষ্ঠপুটে লিখে রেখো প্রেম

গেস্টহাউসের রাতে নির্জনতা কতো যে নিবিড়
দেখে তুমি ভয় পাবে আনন্দ-মথিত দিশেহারা
আমাদের ঘিরে রাখবে এসে শীত কুয়াশা পাহাড়
জবাকুসুমের মতো সূর্যোদয় দেখাবো সকালে

১৭৫. দুপুরের বনে এতো মাদকতা ছায়া সুনিবিড়!
বিকেলের বনে এতো ব্যাকুলতা জরো জরো সব!
গোধূলিধূসর শীর্ষে পাহাড় কি কেঁপে উঠেছিল!
অন্ধকার সানুদেশে ঝর্ণাকেশরের সিক্তপথ!

ফিরে আসা। ডাকবাংলো। লণ্ঠন জ্বালানো ঘন রাত।
বাইরে অবলুপ্ত সব। রক্তে ঝিঁ ঝিঁ ডাকার শীৎকার।
ঝর্ণাকেশরের সিক্ত গুহাপথ জলের পিপাসা
তোমার আমার মুক্তি ঃ কবে আসবে? এ বনে পাহাড়ে?

১৭৬. পাতার বিছানা আছে কুয়াশার নীল মশারিও
ফুলের বালিশ আছে মদির বাতাস আছে জল
ব্যাকুল মন্থর বেলাশেষ সন্ধ্যা তীব্র ছলাৎছল
রক্তের তরঙ্গমালা আদিম বিষাক্ত বুনো মদ

সব আছে। শুধু তুমি নেই ব'লে শুক্লাচতুর্দশী
আমাকে রেখেছে ঢেকে মেঘে মেঘে বৃষ্টির তিথিতে
শুধু তুমি নেই ব'লে পাহাড় পাহাড়তলী আর
অন্ধকার ডাকবাংলো কৃষ্ণপক্ষে ঢাকা অন্ধকার

১৭৭. কী দিয়ে যে চিঠি লেখো আমি মুগ্ধ মাতাল দু'হাতে
আকাশ তছনছ করি ছড়াই নক্ষত্রমালা মেঘ
গেলাস গেলাস খাই আদিম অরণ্য মাদকতা
কী দিব্য পিপাসা ঢালো বুকে বলো দেখি দূর হতে?

কী লিখে যে ভ'রে দাও দুরন্ত দুপুর জরো জরো
কী দিয়ে উন্মনা করো না লিখেও রক্তে দাও ডাক
দেখা হলে এ পৃথিবী যদি কেঁপে উঠে থরো থরো
সেও অকারণে বুঝি? আমার ওপরে হবে রাগ?

১৭৮. ছুটির দুপুরগুলি কাল থেকে কেড়ে নেবে ক্লাশ
চিঠির বাক্সের জন্যে লেখা ছেড়ে পড়া ছেড়ে ছেড়ে
কাল থেকে বেরোবে কে, চকের গুঁড়োয় যাবে ভ'রে
মুখ চোখ, দূরে নীল শুশুনিয়া গোপনীয় স্মৃতি

ছুটির দুপুরগুলি তুমি নিয়ে পালিয়েছ সব
কাল থেকে নেবো ক্লাশ আমি ঘরে ঘিরে
তোমার না দেখা চোখে খুঁজে পাবো একটি আকাশ
শূন্যতার গাঢ় নীল মৃত্তিকার আনত নীরব

১৭৯. আজ যদি এসে দেখি এসেছে তোমার ছবি তবে
আমি এই অঘ্রাণের সমস্ত ধানের ঘ্রাণ নিয়ে
চাঁদ ডুবে গেলে যাবো তোমার ঘুমন্ত বাড়ি ছুঁতে
তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হবে ভোর

আজ যদি এসে দেখি চিঠি নেই ছবি নেই কিছু
সারারাত আকাশের নীল মদে ডুবে ভুলে যাবো
ভালবাসা দিতে গিয়ে তুমি চলে গেছো বহুদূর
বৃষ্টি হবে মেঘে মেঘে ছেয়ে থাকবে ব্যথিত হৃদয়

১৮০. তুমি যাকে ভালবাসো তাকে বলো আজ রাতে একা
আমার একান্ত কথা তাকে বলো দেখাও নিভৃতে
খোঁপায় মেঘের ফুল বৃষ্টির রঙিন গাছপাতা
আমি যে দিয়েছি; তুমি প্রিয়া তার; সখি বলি আমি।

তাকে দাও যত খুশী বধূবেশ চন্দন সিঁদুর
প্রদীপ নিভিয়ে দাও তারাভরা সমস্ত আকাশ
কেবল আমার জন্যে রাখো ভোরে শিশিরের কণা
চোখের পাতায় শ্যাম দুর্বাদলে, মুক্তো টলোমলো

১৮১. তোমার সীমন্তে আঁকো তার জন্যে সিঁদুরের রেখা
শুভ্র পিপাসার শঙ্খ রাখো দুটি হাতে
সমর্পিত অন্ধকার রাত্রি রাখো বাসর সজ্জায়
শুধু এক শুচিস্মিতা ভোরে স্নিগ্ধ চরণ সম্পাতে

দাঁড়াও তোমার প্রিয় তরুতলে ভ্রূবিলাসে একা
সিক্ত কর্ণিকার ব্যথা চেয়ে দেখো ঝরে যায় আর
মুগ্ধযন্ত্রণায় কবি সারারাত ব্যর্থ প্রতীক্ষার
দীঘল বাসর থেকে চলে গেছে গভীর আকাশে

১৮২. আসোনি যখন ছিল নিঃশ্বাসে সমুদ্র বুকে ঝড়
যখন প্রতীক্ষা ছিল অশ্বখুর বিদ্যুৎ-প্রহর
সহসা পাথর ফেটে ফোয়ারায় আকাশ পাগল
যখন তোমাকে পেলে অন্ধকরপুটে শুষে নেওয়া—

চৈত্র চতুর্দশী আজ চরাচরে সস্নেহে ঢেকেছে
ক্ষয়ক্ষতি অপমান ভালবাসা-লাঞ্ছিত আঘাত
এ সময়ে দুঃখ, তুমি কীভাবে বাজাবে? তবু এসো
তোমার বুকের ব্যথা ভাল আছে? ও দুঃখ, তোমার সেই ব্যথা?

১৮৩. টলোমলো করে সাঁকো তোমার চিঠির কথামালা
রাতের শিশির এসে মুছে দেয় হাওয়া বলে ঘুমো
আবার দুঃখের কাছে যেতে চাও? বৃষ্টি প্রসন্ন সহজ
আমার মৃত্যুর কাছে করতল পেতে রাখে জন্ম-সম্ভাবনা

চোখের জলের মতো যে জীবন তাকে কেন এমন কৌতুকে
হাসাও সবার সামনে? কেন আসো? আমি তো ডাকিনি?
যেভাবে পথের ধুলো ছেঁড়া পাতা বাতাসে ভাসাও
সেরকম এ জীবন, তুমি সখি ভালবাস, হাসো।

১৮৪. তোমাকে খুঁজেছি আমি বহুদিন, তুমিও আমাকে?
শরীরে ছিলেনা তবু শরীরের থেকে পেতে ক্লেশ
আমাদের স্বেদে শ্রমে জলে ভেসে গেছে ঢের, আজ
আবার আকাশ হাসে শ্যামা ঘাস গন্ধেশ্বরী নদী

আজও তাই চিঠি আসে অশ্বত্থের অন্ধকার কাঁপে
আমার ক্ষুধার শস্য তৃষ্ণার পানীয় নীল খামে
আমার আনন্দ দুঃখ হাহাকার হে চিরকিশোরী
তোমার দু'হাতে ঝরে ঃ আজও খুঁজি, তুমিও এখনো?

১৮৫. তোমার গরীব কবি মোহরের জন্যে লোভী হ'লে
কবে যেতো কলকাতায় এই ভালবাসার কবিতা
ভাসিয়ে দিতো না জলে কাঁসাইয়ের, ধর্মযাজকের
মুখোশ 'বিক্রির জন্যে নহে' লিখে প্রদর্শনী দিতো

তোমারও প্রতিমা থাকতো চোখে শ্লেষ দুঠোঁটে কৌতুক
গ্রামের কবির জন্যে, ধাতব চিৎকারে কোলাহলে
উজ্জ্বল প্রমত্ত হাঁটতো তুমি দেখতে স্খলিত জটিল
তুমি তাকে ভুলে যেতে গিয়ে দেখতে সে আগে ভুলেছে।

১৮৬. কবি সন্ন্যাসীর মতো। সে তোমাকে ভালবাসে খুব।
সে তোমাকে বাসেও না। একই সঙ্গে সে তোমাকে দেখে
কাছে দূরে। একই সঙ্গে আসক্তি ও অনাসক্তি তার
তুমি তাকে ভোলবার আগে সে তোমাকে ভুলে যায়।

অত্যন্ত সাবধানে তাই কথা বলো চিঠি লেখো এসো
ভালবাসো চাতুর্য ও কপটতাহীন; ভালবাসা
ঈশ্বরের চেয়ে বড়ো সমস্ত ধর্মের চেয়ে ধর্মযাজকের চেয়ে জেনো
তার অসম্মানে ভস্মে ভরে যাবে সমস্ত নিশান।

১৮৭. তোমাকে শরীর থেকে যতোবার ছাড়াতে চেয়েছি
ততো দুটি ভেজা চোখ এই দেহ করেছে মাতাল
স্খলিতচরিত্র কবি একটি আদিম দাবী তুলে
ততো অশ্রুবাষ্পময় নিরুচ্চার ডেকেছে তোমাকে

কৌতুকপ্রিয়তা নিয়ে ওষ্ঠে চাপা হাসি তুমি দেখ
আমার তামসরাত্রি আমার রোদনমৌন দিন
আর ভালবাসো, বেসে প্রগলভতা মার্জনায় ধুয়ে
বলো ঃ এসো এসো কবি একটিবার, তোমাকে দেখবো না?

১৮৮. এই কটি স্তোত্র তবে ভাসিয়ে দিলাম কালো জলে
এই কটি ভূর্জপত্র পথের ধুলোয় পড়ে থাক
এই কটি স্বপ্নবীজ উড়িয়েছে উপেক্ষার হাওয়া
কোথাও রক্তের ছিটে লাগেনি তোমার? ভালো আছো?

কোথায় যে যেতে যেতে এ পৃথিবী জেগে উঠেছিলো
ঘুমিয়ে যাবার জন্যে—ফুরিয়ে যাবার জন্যে শুধু?
আকাশ আকাশ শুধু রেখে যেতে নিবিড় আকাশ!
শূন্যপুরাণের গল্প, শ্লোকোত্তরা শুভ্র মেঘ তুমি

১৮৯. দরিদ্র কবির কাছে এতো স্পর্ধা প্রত্যাশা করোনি
তাই মুখ ফিরিয়েছো? বিকেলের ফুল পথে ঝরে
উদাসীন হাওয়া আসে উড়ে শেষ পাণ্ডুলিপিখানি
আকাশে ব্যাকুল হাতে লিখে রাখে প্রেম শাদা মেঘ

কোথায় ফেরাবে মুখ? সুগন্ধী বেদনা দেবে ত্রাণ?
পথে পায়ে পায়ে বাজবে ফুলগুলি উদাসীন হাওয়া
প্রাচীন এ পদাবলী শোনাবেই, সমস্ত আকাশ
তোমাকে আনত নিচু নীল গোপনতা খুলে দেবে

১৯০. আমি অভিমানী, তাই এরকম, দেখাই হলোনা
তবু ভালবাসা হলো, প'ড়ে রইল অপেক্ষার পথ
সুগন্ধী বাতাস থেকে শুষে নিল তোমার সত্তার
সমস্ত ব্যঞ্জন অন্ন তথাগত আমার হৃদয়

আমি স্পর্শসকাতর, তাই স্বপ্নে এসে চ'লে গেলে
হৃদয়ে জড়িয়ে তার অলৌকিক স্মৃতির সম্পদ
শুধু ডাকলে এসো এসো, কোনোদিন যাওয়াই হলোনা
লেখা রইলো এ বুকের নির্জন প্রাচীন পদাবলী

১৯১. আর হয়তো লিখবেনা, আমার প্রতীক্ষা ক'রে আর
ব'সে থাকবেনা, দেখা হবেনা কখনো আমাদের
মনেও পড়বেনা কবে বহু দূর থেকে কেউ ভালবেসেছিলো
সুদূর বেদনা তার লেগে থাকবে সুগন্ধের মতো

আমিও এ তৃণহীন সীমাহীন প্রান্তরের দেশে
সূর্যাস্তের মতো আরো বহুদূর দিগন্তে হারাবো
জীবনের সব ব্যথা বেদনা কখনো অপমান
রাত্রির আকাশ নেমে মুছে দেবে ঢেকে দেবে স্নেহে

১৯২. আমি তো সামান্য কবি পাড়াগাঁর লাজুক মানুষ
শরীরে মাটির গন্ধ চোখে নীল ব্যাকুল আকাশ
বুকে অরণ্যের ভয় মুখে শ্যাওলা বর্ষার বেদনা
তোমার বসার ঘরে টেরাকোটা ক'রে রাখা যেতো

সবাই হৈ হৈ করে আসতে যেতে তাকাতো একবার
তোমার সংগ্রহে মুগ্ধ প্রেমিক চুম্বন ক'রে আমাকে দেখাতো
প্রেম কতো সপ্রতিভ কবি কতো আধুনিক স্মার্ট
জীবন আমাকে বলতো, দেখো এই শহর কলকাতা

১৯৩. তুমি এ শেকড় শুদ্ধ তুলে মাটি খুঁড়েছো বলেই
হেমন্তের এই ফুল, কোনো ভুল করোনি, কেবল
তোমার কবরীপুঞ্জে নিজে হাতে পরানো হলোনা
শোনানো হলোনা সখি, আমার প্রাচীন পদাবলী

জলের দেওয়াল ভেঙে এসেছিলে বলেই এমন
গভীর ব্যাপক বৃষ্টি এত মেঘ নৌকো টলোমলো
সজল সত্তার ব্যথা সপ্রেম শরীর থরো থরো
দেখানো হলো না সখি, হাতে ধরে দারুচিনি দ্বীপ

১৯৪. মাঝে মাঝে কুয়াশার চাদর সরিয়ে যেন দেখি
মাঝে মাঝে দেবদারু পাতার আড়ালে যেন দেখি
তোমার মুখের মতো ভালবাসা তোমার মুখের মতো প্রেম
তোমার মুখের মতো! তোমাকে যে দেখিনি এখনো!

তোমাকে দেখিনি আজো তবু কেন তোমার মুখের
উপমায় উপমায় ছেয়ে যায় হৃদয়ের শব্দাবলি আজ
তোমাকে দেখিনি তবু প্রেম তার সমস্ত শেকড়
পাথর ও পোড়ামাটি ব্যাকুল দু'হাতে ভেঙে আমূল প্রোথিত

১৯৫. একবার এইরকমই দিন গেছে রাত্রির কিনারে
রাত্রি গেছে দিনে দিনে একবার এইরকমই একা
একটি আদিম নদী ডেকে নিয়ে গিয়েছিল জলে
আবার আবার তার সঙ্গে দেখা হল বেদনায়

আমার কি জানা নেই জলে কতো ভয় কতো ভুল?
আমি কি দেখিনি গল্প ভেঙে যেতে ভেসে ভেসে যেতে?
জলেরই দেওয়াল তবু! অনুতাপে আনত আকাশ!
তুমি ভালো থাকো, বড়ো দুঃখ আজ অঝোর বৃষ্টিতে

১৯৬. দিন কাটে উৎকণ্ঠায় রাত কাটে বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
কী হবে? কী হতে পারে? কিছু কি হবার কথা ছিল?
সুখ আর দুঃখ এসে বহুবার রক্তের নদীতে
উথাল পাথাল করে গেছে, আজ তুমি এলে পরপার থেকে

এলে কি? সুগন্ধী হাওয়া এসেছিল তোমাকে ছুঁয়ে যে
নির্বাক আকাশ স্পর্শ করেছিল যেন মৌন দুচোখ তোমার
তোমার চিঠির মতো পূর্ণিমা রাত্রির ছিন্ন মেঘ
শুধু এই—এই গল্প, তবু অপেক্ষার শেষ নেই!

১৯৭. কিছুই নেবোনা, তুমি প্রতিটি মোহর দাও দু'হাতে ছড়িয়ে
সোনার কলস থেকে ঢেলে দাও পিপাসার জল
শব্দের শরীরে জ্বালো কবিদের অমৃত যন্ত্রণা
কিছুই নেবোনা আমি কোনোদিন যাবোনা সম্মুখে

শুধু থাকবো অপেক্ষায়, কিসের? তা জানিনা নিজেই
শুধু থাকবো অপেক্ষায়, কি জন্যে? তা বুঝিনা স্পষ্টত
শুধু থাকবো অপেক্ষায়, কতোদিন? তুমি কিছু জানো?
তুমিও জানোনা কিছু, জানে মৌন রাতের আকাশ

১৯৮. গ্রাম্য মানুষের ছবি তোমাকে সরিয়ে দিলো দেখো!
ভাগ্যিস সে সশরীরে চলে যায়নি কৌতুকের মতো!
শীর্ণ টলোমলো সাঁকো অন্ধকার কালো জল কাঁপে
একা একা সারারাত কেন যে দাঁড়িয়ে কেটে যায়—

কার্যকারণের সূত্র ছিঁড়ে কেন এ বেদনা আজ
আমার সামান্য পাত্র উপচে পড়ে গড়ায় প্রান্তরে
তুমি তো বলোনি কিছু তুমি তো বলোনি কিছু, তবে
কেন যে দু'চোখ থেকে এতো অশ্রু গোপনে থাকেনা!

১৯৯. যদি কোনোদিন পড়ো এই লেখা এই পাণ্ডুলিপি
তখনো কি ভেজা থাকবে? বাতাসে শুকিয়ে যাবে সব
উত্তাপে শুকিয়ে যাবে দাগ মুছে দেবে ধুলোবালি
আকাশের ছিন্ন মেঘে লেগে থাকবে রক্তের বেদনা

যদি কোনোদিন পড়ো এই তীব্র সংবেদনশীল
দ্বিধাহীন ভালবাসা, তখনো কি ভেজা থাকবে সব?
তখনো কি সব ক্ষয়ে ক্ষতিতে ও তীব্র অভিমানে
তোমার উপেক্ষাগুলি মণিমুক্তো হয়ে উঠবে উজ্জ্বল পাথর!

২০০. ছবি দেখে বোঝা যায়? ছবি দেখে চলে গেলে তুমি!
মুখের ও লতাগুল্ম একবার সরিয়ে দেখলে না?
চোখের ও শ্যাওলা তুমি একবার সরিয়ে দেখলে না?
বুকের ভিতরে তুমি একবার তাকালেনা পরিপূর্ণ চোখে?

কবির হৃদয় নিয়ে কবিকে কোথায় রেখে গেলে?
তোমার যে শেষ নেই সে তো জানি, আবার আমাকে
তা জানাতে এ কোথায় ভাসালে প্রবল ঘূর্ণীস্রোতে
কেন ছেড়ে দিলে হাত, নিতান্ত কৌতুকে, একি খেলা?

২০১. বিষ না অমৃত আমি জানিনা, কেবল জেনে শুনে
ভিজিয়েছি ওষ্ঠপুট, জানি মৃত্যু অমরতা দুই
অর্থহীন, ভালবাসা ধর্মাধিক শেষ সত্য শুধু
সবাই খেলায় মাতে ভালবাসা সূর্যসাক্ষী জ্বলে

ভালবাসা ফুটে ওঠে আঘাতে এ অপমানে ফুলে
ভালবাসা ভ'রে ওঠে কানায় কানায় চলে গেলে
ভালবাসা জ্ব'লে যায় অন্ধকার সমুদ্রে আমার
তুমি চিঠি লেখো বা না লেখো রোজ আকাশ ছলকায়

২০২. তুমি ভুলে গেছো; মনে রাখার কি কিছু ছিলো? তবু
তুমি ভুলে গেছো। আমি সেগুনের ফুলে ঝরে যাই
আমি সারাদিন ভিজি বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে
আমি সারারাত জলে গয়নার নৌকোতে ভাসাই

তোমার নির্জন নাম তোমার নির্জন নাম সখি
চেষ্টা করি দেখে নিতে এ জীবন কতখানি বাঁকে
চেষ্টা করি বুঝে নিতে এই মৃত্যু কী কী নিয়ে যায়
এই অনিঃশেষ দাহ তোমার সুগন্ধে ভ'রে দেয় কতখানি

২০৩. পথে পথে প্রশ্ন করে, কেন লেখো পদাবলী আর?
কেন চেয়ে থাকো আর অন্ধকার আকাশে এখনো?
কেন এত কষ্ট পাও? তুমি কি জানোনা এ জীবন
এরকমই? পথে পথে প্রশ্ন করে ছেঁড়া পাতা ধুলো

কেউ জানবে না কেন সেই গল্প শুরুতেই শেষ
পথে ও প্রান্তরে পাতা ঝ'রে ঝ'রে ছেয়ে দেবে সব
শীতের যমুনা কালো জলে মুছে দেবে সব ব্যথা
আকাশ ব্যাকুল বুকে জ্বেলে হয়তো রাখবে প্রদীপ

২০৪. কেউ পাশে নেই, শুধু পথ, তাও অল্প তার আভা
তবুও তোমাকে ঘিরে পাকে পাকে সত্যকাম কবি
দুর্বোধ্য স্বপ্নের মতো, তবু তুমি তবু তুমি ছাড়া
সব অনুভূতি আজ অর্থহীন স্মৃতির কঙ্কাল

অথচ তোমার কোনো স্মৃতি নেই! দাওনি কখনো।
আকাশী শূন্যতা থেকে তরঙ্গ পাঠাও অহরহ
আমার দু'হাত কেন ধরতে চায় সেইসব ঢেউ
আমার এ সত্তা কেন ছিঁড়ে ফেলে প্রাচীন সন্ন্যাস!

২০৫. এও তো তোমাকে পাওয়া, এই দেখা না হওয়া শূন্যতা
বাজায় অজস্র সুর, এই স্তব্ধ অন্ধকার এসে
ধুলোর বালির পথে ছেয়ে দেয় তোমার সহজ চুল আর
আমার সমস্ত আর্তি ফুটে ওঠে নির্লিপ্ত আকাশে

তুমি ভুলে যাও সব। তবু পাবো তোমাকেই আমি
কতো দূরে চলে যাবে? ব্যবধান? আমিই বিরহ
আমিই সমস্ত দুঃখে একাকার বেদনায় আছি ওতপ্রোত
আমার এ ভালবাসা ছাড়া কোনো মুক্তি নেই তোমার কখনো

২০৬. তোমার বন্ধুত্ব বড়ো বেদনার, আমাকে নির্লিপ্ত হ'তে ব'লে
তাপিত এ করতলে তুলে দেয় দেরি করে দুটি একটি চিঠি
দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত ভাষা সাংকেতিক স্বপ্নের মতন, 'এসো কবি'
তোমার বন্ধুত্ব ডাকে টলোমলো ব্যাকুল সাঁকোতে

আমিও সমস্ত দিন পাহাড়তলিতে ঘুরি সারারাত ডাকবাংলো জ্বলে
তুমি আসবে শুশুনিয়া তুমি আসবে বিষ্ণুপুর মেলায়; না হলে
বন্ধুকে কোথায় আমি নিয়ে যাবো ভালবাসা? এই শীর্ণ সাঁকো
আবেগে অস্থির কাঁপে নীচে জাহ্নবীর কালো জল

২০৭. আমাকে একবার শুধু বলতে দাও ভালবাসি সখি
তুমি শুধু চেয়ে থাকো আমি দেখি খুঁজে পাই কিনা
শুধু একটিবার তুমি এ কবিকে নিষেধ করোনা তুলে নিতে
তোমার সমুদ্র থেকে করতলে একটি অঞ্জলি

শুধু একটিবার বলো দ্বিধাহীন ভালবাসি বলো
সসাগরা ধরিত্রীর চঞ্চল ব্যাকুল সত্তা কাঁপে তো কাঁপুক
বলো সখি একবার এ দরিদ্র কবিকে তোমার
সোনার কলস থেকে ঢেলে দেবে একটি অঞ্জলি

২০৮. কবির চেয়ে কি বড়ো? তাহলে যতোই দুর্বলতা
থাকুক আমাকে সব ব'লে যেতে হবে সরাসরি
সংকেত ব্যঞ্জনাহীন আড়াল আবডালহীন, শোনো
তোমাকে যে ভালবাসি এতে গোপনতা নেই কোনো

তোমার নিস্তার নেই ত্রিভুবন আমার স্বদেশ
সমস্ত প্রেমিক এই আমার সত্তার যাকে খুশী
ভালবাসো তা আমাকে ভাসায় কাঁদায়
সৈকত উদ্বেল করে ঝাউবনে তোমারই নিঃশ্বাস

২০৯. আমার রয়েছে সব শুধু তুমি ছাড়া আছে সব
তোমার অভাব তুমি নিজে কেন বোঝালে আমাকে?
তোমাকে কি পাওয়া যায়? কেউ কোনোদিন পেয়েছিল?
আমাকে সামান্য কটি চিঠি ছাড়া কিছুই দেবেনা!

আমি ভালবাসা মানি, তুমি? কিছু মানো না? তাহলে
কীভাবে দেখাবো আমি হাতে ধরে দারুচিনি দ্বীপ!
কীভাবে দেখাবে তুমি হাতে ধরে মায়া-কোজাগর!
আমরা দুজনে তবে কীভাবে পেরোবো এ সাগর!

২১০. দেখা হয়ে গেছে সব জানা হয়ে গেছে বড় বেশি
এরকম অভিমানে যখন ফিরেছি একা পথে
তুমি শুধু বহুদূর অন্ধকার সমুদ্রের হাওয়া
আমাকে বিহ্বল করে এলোমেলো করে দিলে সব

আমার ক্ষমতা কম, ভালবাসা গায়ে দেয় কাঁটা
বড়ো অসহায় লাগে বার বার কাজে ঘটে ত্রুটি
ফেরার সময় নেই যাবারও সাহস নেই আজ
তুমি কেন বেছে নিলে এরকম গরীব কবিকে!

২১১. শুধু সুগন্ধের মতো এলে কেন জীবনে আমার?
আমি ধৈর্যহারা এই অন্বেষণে হন্যে চিরকাল
আমি আর্ত দীন কবি করতলে প্রাচীন পিপাসা
আমি ব্যর্থ নিচু মুখ অপ্রতিভ ভিড়ে কোলাহলে

তুমি কেন ডাক দিলে ছড়ালে এ হৃদয়ে আবার
মুঠো মুঠো বেদনার আবির ধূসর গোধূলিতে
কেন শূন্য ক'রে সব একা ক'রে দিলে এই পথে
বুঝেও বোঝোনা কিছু শুধু লেখো 'কবে আসবে কবি'

২১২. যদি বলতে ভালবাসি তাহলে এ প্রান্তরের দেশে
ফুল ফুটতো পাখি ডাকতো নদী যেতো ভেসে
যদি বলতে ভালবাসি যদি বলতে ভালবাসি কবি
ঘরে বাইরে ভ'রে যেতে আনন্দের রূপমুগ্ধ ছবি

স্বপ্নে দেখি শাদা মেঘে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ
রক্তমুখী প্রান্তরের বুক ঢেকেছে শান্ত শ্যামা ঘাস
নিষ্পলকে চেয়ে আছে সপ্রতিভ মন
তোমার কোমল হাতে জন্ম আর মৃত্যুর বন্ধন

২১৩. বলোনা, তা হয়না কবি, বলোনা, এবার তবে এসো
বরং যাবোনা কাছে কোনোদিন চিরলুব্ধ দৃষ্টির সম্পাতে
আকাশে তোমার চোখে পড়ে নেবো ভ্রূকুটির ভাষা
বাতাসে তোমার গন্ধে শুষে নেবো পিপাসার জল

কী হবে নিকটে গিয়ে কী হবে তোমাকে দেখে, যদি
বলো, দেখ আজ আমার বড়ো চাপ, কাল তুমি আছো?
এই ভালো মনে মনে বন্দী কবি স্বরচিত জলে
ভেজায় তোমার মুখ দুটি হাতে ব্যাকুল সুদূরে

২১৪. সুখ ও দুঃখের পারে তুমি এসে দাঁড়িয়েছ বলে
এতো স্পর্শাতীত সখি এতো আনন্দিত এ বিরহ
আমার সামান্য মৌন প্রার্থনা তোমার কাছে তাই
অনায়াসে যেতে পারে হাহাকার ভেজানো বাতাসে

কখনো দেখিনি ওই চোখের আকাশে ছায়াপথ
সে পথে ডেকেছো ব'লে র'টে গেছে আমার বয়স
কাঁসাই নদীর তীরে যে পাথর তোমাকে দেখাবো
সেখানে ফুটেছে ফুল প্রথা ভেঙে তুমি আসবে ব'লে

২১৫. রাত্রির রুদ্রাক্ষগুলি তুলে নিলে নীচু হয়ে ব'লে
কোথা থেকে হুহু হাওয়া কেড়ে নিল লাল উত্তরীয়
পুবের আকাশে তার আভা লেগে থাকে রোজ, তুমি
ডায়মন্ড পার্কের ভোরে চেয়ে দেখো একদিন দেখো

তাতে কি তোমার কোনো কষ্ট হবে? তাহলে কী করে
তোমাকে দেখাবো গিয়ে পাহাড় চূড়ায় শিলালিপি
তাহলে কী ক'রে করবে কবিতার কাগজ নাটক
এই আকাশের লাল আভা থেকে ভোরবেলা পরাবো যে টিপ

২১৬. লোকে হাসবে! তুমিও কি? আবার নতুন করে কাকে
ভালবাসলে? সকৌতুক চিঠি লিখবে। আমি সব জানি
পথে পথে টিটি পড়বে ইস্কুলের দেবদারু শ্রেণী
স্পর্শ করে দেখবে না—আমাদের দেবতা ও প্রতিহারিণীরা

তীব্র আবেগের হাতে সমর্পিত নির্ভয় আমাকে
কবিতা আশ্রয় দেয় লজ্জা থেকে অপমান থেকে
কবিতা আশ্রয় দেয় তোমার অবাধ এই লুঠতরাজ থেকে
যে আমার হাতে তুলে দেয় রোজ পারিজাত মালা

২১৭. তোমার রচনা থেকে আমি রোজ অনুবাদ করি ক'টি পাতা
মাঝে মাঝে গোলযোগ-ডাকেই পাঠাই কলকাতা
তবু লেখো ঃ অনুবাদ কবিতা পাঠিও তাড়াতাড়ি
মূল রচনার কাছাকাছি নয়? ভালো করে ভাবো? হয়না কি?

দুজনেরই জানা আছে উদাসীন থাকার কৌশল, জানা নেই?
দেখা আছে গুহ্যপথ অমিতব্যয়িতা ছন্দ ভেঙে
দুর্বলতা, জানা আছে আড়াল আবডালহীন সেই
কন্দর্প তর্জনি বলো ওষ্ঠে সেই কন্দর্প তর্জনী?

২১৮. যেভাবে সমুদ্র থেকে ছুটে আসে অন্ধকার হাওয়া
যেভাবে আকাশ থেকে নেমে আসে দেবাঙ্গনা রাতে
যেভাবে মৃত্তিকা থেকে উঠে আসে অশ্রুবাষ্প ফুল
তোমার চিঠির ভুল সেরকম আমাকে কাঁদায়

তুমি কি কোথাও যেতে যেতে তবে এখানে এসেছো?
কোন ট্রেন? কোথা যাবে? ঠিকানা? ভুলেছো!
তাহলে কোথায় আমি পৌঁছে দেবো? তাহলে তাহলে?
অন্ধকার সমুদ্রের হাওয়া আসো ঝা'রে যায় ফুল।

২১৯. একদা প্রাচীন হবে এই পদাবলী হবে প্রাচীনতরও
খসে পড়া ভাঙা ইঁট লতাগুল্মে আচ্ছন্ন যেমন
গ্রামের মন্দির, তুমি কষ্টিপাথরের বিগ্রহ যে—
শব্দের অরণ্যে ঢাকা গবেষকবৃন্দের হতাশা

তোমার স্তনের ধুলো জানুর শ্যাওলা কি কাঁটালতা
ছুঁতে দেবে? ওষ্ঠপুটে দশ হাজার বছরের চুমো
বিষাক্ত পাতারা দেবে পাহারা যে, ও চোখের জল
গভীর রাতের তারা ছাড়া কেউ দেখবে কি? গবেষক দল!

২২০. আজ তবে শেষ হোক, ফুরোক এ গল্প, নটেগাছ
মুড়োক, কি থাকে বলো? ভালবাসা? শোনো
এ পৃথিবী জানেনা যে ভালবাসা কাকে বলে আজ
সোনার কলম কই? তুমি জানো তুমি তাকে জানো?

আজ নিজে হাতে তাই এ প্রাচীন পদাবলী তাকে
তুলে দিই যে প্রেমিক আমাকে দেখার জন্যে একা
যে প্রেমিকা একা আমি এ আকাশ পার হবো বলে
যে নদী শ্লোকোত্তরা অন্ধকার তমালের বনে।

প্রাচীন পদাবলী—২

১. সে আমার কেউ নয় তবু
তাকে মনে পড়ে মনে পড়ে
সে আমার রাতের আকাশে
দু'হাতে নেভায় জ্বালে তারা

২. তম আসীৎ তমসা গূঢ়ম
নিগূঢ় তাদাত্মবোধ স্থির
অবরুদ্ধ সংবেদনময়
শুধু এক বিপ্রতীপ ছায়া

৩. অপরোক্ষ সন্নিকর্ষ থেকে
সামরস্য স্বরসবাহীর
নিয়ে আসে সামান্য আভাস
স্ববিমর্শময় ঃ মাত্র এই

৪. অবাঙ মানসগোচর
তবু প্রকাশের ব্যাকুলতা!
তবু নির্বিকার এ বিকার
আধারশক্তির অন্ধকার

৫. এখন সময় কই আর
সে রকম ছড়িয়ে দেবার
মাঠে মাঠে সোনা ঝরা ধান
থরো থরো ব্যাকুল দুহাতে

৬. দুজনেই বুঝি সব, বুঝে
না বোঝার ভান করি, লোক
কিছুই না বুঝে নেমে যায়
আমাদের একা একা রেখে

৭. সহসা ঘটেনা কোনো কিছু
আমাদের সবই লোকায়ত
দু'মুঠো অন্নের মতো, শুধু
ভালো লাগে অলৌকিক গুণ

৮. এই ভাবে ঠ'কে যেতে যেতে
মুঠো খুলে দেখি ভাগ্যরেখা
মুছে গেছে বাসের হ্যাণ্ডেলে
শূন্য করতলে শুধু কালি

৯. রাশ ঠেলে দিলেনা বলেই
এই সব প্রমত্ত প্রলাপ।
ভালো লাগে এলোমেলো এই
বানানো বধির নীল পাপ?

১০. সন্ধ্যা হলো কেঁদুড়ির মাঠে
জ্ব'লে উঠলো চাঁদ আর তারা
চুম্বনে চুম্বনে শিহরিত
থরো থরো কিশোরী নদীটি

১১. আজও সেই নদীটিকে খুঁজি
আজও লিখি সে নদীর নাম
মাঠ নেই আজ আর কোনো
ওঠেনা সে চাঁদ আর তারা

১২. তুমি কি দেখেছ তাকে, ভুল?
তুমি কি দেখেছ তাকে, ভয়?
তুমি কি তুমি কি পর্যাকুল
পরাজয় তীব্র পরাজয়?

১৩. তার কাছে প্রেম ছিল ব'লে
ভেসে গেছে সর্বস্ব আমার
তার কাছে প্রেম ছিল ব'লে
ভ'রে গেছে অকূল পাথার।

১৪. যে মুহূর্তে শূন্য, তাকে পাই।
পূর্ণ ক'রে রেখেছে সকলে—
তাই এত অক্লেশে ছড়াই
এই ধান পথে পথে জলে।

১৫. বলিনি। শোনার নেই কেউ।
সারারাত শুধু একটি তারা
ঢেউ আর ঢেউ আর ঢেউ
ঢেউ-এ ঢেউ-এ ঢেউ-এ হলো সারা।

১৬. যেন আর কোথাও ফেরার
কথা নেই; এমন প্রবাস
কেউ কারো ব্যথা বেদনার
ভাষাও বুঝিনা—বারো মাস—

১৭. ভালবাসতে চেষ্টা করো, দেখো
খুলে যাবে সব গ্রন্থিগুলি
ভুলে যাবে আঘাত অপমান
ভালবাসতে অভ্যাস করো না—

১৮. হাত ধরো, বিপরীত স্রোত
হাত ধরো, ধ'সে যায় পাড়
হাত ধরো, জলের পিপাসা
বড় বেশি তীব্র, হাত ধরো

১৯. কবি, তুমি একাকী দাঁড়াও
এই অন্ধকার তরুতলে
ওরা যাক ওরা চলে যাক
দলে দলে তীব্র কোলাহলে

২০. বলো, তুমি প্রেম দেবে কিনা
তাহলে সর্বস্বহারা নদী
এই নদী তীরে ব'সে থাকো
সে আসবে বলেছে সন্ধেবেলা

২১. সে আসবে বরণ ক'রে নিতে
সে গাইবে মধুরতম গান
তোমার দুঃখের—বেদনার
তাকে তুমি ভালবাস শুধু

২২. যেমন সহস্রদল জলে
প্রণতিমুদ্রায় তার দেহ
থরো থরো জরো জরো, দেখো
যেন না তরঙ্গ ওঠে কোনো

২৩. শুধুই একজন মাত্র? কেন?
আর কারো ভালবাসা নেই?
আর কোনো হৃদয়ের তলে
সোনার সহস্রদল নেই!

২৪. অকৃতার্থ বেদনার দাহ
ফুটিয়ে তুলেছে পদ্মখানি
তোমার নেবার সাধ্য নেই
দেবার? তা আরও সাধ্যাতীত!

২৫. এই নীল জেগে থাকাটুকু
তুমি মুছে দিওনা আকাশ
সেই ওষ্ঠপুটের পিপাসা
আমি তো দিয়েছি ভ'রে জলে!

২৬. যেন কোনোদিন তাকে নিয়ে
যাইনি সন্ধের নদীতীরে
দেখাইনি অনিবার্য জল
বলিনি ঃ আর একটু বসো, বসো

২৭. দেখিনা কখনো সোজাসুজি
অনুভবে মনে হয় আছো
সুদূরের গন্ধে চেতনায়
স্মৃতিবীজে বিস্মৃতির বীজে

২৮. তখনই উত্তীর্ণ হয়ে আসে
স্পর্শ করে অধরা মাধুরী
বেদনার সবটুকু জল
হৃদয়ের পিপাসা সম্বল

২৯. আজও রজকিনী হেঁটে যায়
এ হৃদয় ছুঁয়ে নীল শাড়ী
কবি অশ্রুবাষ্পময় একা
লেখে তার নামের বাহার

৩০. এই সেই আগুনের সেতু
দুটি প্রান্তে আমরা দুজন
এসো এসো করুণ মিনতি
চরাচর ব্যেপে ঝ'রে মন

৩১. যে জীবন ভালবেসে এই
মৃত্যুকে নিলাম দুটি হাতে
তুমি তার মাঝখানে থাকো
তুমি তার সবখানে থাকো

৩২. মনে পড়ে মনে পড়ে সব
তাই একে একে উঠে আসে
ডুবে যায় তরঙ্গমালায়
ভেঙে পড়ে ভেঙে ভেঙে পড়ে

৩৩. মাঝে মাঝে মুখোমুখি হলে
কিছুদিন ভারহীন বেলা—
বাকি সব আবরণে ঢাকা
বাকি সব অশ্রুবাষ্পময়

৩৪. এ আমারই দুর্বলতা, তাকে
তোমার দুহাতে দিতে চাই
তুমি চমকে তাকালে আমার
আকাশে বিদ্যুৎ জ্ব'লে ওঠে

৩৫. তুমি ব'লে গেছ, তার কোনো
অন্যথা হবেনা আমি জানি
তুমি চ'লে গেছ, তারও কোনো
মানে নেই কোনোখানে নেই

৩৬. তুমি হেসে ওঠো মনে মনে
তার ঢেউ ওমুখে ছড়ায়
আমাকে ব্যাকুল ক'রে তোলে
আমাকে পাগল ক'রে তোলে

৩৭. আমাদের কোনো স্মৃতি নেই
সায়ন্তন বিষাদ কেবল
আমাদের বিস্মৃতিও নেই
গ্লানিহীন শুধু অশ্রু জল

৩৮. কখনো দেখিনি ওই মুখ
ও মুখের আনন্দ সজল
বিষণ্ণতায় মোড়া ছিল
ছিল? নাকি কিছুই ছিলনা!

৩৯. এই সব, সবই যে আমার
একান্ত গোপন ব্যক্তিগত
তুমি কেন আড়ি পেতে থাকো
তুমি কেন ভাঙো যে আড়াল!

৪০. আমার বিশ্বাসটুকু থাক
থাক আমার নির্ভরতাটুকু।
এতে তোমাদের ক্ষতি হবে?
না হয় দাঁড়াবো সব শেষে।

৪১. এই পথে নিঃসঙ্গ হলেও
কেউ কেউ হেঁটে গিয়েছেন
কেউ কেউ যেতে যেতে এই
ভীরুকেও ডাক দিয়েছেন

৪২. এ পথের কথা নেই কোনো
কাহিনীবিহীন দিন রাত
তবু নির্দ্বিধায় দুটি হাত
আজীবন পাতে করতল

৪৩. তোমার মোহিনীমায়া দিয়ে
আমার মতন এ ভীরুকে
মুগ্ধ করা কখনো মানায়?
মুগ্ধ করা? লুব্ধ করা? বলো।

৪৪. আমার প্রার্থনা করা সাজে
বিশেষত বিরুদ্ধে মোহের?
তাহলে কী লিখব কী বলো
কী হবে তোমার ওই রূপে?

৪৫. জনম জনম হাম রূপ
নেহারলু—, তাহলে এখন
চোখ বন্ধ ক'রে চলে যাব?
চোখেরও ভিতরে আছে চোখ।

৪৬. চোখ তো দেখেনা, দেখে মন
তাকে আমি কী ক'রে বোঝাই
এই দ্রোহ এই সমর্পণ
এই কাছে, এই দূরে—, নাই!

৪৭. চোখে চোখ পড়ে, কাঁপে জল
চোখে চোখ পড়ে, কাঁপে মাটি
ধূ ধূ দিক দিগন্ত সম্বল
হৃদয় বলে কি সে কথাটি?

৪৮. হৃদয়ের কথা বলে কেউ—
বাতাসে আভাস লেগে কাঁপে
এ জীবনে এই মরণেও
প্রেমে—আর প্রেমের প্রতাপে

৪৯. এই না পাওয়ার দুঃখ প্রেম
এই না পাওয়ার সুখ প্রেম
এই না পাওয়ার দুঃখ সুখ
সায়ন্তন যমুনার জলে—।

৫০. কী দেবে? আমার চাই প্রেম।
কী দেবে? আমার চাই প্রেম।
তাই উদাসীন চলে যাই—
প'ড়ে থাকে মানপত্র জয়।

৫১. নিচু হয়ে কিছু কুড়োবো না
একথা বলেছি বহুবার
তবু পথে পথে ফেলে রাখো
জয় পরাজয়ের শিবিরে।

৫২. রাত হলে, রাত গাঢ় হলে
দেখা যাক বলা যায় কিনা
চরাচর জুড়ে কোলাহলে—
তুমি কী বাজবে বলো, বীণা?

৫৩. বলেছি তো। বলিনি? তাহলে
কী করে উঠেছ ফুটে তুমি
অনুতপা হৃদয়ের তলে?
কী করে পাগল বনভূমি!

৫৪. আরো আস্তে কথা বলো, আরো
মৃদুতম স্বরে, যেন আমি
মরণের পারে, দূরে আরো—
জেগে উঠি—বলি সম্ভবামি . . .

৫৫. লুকোনো আগুন দেখেছ কি?
জানোনা কীভাবে এই দাহ—
জলেরও ভিতরে? শোনো সখি
মৃত্যুমুখী জন্মের প্রবাহ

৫৬. আমি নিঃসন্দেহ। তুমি নও?
তা না হলে আগুনের সেতু
কেন সামনে? আরো স্নিগ্ধ হও
দগ্ধ হবে বলেছ যেহেতু

৫৭. এগুলি তাকেই, যার প্রেম
এগুলি যাকেই, তার প্রেম
আমি অন্ধকরতলে নেবো
দেব এই নিজেকে, নিজেকে।

৫৮. জীবনকে দেখেছি যেমন
মৃত্যুকেও তেমনি নিকটে
কাকে দেব কাকে এই মন?
সবাই লুটোয় দেহতটে।

৫৯. সেই সব ভেসে যাওয়া দিন
স্থির হয়ে আসে একে একে
হাত পাতে শোধ নিতে ঋণ
আমি যাই কী লিখে কী রেখে?

৬০. কিছুই হলোনা ব'লে এত
ভালবাসা দিলাম তোমাকে—
তুমি তা জানোনা, যদি যেত
দিতেনা এভাবে যাকে তাকে

৬১. তিনি এই ঘরে একদিন
আমাদের মতই ছিলেন
সেই স্মৃতি কাহিনীবিহীন
ক্রশ করে বইতে দিলেন

৬২. আমার একাকী থাকা ভালো
আমার একাকী থাকা ভালো
বলতে বলতে উড়ে যায় পাখি
ডানায় দু'একটি শব্দ ফেলে

৬৩. তোমার কথার কথা আজও
আমাদের অকূলে ভাসায়
তোমার ব্যথার কথা আজও
ফুল হয়ে ফুটে ওঠে জলে

৬৪. তাকে তাকে ডেকে যদি বলি
ভালবাসি, তার চোখে জল
ভাসাবে ব্যাকুল বনভূমি
এমনকি সমস্ত আকাশ

৬৫. তাকে ভালবাসতে শেখাব
শেখাব চুম্বন দিতে নিতে
তাই চাই কেঁদুড়ির মাঠ
যা নেই যা হারিয়ে গিয়েছে

৬৬. এ আমার একান্ত গোপন
কারো নয়, কারো জন্যে নয়
এমন কি তোমারও তোমারও
তুমি শুধু নিমিত্তের হেতু

৬৭. কোথাও দুর্বোধ্য কিছু নেই
ভালবাসি শুধুমাত্র এই
ভালবাসি শুধুমাত্র তাকে
সে বাসে বাসুক খুশী যাকে

৬৮. এই প্রেম কামগন্ধহীন
ফুটে ওঠে সহস্রটি দল
সেখানে সমস্ত রাত্রি দিন
আমাদের একটি কমল

৬৯. আমি সেই বাউলের কাছে
শিখেছি এমন চন্দ্রভেদ
তোমাকে শেখাতে চাই, পাছে
তুমি করো অহেতুক জেদ

৭০. ছোটো ছোটো দুঃখের ভিতরে
ছোটো ছোটো সুখের ভিতরে
টলোমলো করে ওঠো তুমি
আমাকে ওপারে যেতে ডাকো

৮৬. শুধু এই শুধু এই শুধুমাত্র এই?
কী করি, এছাড়া কই কিছু!
নিরভিমানের জলে সেই
ফুটে পদ্ম—ও মুখের পিছু

৮৭. পুরনো সখির মতো যদি
সহসা এখানে এসে পড়ো
আমি তবে সকাল অবধি
সব তারা করে যাব জড়ো

৮৮. ততক্ষণে তুমি চলে গেছ
পড়ে আছে ছেঁড়া পাতা ছাই
'তবে তুমি এসেছ এসেছ'
ব'লে হাসবে রাত্রির কাঁসাই

৮৯. চোখে আজ কেন এত মেঘ?
কেন ঢেকে ছিল সব তারা?
কেন ভয়, কিসের উদ্বেগ?
দেখ, আমি ভেবে ভেবে সারা।

৯০. তোমাকে কি বলা যায় কিছু?
যায়না। তা ভালোভাবে জানি
তাই সকলের পিছু পিছু
দাঁড়াই—তাতেও কানাকানি!

৯১. সব ঠিক থাকে, ছায়া আলো
দুপুরের বিকেলের সবই
কে যেন কে তবুও লুকালো
চোখের আকাশে—খোঁজে কবি

৯২. ধীরে ধীরে ধুলো জমে ওঠে
কখন যে নেমে আসে ছায়া
কোথাও তখন যেন ফোটে
সেই ফুল মেলে তার মায়া

৯৩. মনে তার পড়েনা কখনো
কেউ জেগে আছে জানালায়
চেয়ে আছে আরো একজনও
পৃথিবীর সুদূর সীমায়

৯৪. সাহস হলোনা কোনোদিন
ভীরুকে কে চায়—এই তার
ভালো, শোধ করে যাক ঋণ
যদি নামে হৃদয়ের ভার

৯৫. তুমি কি কখনো হেঁটে যাবে
পথে পথে সারাটা দুপুর?
তুমি কি কখনো খুঁজে পাবে
আমাদের হারানো নূপুর!

৯৬. আমি ভুলে যেতে চাই সব
আমি মুছে দিতে চাই সব
স্মৃতিকলরব থেকে দূরে
চ'লে যেতে চাই ঘুরে ঘুরে

৯৭. কোনো মানে নেই মিছেমিছি
এরকম ছেলেমানুষীর—
টিটি পড়ে যাবে, একি ছিঃ ছিঃ
একি প্রেম রঙকিনীটির!

৯৮. কেন যে এমন হয়! সে তো
কেউ নয়! তবু হু হু হাওয়া
তবু জল চোখে জল এতো!
তবু চাওয়া তবু শুধু চাওয়া!

৯৯. কিশোরী, চেনোনা কিছু, তাই
এমন বোকামী ক'রে এলে
এক্ষুনি তো বাজাবে সানাই
ভেজাবে হলুদ জল ঢেলে!

১০০. বলো, যাও, বলো, যাও, এসো—
তা না হলে সমস্ত সমাজ
দেখে নেবে একেবারে শেষও
বিনা মেঘে পড়তে পারে বাজ

১০১. দেখ আমি হাত রাখি হাতে
চোখে চোখ ঃ ঝ'রে যায় জল
কোথায় যাবে এ ঝড়ো রাতে?
এ সবই চাতুরী আর ছল?

১০২. তোমার শরীর থেকে উঠে
যে আসে আমার কাছাকাছি
তার দুটি ভেজা ওষ্ঠপুটে
কয়েকটি মুহূর্ত আমি বাঁচি

১০৩. চলো যাই যেদিকে দুচোখ
যায়, ফিরে তাকাক সকলে
হাজার মরণ হয় হোক
লোকে লোকে চলো যাই চ'লে

১০৪. তুমি লেখো চাঁপার আঙুলে
আমি কবি চেয়ে দেখি শুধু
আমার কলম গেছি ভুলে
লেখো এ চোখের ধূধূ ধূধূ

১০৫. এখন যে দেবে হাতে জল
তাকেই সর্বস্ব দিয়ে যাব।
সুদূর নদীর ছলছল
পিপাসার মুঠোতে কুড়াব।

১০৬. ভালবাসা, কতদূর যাবে?
আমি যে পারিনা আর, থামো,
সেও কি? এ কেমন স্বভাবে
বলো, নামো, নেমে এসো, নামো!

১০৭. জানো তো কেমন ভীরু, তবে?
ভিড়ে কোলাহলে কেন চাও?
আমার ব্যাকুল পরাভবে
জানি কী ও দুহাতে বানাও।

১০৮. ছুঁয়েছি তোমাকে গতকাল
আজ তার লেগে থাকা ভয়
থরো থরো এনেছে সকাল
যাব, যদি শুধু দেখা হয়

১০৯. একবার নাম ধ'রে ডাকি
একা একা নদীটির তীরে—
একি খুব বেশি সাধ নাকি
বেশি সখি, এ ধীর সমীরে?

১১০. খুবই পুরনো কথা তাই
ঘুরে ফিরে আমরা শোনাই
তিলে তিলে হয় তা নতুন
এই তার দোষ এই গুণ

১১১. ওই দেখ বিকেলের মেঘে
আঁচলের রঙ গেছে লেগে
ওই দেখ সন্ধ্যার তারা
তোমার টিপেই দিশেহারা

১১২. ঘর নয়, ঘরে নয়, সখি—
একথায় কেন কেঁপে ওঠো!
সেই পথ, বলো মন্দ কি
শীতের বিকেল বড় ছোটো।

১১৩. যেদিকে তাকাই সেই চোখ
সবার ভিতরে সেই তুমি
কিছু যদি না হয় না হোক
থাকুক এটুকু, সখি, তুমি।

১১৪. থাকুক এটুকু ভুল চোখে
থাকুক এটুকু অনুভব
তুমি দাও দ্যুলোকে ভূলোকে
মুঠো মুঠো, নাও এই স্তব।

১১৫. দেখা নাই হলো সখি, আজ
ছুঁয়েছি কয়েকটি নীল স্মৃতি
নেমেছে আকাশ গেরুবাজ
মাটিতে মাটিতে যথারীতি

১১৬. মনে করো অরূপ কথার
মাঠে আমি হারিয়েছি পথ
যেদিকে তাকাই কবেকার
ঝুরিময় জটিল জগৎ—

শুধু তুমি ঘুমিয়ে রয়েছ
ভুলে যাওয়া রুপোর কাঠিতে।

১১৭. কোনো পথই যায়নি ওখানে
প্রবাদের কথাগুলি ভাসে
যমুনার জলে আর গানে—
সে হাসে, চোখের জলে হাসে

১১৮. বহুদিন গেছে পথে পথে
আজ নয় এ ঘরে কাটুক
আজ নয় ও কোরক হতে
ভিজে যাক পিপাসার বুক

১১৯. কী দেখেছো তুমি দেবদারু?
কোথায় কিসের শব্দ হলো?
আমি কি খেয়েছি চুমু কারো?
ঠিক আছে যাকে যা খুশি বোলো।

১২০. তবু আমি মনে মনে তাকে
হাতে ধরে পার করি সাঁকো
সে আমাকে সেও তো আমাকে
এই গল্প, একে ঢেকে রাখো।

১২১. কেউ না, কিছু না, হাওয়া, চলো
ফেলে আসা স্মৃতিগুলি আনি
ভুলে যাওয়া কথাগুলি বলো
তারারা করুক কানাকানি

১২২. কে পড়ে? কেউ কি পড়ে? পড়ে?
তোমার নিজের জন্যে? তার
জন্যে পথে পথের শহরে
তাকাবার আছে কি দরকার!

১২৩. সে এসে দাঁড়ায় চোখ তুলে
ধ্যানে ব্যবধানে সোজাসুজি
দম বন্ধ হয় এলোচুলে
অনেক বুঝিনা কিছু বুঝি।

১২৪. তোমার অনেক আছে, ওই
মাঠে মাঠে সোনাঝরা ধান
আমারও এ জলের অথৈ
সুখের দুঃখের অবসান।

১২৫. ভুলও তুমি। নও? তবে কার
দোষে শোষে বুক থেকে সব
বাদুড়েরা, ঝোলে হাহাকার
পরতে পরতে পরাভব!

১২৬. বলি, থাম, হয়নি এখনো?
সবই কি সবার হয়? বৃথা—
খোয়ালো শরীর তার, মনও
বলে, আয় আয় বলে চিতা।

১২৭. মাঝে মাঝে ঢেলে দেয় মনে
নীল হয়ে ওঠে সব শিরা
সকলে শুধায়—জনে জনে
এমন কি অরুন্ধতিরা

১২৮. এত লেখো, কোনোখানে নেই
খুঁজে খুঁজে পড়ি নিচু হয়ে
বুঝিনা কেন যে দুচোখেই
আমি কাঁপি কেঁপে উঠি ভয়ে!

১২৯. এই ভোর দু'হাতে লুকোয়
গেরুয়া লালের আভা যতো
আমার ঈশ্বর তত ছোঁয়
গভীর গোপন কান্না ততো

১৩০. আমি সত্যি কথা যদি বলি
চূড়ান্ত সাহসে ভর ক'রে
শরণার্থী সন্ন্যাসী অঞ্জলি
থরো থরো সামনে মেলে ধরে

১৩১. আমার চর্যার পদাবলী
তুমি পড়ো গুহার ভিতরে
একজন এগলি ওগলি
শহর বাংলায় কাঁপে ডরে

১৩২. শব্দভীরু জোনাকির ঝাঁক
উড়ে যেত কবিতা লিখলেই
গন্ধেশ্বরী নদীটির বাঁক
সাপেক্ষ সহজ সন্ধ্যাতেই

১৩৩. যতো ওরা খুঁজে ফেরে বাড়ি
যতো ওরা খুঁজে বসবাস
রজকিনী ততো তাড়াতাড়ি
বলে, চ'লে এসো চণ্ডীদাস

১৩৪. তোমার প্রেমের চেয়ে দামী
কী আছে জানিনা পৃথিবীতে
সর্বস্ব হারানো আমি, আমি
বলেছি সমস্ত অদীক্ষিতে

১৩৫. এমন অনপনেয় মুখ
এমন আকাশ কাঁপা চোখ
অকবিকে করেছে উৎসুক
লেখাতে, বানাতে ক'টি শ্লোক

১৩৬. না হয় সামান্য কম পাবে
তবু লেখা থামিয়ে হঠাৎ
একবার দু'বার তাকাবে
অনুতপা, পেতেছি এ হাত

১৩৭. কী হবে কী হবে বলো ক্ষতি
যদি তুমি শেখাও আমাকে
ওই নীল ব্যাকুল পদ্ধতি
প্রতিটি চূড়ান্ত বাঁকে বাঁকে?

১৩৮. আমাকে সাহসী করো এসে
আমাকে সর্বস্বহারা করো
ভালবেসে শুধু ভালবেসে
যা আছে সেটুকু তুমি ভরো

১৩৯. এও তো তোমারই প্রেম সখি
নাইবা দাঁড়িয়ে থাকি আজ
নাইবা অপেক্ষা করি আজ
এই যে এই যে চোখাচোখি

১৪০. জড়িয়ে রয়েছ ব'লে এত
ছড়িয়ে রয়েছ সখি, তুমি
যে চোখে বিদ্যুৎ সে তো সে তো
তোমারই তোমারই মনোভূমি

১৪১. আমি শুধু চেয়েছি তোমাকে
তাই পথ করেছি সম্বল
জন্ম জন্মান্তর বাঁকে বাঁকে
পাইনি চোখের কোনো জল

১৪২. সরিয়ে নিওনা ওই চোখ
চেয়ে থাকো শুধু চেয়ে থাকো
চিরকাল তোমার আলোক
দিয়ে ঢাকো শুধু ঢেকে রাখো

১৪৩. ওই রূপ জনম অবধি
দেখে দেখে বেড়েছে পিপাসা
জন্ম যায় জন্মান্তর, যদি
চোখে চোখ পড়ে, এই আশা

১৪৪. হাতে আনি শূন্যতা কেবল
তুমি পূর্ণ করো করতল
তুমি আনো অফুরন্ত ঢেউ
আমি বুকে শুষে নিই সেও

১৪৫. এসবই গোপন ব্যক্তিগত
লুব্ধ লোকচক্ষু ফাঁকি দিয়ে
এভাবে গিয়েছি ক্রমাগত
মোহনায় নিজেদের নিয়ে

১৪৬. আজ দৃষ্টি ফেরাতে দেবোনা
আজ নেবো আসমুদ্র শুষে
এই চোখে—কিছুই নেবো না
অন্য কিছু—চোখের গণ্ডুষে

১৪৭. গতকাল শেষ দেখা হলো
আমাদের কথাই হলো না
কথা তো একটিই, বলো, বলো?
আমাদের সে কথা হলোনা?

১৪৮. রজকিনী, কবিতা পড়ো তো?
কবি লেখে তোমাকে নিয়েই
যত তুমি চেয়ে থাকো ততো
বেজে ওঠো পদাবলীতেই।

১৪৯. কিশোরী, কবিকে এত দিলে!
কিছু নেই কবির দেবার।
শুধু রইল আকাশের নীলে
নিবিড়তা শুভ্র বেদনার।

১৫০. জলে তার নাম লেখা কবি
তোমারই মানায়! দেখ স্থির
ধ্রুবতারা ঘন রাত সবই—
এমনকি বাসুলী মন্দির

১৫১. কবির কি নাম থাকে কোনো?
নাম থাকে নাকি কিশোরীর?
অরূপা সে, নেই তার মনও
সে কখনো মেলে না শরীর।

১৫২. তোমরা জানো না কোনো কিছু
আমরা মায়াবী পথে পথে
দিনের রাতের পিছু পিছু
ঘুরে বাড়ি ফিরি কোনোমতে।

১৫৩. বুঝে দেখি ভুল, তবু ভুলে
এ হৃদয় খুঁজে ওই মুখ
ওই চোখ দুটি শুধু তুলে
তাকাবে ঃ ভীষণ উন্মুখ

১৫৪. সব কথা বলিনা সাহসে
সব কিছু দেখিনা সভয়ে
দুটি একটি তারা পড়ে খ'সে
কুড়োই কি যেন একটা জয়ে

১৫৫. এসেছিলে পুরনো প্রথায়
চলে গেলে নতুন আঙ্গিকে
শুধু চেয়ে আছে নির্দ্বিধায়
সজল দু'চোখ দিকে দিকে।

১৫৬. চোখের কী দোষ, যদি কেউ
শুষে নেয় ভ্রূভঙ্গিতে ঝুঁকে
যদি মুখে চোখে ঢেলে ঢেউ
এভাবে দাঁড়ায় সম্মুখে!

১৫৭. কিছুই জানোনা তুমি, জানো?
তাই এত পবিত্র সুন্দর।
পৃথিবীতে সমস্ত বানানো
ছুঁতে পারেনা তোমাকে নশ্বর।

১৫৮. তোমার শরীর দেখি না যে!
তুমি এত কামগন্ধহীন
যে, হৃদয় শিরাগুলি বাজে
বাজে জন্ম জন্মান্তরীন

১৫৯. ওই চোখে চোখ রাখলে দেখি
সব গল্প সমস্ত কাহিনী
ঝ'রে যায় ভেসে যায়, একি!
অচেনা অথচ যেন চিনি!

১৬০. ব্যঙ্গ করে বলি, আমি কবি
তুমিই একমাত্র সে তো বোঝো
কাঁদো তাই, জলে ভেজে সবই—
শব্দগুলি নিচু হয়ে খোঁজো

১৬১. সামনে থরো থরো শাদা হাত
সামনে ঝরো ঝরো নীল চোখ
সামনে পদ্মপাতার এ রাত
এক বিন্দু জল হয় হোক

১৬২. এরকম দুপুরের কাছে
সমস্ত সম্পদ জমা আছে
এরকম দুপুরের কাছে
করজোড় ঃ পাপ হয় পাছে

১৬৩. তোমাকে শেখাতে গিয়ে দেখি
আমার সমস্ত লেখালেখি
ছেঁড়া পাতা ধুলো বালি ছাই
শব্দগুলি রেখেছি বৃথাই

১৬৪. আমাদের কোনো কথা নেই
আমাদের নেই প্রতিশ্রুতি
হৃদয়ের তলে দুজনেই
ভাসিয়েছি অন্তিম বিভূতি

১৬৫. বহুদিন পরে দেখা হলে
বহুদিন পরে একদিন
দেখা হলে হৃদয়ের তলে
দেখো কতো জমে আছে ঋণ

১৬৬. তোমার অনন্ত সম্ভাবনা
আমার দেবদারু পাতাগুলি
বলবোনা কিছুই বলবোনা
ভুলে যেও, ভোলো, যেন ভুলি।

১৬৭. ক্লাশ নেই আর ক্লাশ নেই
আর কোনোদিন ক্লাশ নেই
শুধু আছে দেবদারু পাতা
শুধু আছে বিষণ্ণ মর্মর।

১৬৮. অধিকার ক'রে আছ মন
ভ'রে আছে এ চির দুপুর
কী করছ কী করছ এখন?
হারিয়েছ পায়ের নূপুর?

১৬৯. আমি হারিয়েছি কিশোরীকে
তার দুটি চোখের আকাশ
এ দুপুরে তাই দিকে দিকে
হু হু ক'রে ছুটেছে বাতাস

১৭০. আমি কবে চ'লে যাব তার
ঠিক কি, তোমার এই শুরু
ছুঁয়ে দেখ আলো ও আঁধার
ধূপ জ্বালো দীপ ও অগুরু

১৭১. তাকে আর পাবে না কখনো।
পেয়েছি কি? তবে কেন আর
মনোভার? জীবন মরণও
খালি হাতে শুধু হাতে যার—

১৭২. কেন যে বিষয় হয়ে এলে!
আমি করতে চাই বস্তুলাভ
আছি গঙ্গাতীরে ধুনি জ্বেলে
এই আছি এই নেই স্বভাব।

১৭৩. কেন অত বিদ্যুৎ চমকালো
ওই দুটি চোখের আকাশে?
গতকাল ভালো আছো? ভালো?
আজ বৃষ্টি? সন্ধ্যার বাতাসে?

১৭৪. ভোরে উঠে মনে হলো, তুমি
শীতের তারার মতো একা
জেগে আছ আনত আভূমি—
শুধু ধ্যানে এটি যায় দেখা।

১৭৫. সেই থেকে পথে পথে ঘুরি
স্নান নেই গান নেই কোনো
ও চোখের স্পর্শের মাধুরী
লেগে আছে এখনো এখনো।

১৭৬. তোমার চোখের ভাষা আমি
বুঝিনি ঃ ব্যাকুল দুটি হাতে
ছিল শুধু মাটির প্রণামী?
কেঁপে গেছি দৃষ্টির সম্পাতে।

১৭৭. দেখ দেখ ভোরের আকাশে
কয়েকটি ঋষি ও দেবতারা
পৃথিবীর প্রেম দেখে হাসে
কবে সেই মাঠে যেতো যারা

১৭৮. আজ তুমি আসোনি বলেই
এত হাওয়া এত হু হু হাওয়া
দেবদারু পাতারা ঝরছেই
আমি ব'সে যেন ভূতে পাওয়া

১৭৯. আমি কার মুখ চেয়ে আর
বোঝাবো মায়াবী মহাযান
বুঝে নেবো চোখের ভাষার
ধ্বনি ও ব্যঞ্জনা মূল্যবান

১৮০. চোখে এত ব্যথা! মনে তবে
কী যে ছিল, কখনো বুঝিনি
তুমি কি আমার পরাভবে
চলে গেলে? কিছুই বুঝিনি?

১৮১. যদি একবার যাই বাড়ি
তুমি কি অবাক হয়ে যাবে?
ছুটে এসে খুব তাড়াতাড়ি
সরাসরি অমনি তাকাবে?

১৮২. সব আছে, নেই চোখ দুটি
চোখের সজল থরো থরো
ছুটি হয়ে গেছে কবে ছুটি
শীত আর শীত জরো জরো।

১৮৩. আমি তার বাড়ি যাব মেঘ
আমি তার বাড়ি যাব হাওয়া
যাব, তার কিসের উদ্বেগ?
কোথাও তো নেই দাবি দাওয়া

১৮৪. কিশোরী, অপাপবিদ্ধা, শোনো
আমি এক প্রায় প্রৌঢ় কবি
আমাকে কি লেখায় কখনো
এই লেখা? ভুলে যাও সবই।

১৮৫. এ কার নির্দেশে তুমি এসে
করে গেলে এই পঞ্চতপা
নক্ষত্রখচিত নীল বেশে?
আমি ডাকি তোমাকে অজপা

১৮৬. তোমাকে কি ছুঁয়েছি কখনো?
ছুঁয়েছি? চোখের ছোঁয়া ছোঁয়া?
দেখেছে বন্ধুরা? লোকজন ও?
ছুঁয়েছি পবিত্র করতোয়া।

১৮৭. এভাবে আমাকে এইভাবে
কেন যে পিছনে টেনে নিলে!
তীরে রেখে নদীর স্বভাবে
চলে গেলে বিজন নিখিলে।

১৮৮. এইভাবে ভ্রষ্ট করো ব'লে
দুটি হাতে গার্হস্থ্য সন্ন্যাস
ভাসিয়েছি কাঁসাইয়ের জলে
তোমার ভিতরে করছি বাস।

১৮৯. এসো আমি প্রমাণ করবো না
যে তুমি লিখিয়ে নিচ্ছ সব
এসো আমি কাউকে বলবোনা
তোমার চোখের কলরব।

১৯০. তুমি যদি না আসো তবুও
কথা বলবে দেবদারুর পাতা?
শ্রাবণ আশ্বিন দেবে দুয়ো?
হেসে উঠবে সৌরপরিত্রাতা।

১৯১. তোমাকে উৎসর্গ করি যদি
কাথাও কি হবে হুলুস্থুল
হলেই বা, সকাল অবধি
দুজনে ফোটাবো তীব্র ফুল।

১৯২. এসো না সাহস করে বলি
ভালবাসি ভালবাসি শুধু
কেন যাব এগলি ওগলি
আমাদের পথ করছে ধূ ধূ

১৯৩. সব কথা লেখা ভুল হলো?
কী কথা কবিতা? আমাদের?
কী ব্যথা? চোখের সেই জলও
যা বলেনি কখনো তাদের?

১৯৪. এখন এ অন্ধকারে আর
কাউকে কি ভালবাসতে পারি?
এখন এ বয়সের ভার
নিতে দুঃসাহস শুধু তারই।

১৯৫. কেউ কথা বলিনি কখনো
কেউ কথা বলিনি কিছুই
কেউ এ শরীর এই মনও
দেখিনি ঃ তাহলে কাকে ছুঁই?

১৯৬. স্পর্শাতীত তাকে ছোঁয়া যায়?
তা না হলে এই অনুভব
হৃদয়ের শিরায় শিরায়
বলো সখি, কী করে সম্ভব!

১৯৭. . . তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে . . চিরকাল
নদী, তবু নদী না যমুনা
কাকে ডাকবে কালের রাখাল
সে তবে কি জেনেছে অধুনা?

১৯৮. এই দেখ জলের সিঁড়িতে
নাম ধ'রে ধ'রে নেমে যাই
কোথায় সে পদ্মের পিঁড়িতে
ব'সে আছে, জানিনা কাঁসাই।

১৯৯. জানিনা কোথায় তার চুল
জড়িয়েছে আমার সত্তাকে
সেই নিজে হয়েছে যে ভুল
কী করে সরিয়ে রাখি তাকে!

২০০. তোমরা এ সামাজিক দায়
চাপাবে চাপাও এই কাঁধে
দেখ দুটি দেহ ভেসে যায়—
মৃতদেহ—কেমন অবাধে!

২০১. কতটুকু? শুধু খাতা থেকে
চোখ তুলে চোখে রেখেছিলে।
কতটুকু? শুধু খাতা রেখে
একরাশ ফুলে ঢেকেছিলে।

২০২. হাতে কিছু নেই যে বসাই
ওই শাদা মুখের উপমা
যাই লিখি কেবল বৃথাই—
এ কবিকে করো তুমি ক্ষমা।

২০৩. এগুলি কি হতে পারে শ্লোক?
এগুলি কি হতে পারে গান?
এগুলি কি ওই দুটি চোখ
ঠিক এঁকে দেবার সমান?

২০৪. কী হলো কবিকে মুগ্ধ ক'রে
কী হলো কবিকে দগ্ধ ক'রে
কী হলো কবিকে একা রেখে
চ'লে যেতে যেতে ফিরে দেখে!

২০৫. প্রার্থনা করেছি কতোদিন
আমাকে প্রেমের কবি করো
তুমি সেইটুকু মাত্র ঋণ
শোধ করতে কাঁপো থরো থরো!

২০৬. ভুলে যাব ভুলে যাবে কবে
কোথায় কে ছুঁয়েছিল চোখ
জীবনের জটিল স্বভাবে—
খুঁজে পাবে তখন এ শ্লোক?

২০৭. ভুলে যাব তবু একদিন
অনেক অনেকদিন পর
একদিন কাহিনীবিহীন
দেখা হবে জলের ওপর

২০৮. এই ব্যক্তিগত দুর্বলতা
ভাসাব কাঁসাই নদীজলে
আজ থাক ঃ থাক তার কথা
ভাবি আজ রাত্রি গাঢ় হলে

২০৯. ভুলেছি কি? ভুলিনি বলেই
পাগলের মতো যে তোমাকে
ছুঁয়ে আছি লেখার ছলেই
পথের এ অনিবার্য বাঁকে

২১০. এখানে এখানে আজ চাঁদ
এখানে এখানে আজ হাওয়া
ওখানে ওখানে কেন বাঁধ
বাঁধে ওরা, করে দাবি দাওয়া?

২১১. নিচু হয়ে এলোমেলো চুলে
ঝুঁকে পড়ছ বৌদ্ধ যোগাচার
আমি মনে মনে খাতা তুলে
তোমাকে জ্বালাচ্ছি বার বার

২১২. স্বপ্নে চলে এসো এইখানে
মুখ ঢেকে তারার আঁচলে
চলে এসো মেঘের শাম্পানে
চলে এসো শ্রাবণের জলে।

২১৩. দাঁড়াও সম্মুখে চেয়ে থাকো
ওই দীর্ঘ চোখে, আমি মরি
ওপার ওপার থেকে ডাকো
আমাকে, তোমাকে আমি ধরি।

২১৪. তোমার মুখের দিকে চেয়ে
কেন বাড়ে কলঙ্কের ঋণ
তোমার মুখের দিকে ধেয়ে
কেন যায় চিত্রিত হরিণ!

২১৫. তোমাকে কোথায় নিয়ে যাব?
আর আমার কেঁদুড়ির মাঠ
কোথায় যে ছুঁয়ে চুমো খাব
পেরোব এ দুঃখের চৌকাঠ!

২১৬. আমাকে জাগিয়ে রাখো আজ
তোমাকে জাগিয়ে রাখি আমি
আকাশে আকাশে গেরুবাজ
জ্বেলে যাই তারার প্রণামী।

২১৭. তুমি যেন শতাব্দীর নট
ভুলে যাওয়া পুঁথির পাতার
আমি এক অর্বাচীন পট
রূপকথার বিরহ কান্তার

২১৮. তোমাকে যে গান্ধার রীতিতে
ভালবাসতে হল বিস্মরণ
সায়ন্তন ব্যথা দিতে নিতে
ছুটি হল ছুটির মতন

২১৯. কোন সেই ভোর থেকে শীতে
চেয়ে আছে শুকতারা তার
ব্যথার তামসী রাত দিতে—
আমাকে? আমাকে মহাভার!

২২০. প্রেমে কোনো সুখ নেই সখি
কেবল দহন দাহ জ্বালা—
তবু তুমি চেয়ে থাকো! ওকি
পরাগসম্ভব ফুল মালা!

২২১. তুমি তো জানোনা তাই এত
দুঃসাহসে ঝাঁপ দিতে চাও
মুগ্ধ করো কবিকে যে সে তো
তোমারই কলস—ভেঙে দাও

২২২. বুঝিনি, বুঝেছো তুমি আগে?
দেখা তো হয়েছে কতো আরও
সহসা আরক্ত সংরাগে
ফুটে উঠলো, কী হলো আমারও!

২২৩. দেখ সখি এ সকাল চেয়ে
ফুটে আছে নিয়ে এ হৃদয়
পরাগসম্ভব আলো ছেয়ে
দিয়েছে সে এ পৃথিবীময়।

২২৪. ওঠো সখি এমন সকালে
প্রেমের কান্নায় দেখ ভেজে
ঘাসের পৃথিবী মায়াজালে
আমাদেরও ব্যথা থাকে না যে!

২২৫. এসময় যদি তুমি আজ
ফেলে সকালের সব কাজ
চোখ রাখো আমার এ চোখে—
ভরে যাবো মায়াবী আলোকে

২২৬. ছুঁতে চাই পবিত্রতা নিতে
ওই দুটি হাত থরো থরো
একবার কখনো চকিতে
অপেক্ষাকাতর জরো জরো।

২২৭. ওকে তুমি নিয়ে যাও ওকে
না হলে উন্মাদ হয়ে যাবো
যেন না তাকায় ওই চোখে
তাহলে প্রকাশ্যে চুমো খাবো।

২২৮. ও যেন না আসে দেবদারু
জলময় আঘাতে আঘাতে
যেন না হৃদয় ভাঙে কারও
তুমি দেখো ও আসেনা যাতে।

২২৯. কী হবে এভাবে জলে ভেসে
শীত, শীতে সমস্ত শরীর
কেঁপে উঠছে, ওকি হেসে হেসে
দু'চোখে আকাশ হল থির!

২৩০. কোথায় কীভাবে এতদিন
ছিলে তুমি? অবেলায় এসে
এত আলো ছড়ালে রঙিন—
কী করব কী করব ভালবেসে।

২৩১. আমি সেই কিশোরীর কাছে
কেউ না যে কিছু না কিছু না
তবু তো পটের ছবি আছে—
তন্বীশ্যামা শিখরী দশনা

২৩২. ছড়ায় ছবিতে আঁকা মেয়ে
উঠে এলে ফেলে রূপকথা
দেখলে গভীর চোখে চেয়ে
কবির চটুল চপলতা

২৩৩. উঠে যদি এলে গেলে কেন
আমাকে বসিয়ে পথে, ঘরে
সমস্ত দিনের শেষে যেন
আক্ষেপানুরাগের প্রহরে

২৩৪. এসব তো জানো তুমি সব
গ্রহণ করেছ হাসিমুখে
অনুক্ত সংলাপ কলরব
স্নেহার্ত পবিত্র ওই বুকে

২৩৫. আজ ওকে নিয়ে ব্যর্থ কবি
একা একা জাগে সারারাত
গেছে তার জপধ্যান সবই
গেছে তার বাজাবারও হাত

২৩৬. এক জন প্রায় প্রৌঢ় লোক
একজন পবিত্র কিশোরী
পথে পথে ছড়াল স্তবক
কেয়ূর কুণ্ডল সাতনরী

২৩৭. কুড়োল না অন্ধের সমাজ
পা মাড়িয়ে পা মাড়িয়ে যায়
মূর্চ্ছিতা সে রজকিনী আজ
কবি কাঁদে আত্মার হত্যায়

২৩৮. একবিংশ শতাব্দী অবাক
আশ্চর্য সংহিতা আর পুঁথি
দুটি মৃতদেহ ভেসে যাক
লুব্ধচোখ দেখে ইতিউতি

২৩৯. ওই চোখ চোখের আকাশ
শুধু নীল ধূধূ নীল নীল
ঠিক কেটে যাবে বারোমাস
আমাদের ঃ মায়াবী নিখিল!

২৪০. তোমার চোখের দিকে চেয়ে
ভেতরে শ্রাবণ আসে ধেয়ে
শ্রাবণের ভেতরে আগুন
অন্ধকার সমুদ্রের নুন

২৪১. কী হলো কী হলো বলো দেখি
কেন এ ভেতর ঘরে এলে
স্পর্শাতীত ব্যথাতুর? একি
করেছ সহসা আলো জ্বেলে!

২৪২. একি প্রেম? আমি তো নারীর
সশরীর ভালবাসা জানি
তুমি অবয়বহীন স্থির
দাঁড়ালে মায়াবী মূর্তিখানি।

২৪৩. আজ মেঘলা দিন ছিল, যদি
তুমি আসতে, এলোমেলো হাওয়া
একটি ভীরু শীর্ণ শাদা নদী
দুটি দীর্ঘ চোখে তীব্র চাওয়া

২৪৪. যদি বসতে সন্ধ্যার কিনারে
চোখে জ্বলত মঙ্গল আরতি
যদি বলতে বলতে বারে বারে
ভালবাসি ঃ কী বা হতো ক্ষতি?

২৪৫. সব স্বপ্ন, সত্যি নয় কিছু
তাই চলো স্বপ্নের ভিতরে
দুজনে দুঃখের পিছু পিছু
আমাদের ব্যক্তিগত ঘরে

২৪৬. যে ঘরে একদা রজকিনী
জেগেছিল নিকষিত হেম
সে বস্তু সে ঘর জানি চিনি
সে পথ, সেই হলো প্রেম

২৪৭. তুমি হাত ধ'রে নিয়ে চলো
কী ভীষণ অগ্নিময় সাঁকো
আকাশে কি বিদ্যুৎ চমকালো!
ছেড়ো না, ছেড়োনা ধ'রে রাখো

২৪৮. এই নাও প্রতিমা আমার
ধূপ দীপ পুষ্প কমণ্ডলু
বীজ মন্ত্র সমিধ সম্ভার
জনম অবধি নেহারলু . . .

২৪৯. তোমার তোমার চোখ দেখে
মনে পড়েছিল শ্রীরাধার
অশ্রু আঁখি—বৈষ্ণব কবিকে
তুমি দিয়েছিলে উপহার—

২৫০. ওই দৃষ্টি সম্পাতে আলোক
মঞ্জরিত হয়েছে, আকাশে
শ্রাবণ মেঘের মায়ালোক
এখনো বিদ্যুতে বজ্রে ভাসে।

২৫১. এই সবই পুরনো প্রাচীন
এই সবই রেখেছে সময়
এই সবই আছে চিরদিন
নেই? বলো, বলো না অজয়।

২৫২. তোমার ও চোখে কবি মরে
ও চোখে বেঁচে যায়
তোমার ও চোখের অম্বরে
কবি দেখে বিদ্যুৎ চমকায়

২৫৩. টেনে নাও জীবনের দিকে
জেনে নাও মরণের কথা
সে তবে কি বাঁচাবে কবিকে
ছিঁড়ে ঘন জঙ্গলের লতা?

২৫৪. যদি দেবে দাওনা সহজে
আমি বৃষ্টি ভালবাসি, তুমি?
রোদ্দুর? ভালো তো যাব ম'জে
চাও তো ঘুমোব, নেবো ঘুমই।

২৫৫. অত দূর থেকে নাও শুষে
মেঘলোকে লোকে যে জড়াও
সে তো ঝরতে আবার প্রত্যুষে
বিন্দু বিন্দু আমাকে ছড়াও

২৫৬. তোমার, তোমার চোখ থেকে
বিচ্ছুরিত দেবলোক সহ
সসাগরা এই ধরিত্রীকে
চুমুকে চুমুকে পান করি

২৫৭. তুমি একবার যদি বলো
উড়ে যাবে সব এই ঝড়ে
সূর্য শুষে নেবে সব জলও
যাবে সব আত্মার শিকড়ে

২৫৮. তুমি একবার যদি চাও
নেমে আসবে আকাশ পলকে
তোলপাড় মৃত্তিকা উধাও
লাভা উঠবে ঝলকে ঝলকে

২৫৯. ঘুমিয়ে পড়েছ? চোখ দুটি
মুদে আছে পদ্মের মতন
স্বপ্নে হেসে খাচ্ছ লুটোপুটি
হয়তো ঃ দেখে এ ভীরু মন।

২৬০. ঘুমিয়ে পড়েছ? আলুথালু
কালো চুলে ব্যথার বালিশ
পাশে পড়ে বইগুলি ঢালু
মুখে লেগে কি যেন নালিশ

২৬১. ঘুম থেকে উঠে যদি দেখ
তোমার চোখের জল তলে
শুয়ে আছে এ কবির দেহ
জলজ লতায় গুল্মে ঢাকা!

২৬২. যদি দেখ দুচোখের মণি
তবুও তোমার দিকে স্থির
খুঁজে নেবে, নেবেনা আমাকে
তোমারই ও চোখের আকাশে!

২৬৩. এই ছেলেমানুষীর কোনো
মানে হয় কিশোরী আমার
তুমি কি প্রেমের কিছু বোঝো?
হাসছো যে? আমিই জানিনা?

২৬৪. এই যৎসামান্য সময়
ধ'রে রাখতে এত প্রাণপণ
এইটুকু—মাত্র এইটুকু—
চেয়ে থাকো নিবিড় তন্ময়।

২৬৫. তুমি কি মার্জনা করবে এই
অসুস্থ কবিকে কোনোদিন
তোমার চুলের কাঁটা নেই?
চোখ নষ্ট ক'রে শুধব ঋণ

২৬৬. শুনেছি 'নয়নে যায় চেনা—'
এই গান, তাই খুঁজি চোখে
কোথায় যে প্রেম, সে দেবেনা?
খুঁজি লোকান্তরে লোকে লোকে।

২৬৭. শীত চ'লে যায় কেঁপে কেঁপে
সমস্ত উষ্ণতা নিয়ে তুমি
কোথায় যে রয়ে গেলে ঝেঁপে
রোদ্দুরে ভরিয়ে বনভূমি

২৬৮. আমার হারিয়ে গেছে পথ
আমার ফুরিয়ে গেছে বেলা
সনাতনী, পঙ্গুকে পর্বত
লঙ্ঘন করাও রাত্রিবেলা

২৬৯. তোমার চোখের দিকে চেয়ে
মেঘে মেঘে গেছে সব ছেয়ে
বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে একাকার
বৃষ্টি ভালোবাসি বলে তার!

২৭০. এত বৃষ্টি নিয়ে আথান্তর
প্রলয়পয়োধী জল নাকি?
ভেসেছে সংসার ছোট ঘর
পথ—একটু পথ থাক বাকি।

২৭১. একই কথা বলি বার বার
একই ব্যথা দেখ অগোছালো
সব কথা শুধুই তোমার
ভালো লাগে? ভালো লাগে? ভালো?

২৭২. তোমাকে কে নিয়ে চ'লে যাবে
কে এসে কে নেবে অধিকার
আমি তার তীব্র পরাভবে
দেখি কাঁপে গাঢ় অন্ধকার

২৭৩. ধবধবে শাদা ফুল মেয়ে
দ্বিতীয়ার শাদা ভীরু চাঁদ
কী দেখেছ এই চোখে চেয়ে
পাহাড় গভীর গুহা খাদ?

২৭৪. এত রাতে ছাদে উঠে কেউ?
চেয়ে আছে সব কটি তারা
ন ছুঁলেও চুমু না খেলেও
ঢিঢি পড়ে যাবে গোটা পাড়া

২৭৫. এই মন বিশ্বাসপ্রবণ
আমি তা বাঁচাব প্রাণপণে
তোমাকে যে দেবীর মতন
বেদীতে বসাব এক কোণে

২৭৬. মেয়েটি কে? মেয়েটি কে? ওরা
খোঁজ নেবে এগলি ওগলি—
কবিতাগুলির টান চোরা
চলো ঢাকি দিয়ে নামাবলী।

২৭৭. চোখে ছিলো জল, জলে ছিলো
আগুন, আমি তা ভালো চিনি
তুমিই জানোনা, এ নিখিলও
আমাকে ছিঁড়েছে সারাদিনই

২৭৮. এসব তো মুহূর্তের ভুল
সত্য সনাতনী, তুমি জানো?
এইসব ঐশ্বর্য অতুল
তোমারই, মানো বা নাই মানো।

২৭৯. চোরাপথে চলেছে আগুন
গোপনে, তোমার কাছে, তাই
তোমার ঠোঁটের সব নুন
পিপাসার এ জলে ভাসাই।

২৮০. আরে শোনো এইদিকে শোনো
আমি তো কিশোর নই কোনো
তবে? তুমি জেনেছে কী ক'রে
সে রয়েছে আমার ভেতরে!

২৮১. কী ক'রে জানলে আমি আজ
সারাদিন পথে পথে ঘুরে
তোমার মুখের কারুকাজ
খুঁজেছি যে কামারপুকুরে।

২৮২. সকালের কবিতায় তুমি
কেমন ঘুমিয়ে পড়া মেয়ে
যেন ঝাউ আনত আভূমি
শিশিরে শিশিরে গেছো ছেয়ে।

২৮৩. সকালের কবিতায় দূরে
শুয়ে থাকা কিশোরী তোমাকে
দেখি পাখি শীতের রোদ্দুরে
ডানা মুড়ে ব'সে থাকে থাকে।

২৮৪. সকালে শিশিরে ধোয়া মুখ
সকালে শিশিরে ধোয়া বুক
সকালে শিশিরে ভেজা সুখ
স্বপ্নের শিশির দুটি ঠোঁটে।

২৮৫. জবাকুসুমের মতো রোদ
তোমার ও মুখে লেগে আছে
আমার এ হৃদয় অবোধ
তারই ওম পেতে যায় কাছে

২৮৬. ছোট ছোট ফুলের মতন
এই সব লেখাগুলি দিয়ে
ভ'রে দিই তোমাকে যখন
তুমি থাকো তাকিয়ে তাকিয়ে?

২৮৭. সকালের এই ফুলগুলি
দুপুরে কি ঝ'রে যাবে? ঝ'রে?
তখন এ রোদ্দুরের তুলি
টেনে দেব মুখের উপরে।

২৮৮. তুমি কিছু জানোনা এসব
এই ধ্যান এইসব স্তব
নাকি জানো? জানো? তবে বলো
কেন চোখ করো ছলোছলো।

২৮৯. তোমার চোখের দিকে চেয়ে
আমার কি ধর্ম যায়? যাক
তুমি হৃদয়ের শিরা বেয়ে
ঝরো ঝরো, সব ঢাকা থাক

২৯০. ধীরে ধীরে ভুলে যাব তোকে
প্রকৃতির এমনি নিয়ম
তবু সেই সেই মুহূর্তকে
কেউ কি দিয়েছে দাম কম!

২৯১. আজ চোখে ধূধূ মাঠ গাছ
ধূসর দিগন্ত, ধুলো বালি
বিষ-পাতা আনাচ কানাচ
আজ চোখে সব খালি খালি

২৯২. কোথাও কাহিনী নেই কিছু
কোথাও গল্পের রেখা নেই
ছায়া যায় ছায়াটির পিছু—
ভালোবাসো ভালোবাসাকেই?

২৯৩. কী নাম কী যেন নাম তার?
মনে আছে দেবদারু পাতা?
ভাঙাচোরা মুখের রেখার
কিছু আছে—? কবিতার খাতা?

২৯৪. সে আমাকে বলেনি কিছুই
আমি তাকে কিছুই বলিনি
কয়েকটি মুহূর্ত—দণ্ড দুই
চোখের স্পর্শেই কলঙ্কিনী?

২৯৫. আর তাকে কখনো পাবোনা।
কোনোদিন পেয়েছি যে, আর?
চোখ তার কবেকার লোনা
ঠোঁট তার মায়াবী হীরার।

২৯৬. প্রেমের গল্পের মত পথে
হয়তো হতেও পারে দেখা
ধুলোবালি মুছে কোনোমতে
চিনে নেব ও মুখের রেখা।

২৯৭. এই দেখ কতো খালি হাত
এই দেখ কতো খালি রাত
কিছুই নিইনি কোনোদিন
কিছুই রাখিনি কোনো ঋণ

২৯৮. আমি তুলে নিয়েছি এ মন
তাই এত উদাসী এখন।
কী আমাকে ফেলে যেতে হবে?
পরাভবে—তীব্র পরাভবে!

২৯৯. যে পায় সে সবই পায় জানি।
আজ আর আক্ষেপ নেই কোনো।
আনাচে কানাচে কানাকানি—
যেতে হবে যেতে হবে—শোনো।

৩০০. কী জানি কেন যে করে ভয়
কী জানি কেন যে করে ভয়
চিঠি আসে রোজ চিঠি আসে ...
ছিঁড়ে ফেলি শীতের বাতাসে ...।

৩০১. কার চিঠি? কোথা থেকে আসে?
কেন ছিঁড়ে ফেলি বা বাতাসে?
জানিনা কি? সব জানি। ভয়।
শেষ হয়ে এসেছে সময়।